নূরানী তাক্বরীর-এক

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِهٖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ

عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

উচ্চারণ

আ'উ-যু বিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-ম মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজী-ম ।

বিস্মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম ।

'ফা-তালাক্বক্বা---আ-দামু মির্ রাবিবহী- কালিমা-তিন ফাতা-বা আলায়হি, ইন্নাহু- হুয়াত্ তাওয়া-বুর রাহী-ম ।' [সূরা বাক্বারা : আয়াত ৩৭]

তরজমা

আমি, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়ত্বান থেকে ।

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় ।

অতঃপর হযরত আদম আপন রব থেকে কিছু কলেমা শিখে নিয়েছেন । অতঃপর তিনি তার তাওবা ক্ববুল করেছেন । নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু । [সূরা বাক্বারা: আয়াত-৩৭, কান্যুল ঈমান]

উচ্চারণ

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায়, **'ফা-তালাক্ব ক্বা--- 'আ-দামু মির রাবিবহী-কালিমা-তিন ফাতা-বা আলায়হি'** হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নে আপনে রব সে কুছ্ কলমে সী-খে । 'ফাতা-বা আলায়হি'- পস্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে উন্কী তাওবাহ্ ক্ববূল ফরমায়ী ।' 'ইন্নাহু হুয়াত্ তাওয়া-বুর রাহী-ম' বে-শক্ উয়হ্ হী বড়া তাওবাহ্ ক্ববূল করনে ওয়ালা, বহুত মেহেরবান ।

হযরত সাইয়্যিদুনা আদম আলায়হিস্ সালাম সে জো খাত্বা হুয়ী, আপনী ইস লাগ্যিশ পর, ইস খাত্বা পর উয়হ্ তিন সও সাল তক্ রো-তে রহে । আওর আপ সে এতনে আ-সোঁ বহেঁ কেহ্, আগর তামাম দুনিয়া কে আ-সোঁ জমা' কিয়ে জা-য়েঁ, তো হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম কে আ-সূঁ কে বরাবর নেহীঁ হো সেকতে । হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এতনে রোয়ে আপনী খাত্বা পর ।

তো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা উন্কে দিল মে ইলক্বা ফরমায়া, মেহেরবানী হুয়ী, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম কো খেয়াল আয়া- জব মেরে জিস্ম মে রূহ্ ফুঁকী গায়ী, তো মাইঁ নে আরশ পর নেগাহ্ ডালী, তো আরশ কে উ-পর দেখা- আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে আপনে নাম কে সাথ

বঙ্গানুবাদ

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন–

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম আপন প্রতিপালক হ'তে কিছু কলেমা শিখে নিয়েছেন । অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর (হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর) তাওবা কবূল করলেন । নিশ্চয় তিনিই (আল্লাহ্ তা'আলা) বড় তাওবাহ্ ক্ববূলকারী, অত্যন্ত দয়াবান ।

হযরত সাইয়্যেদুনা আদম আলায়হিস সালাম হতে যে বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছিলো, তিনি ওই বিচ্যুতি ও ভুলের জন্য তিনশ' বছর যাবৎ ক্রন্দন করতে থাকেন । তাঁর চক্ষুযুগল থেকে এতবেশী অশ্রু ঝরেছিলো যে, যদি পৃথিবীর সকল লোকের অশ্রু একত্রিত করা হয়, তবু হযরত আদম আলায়হিস সালাম-এর অশ্রুর সমপরিমাণ হবেনা । হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নিজের বিচ্যুতির জন্য এতো বেশী ক্রন্দন করেছেন । তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হৃদয়ে এক প্রেরণা জাগ্রত (ইলক্বা) করেছিলেন, তাঁর দয়া হলো– হযরত আদম আলায়হিস সালাম-এর স্মরণ হলো (ওই সময়ের কথা), যখন তাঁর কায়ায় রূহ ফুৎকার করা হয়েছিলো, 'তখন তো আমি আরশের প্রতি দৃষ্টি দিতেই আরশের উপর দেখেছিলাম, আল্লাহ্ তা'আলার নিজের নামের সাথে

উচ্চারণ

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' কা নাম ভী লিখ্ দিয়া। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।) 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রসূ-লুল্লা-হ্' আরশ কে উপর লেখ্খা হুয়া দেখা।' হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম কো খেয়াল আয়া ইয়ে জো হাস্তী 'মুহাম্মাদুর রসূ-লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' হ্যাঁয়, ইয়ে আল্লাহ্ কো এতনে পেয়ারে হোঙ্গে কেহ্ উন্কা নাম আপনে নাম কে সাথ লেখ্খা হ্যায়। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে ওয়াস্ত্বে সে আপনী খাত্বা কী মু'আফী মাঙ্গী। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম কী খাত্বা কো, উন্কী লাগ্যিশ কো মু'আফ ফরমা দিয়া- উন্ কী তাওবাহ্কো ক্বূবূল ফরমা লিয়া। সুবহা-নাল্লাহ্! কেয়া শান হ্যায় হামারে আক্বা কী!

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম কো জো সাজদাহ্ কিয়া গায়া থা, উয়হ্ ভী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে নূর মোবারক কো হী থা।
আপনে পাস জো নূর মাওজুদ থা, উস নূর কো সাজদা হুয়া থা। উসে সাজদাহ করায়া। ফের উনসে

বঙ্গানুবাদ

'মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নাম লপিবদ্ধ ছিলো। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ'- কলেমা শরীফ লিখা ছিলো।' হযরত আদম আলায়হিস সালাম-এর মনে এ ধারণা জন্মালো যে, 'এ মহান ব্যক্তি মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয়ই আল্লাহ্র এতো প্রিয় যে, তাঁকে তাঁর (আল্লাহ্) নামের সাথে লিখেছেন।' সুতরাং হযরত আদম আলায়হিস সালাম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলা নিয়ে নিজের বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর (হযরত আদম-এর) বিচ্যুতি ও ভুলকে ক্ষমা করলেন। তাঁর তাওবাহ্ কবূল করলেন। সুবহা-নাল্লাহ্! আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর কী শান, কী মহত্ব!

হযরত আদম আলায়হিস সালামকে যে সাজদা করানো হয়েছিলো, তাও হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূর মুবারককেই করানো হয়েছিলো।
তাঁর নিকট (কপালে) যে নূর মওজূদ ছিলো ওই নূরকেই (সম্মানের) সাজদাহ্ করিয়েছেন। অত:পর তাঁর

উচ্চারণ

লাগ্যিশ হুয়ী তো আপ হী কে যারী'আহ্ লাগ্যিশ মু'আ-ফ হুয়ী, খাত্বা মু'আফ হুয়ী। সুবহা-নাল্লাহ্! কেতনা বড়া করম হ্যায়।

আওর বা-রী তা'আলা নে ইয়ে ভী এরশাদ ফরমায়া, **'ওয়ালাও আন্নাহুম ইয্ যোয়ালামূ---আন্ফুসাহুম জা----উ-কা'** আগর ইয়ে লো-গ আপনী জানোঁ পর যুল্ম কর ডালেঁ, তো ইয়ে আ-প কে পাস- আ-জায়েঁ, আ-প কে পাস আ-কর **ফাস্তাগফারুল্লা-হা** আল্লাহ্ সে মু'আফী মাঙ্গেঁ **ওয়াস্তাগ্ফারা লাহুমুর রসূ-লু** আওর রসূল-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভী উন্ কে লিয়ে মাগফিরাত মাঙ্গেঁ, **লাওয়াজাদুল্লা-হা তাওয়া-বার্ রাহী-মা**- তো উয়হ্ লোগ আল্লাহ্ কো পায়েঙ্গে বহুত তাওবাহ্ ক্বূবূল করনেওয়ালা, বহুত মেহেরবান।
ক্বিস্সাহ্ খতম হুগায়া কেহ্ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম কো সাজদাহ্ হুয়া তো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে সদকে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকী খাত্বা মু'আফ হুয়ী তো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

বঙ্গানুবাদ

থেকে বিচ্যুতি ও অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে গেলে তাঁর ওসীলায় সেটার ক্ষমাও করা হয়েছিলো, ভুলের ক্ষমা হলো। সুবাহা-নাল্লাহ্! আল্লাহ্র এ কেমন বদান্যতা!
আর আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন–
'এবং যদি এ সব লোক নিজেদের আত্মার প্রতি অবিচার করে, আর তারা, হে হাবীব, আপনার দরবারে আসে, অতঃপর আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর রসূল-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও আল্লাহ্র কাছে তাদের ক্ষমার জন্য সুপারিশ করেন, তবে তারা আল্লাহকে অত্যন্ত তাওবা ক্বূবূলকারী ও দয়াবান পাবে।'

ক্বিস্সা খতম। ইতোপূর্বেও বলা হয়েছে যে, হযরত আদম আলায়হিস সালামকে (ফেরেশতাদের দ্বারা) যে সাজদা করানো হয়, তাও হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর বদৌলহে।
হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর বিচ্যুতির ক্ষমাও হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
ওয়াসাল্লামকে সদক্বে, ফের উয়হ্ দরওয়াযাহ্ খো-লা, তো উয়হ্ বন্দ নেহীঁ হুয়া।	ওসীলায় হয়েছিলো। এরপর এ বদান্যতার দরজা উম্মুক্ত হলো। তা আর কখনো বন্ধ হয়নি।
আগর কেসী সে ভী কূঈ ক্বসূর হো জায়ে, কূয়ী গলত্বী হো জায়ে তো উয়হ্ মুতাওয়াজ্জিহ্ হো জায়ে আপনে আক্বা কী তরফ। ইয়ে নেহীঁ কেহ্ মদীনা মুনাওয়ারাহ্ জায়ে, জাহাঁ আক্বা মাওজুদ হ্যাঁয়, বলকেহ্ আল্লাহ্ কী মেহেরবাণী সে ইয়েহ্ ভী কাফী হো জায়েগা কেহ্ আগর কেসী সে খাত্বা হো জায়ে, গলত্বী হো জায়ে তো দো- রাক্'আত নফল পড় কর মুতাওয়াজ্জিহ্ হো জায়ে আপনে আক্বা কী তরফ, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী তরফ মুতাওয়াজ্জিহ্ হো জায়ে। আওর আ-পসে আরয করে কেহ্ হুযূর! মেরে লিয়ে আল্লাহ্ সে মু'আফী মাঙ্গিয়ে। আওর হুযূর করীম ভী উস্‌কে লিয়ে সুপারিশ ফরমায়েঁ তো ইয়াক্বী-নান উসকে গুনাহ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মু'আফ ফরমা দে-গা। সুবহা-নাল্লাহ্! কেয়া শান হ্যায়, রাহমাতুল্লিল 'আ-লামীন কী!	কারো দ্বারা যদি কখনো কোন অন্যায়, ভুল-ত্রুটি বা গুনাহ্ হয়ে যায়, তবে সে যেন তৎক্ষণাৎ নিজের আক্বা ও মাওলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মনোনিবেশ করে। এমন নয় যে, মদীনা মুনাওয়ারায় চলে যেতে হবে; বরং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে এটাও যথেষ্ট হবে যে, কারো দ্বারা যদি কোন প্রকারের গুনাহ্ হয়ে যায়, তবে সে যেন দু' রাক'আত নফল নামায পড়ে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মনোনিবেশ করে এবং তাঁর দরবারে এভাবে আরয করে, "হুযূর! আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করুন!" আর হুযূর করীমও তার পক্ষে সুপারিশ করেন। তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। সুবহা-নাল্লাহ্! রাহ্‌মাতুল্লিল 'আ-লামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ কী মহা মর্যাদা!
হযরত শীস আলায়হিস্ সালাম কো হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নসীহত করতে হ্যাঁয় কেহ্, বেটা	(একদা) হযরত শীস আলায়হিস সালামকে হযরত আদম আলায়হিস সালাম উপদেশ দিলেন, "প্রিয় বৎস!

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
আগর তোম সে কেসী ক্বিস্‌ম কী খাত্বা হো জায়ে, লাগযিশ্ হো জায়ে, গলত্বী হো-জায়ে তো তোম ফাওরান মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে ওয়াস্‌ত্বে সে আল্লাহ্ সে মু'আফী মাঙ্গো।	যদি তোমার থেকে কোন প্রকারের ভুল বা ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে তখনই হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যম নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ওই ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিও।"
তো হযরত শীস আলায়হিস্ সালাম নে আরয কিয়া, আব্বা! উয়হ্ কওন হ্যাঁয়? আ-পনে ফরমায়া কেহ্, উয়হ্ মেরে আওলাদ মে হোঙ্গে। লে-কিন উন্‌কা আয়সা রুত্‌বাহ্ হ্যায় কেহ্ মেরী লাগ্‌যিশ, মেরী গলত্বী উন্‌কে সবব সে মু'আফ হুয়ী। আগর তোম সে কূয়ী ছীয (খাত্বা) এয়া নিস্‌ইয়ান সরযদ হো জায়ে তো তোমভী উন কে যরী'আহ্ সে মু'আফী মাঙ্গো।	তখন হযরত শীষ আলায়হিস সালাম আরয করলেন, "আব্বাজান, তিনি কে?" তখন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বললেন, "তিনি আমার বংশধর; তবে তাঁর অনেক অনেক উঁচু মর্যাদা; আমার বিচ্যুতি তাঁর কারণে ক্ষমা হয়েছে। তাই তোমার থেকেও যদি কখনে কোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে তাঁর ওসীলা নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিও।"
চুনাঁচেহ্ হযরত শীস নে ফরমায়া কেহ্, উসকে বা'দ মুঝসে কেসী ক্বিস্‌ম' কী খাত্বা হো জাতী, তো মাইঁ ফওরান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সদক্বে সে আল্লাহ্ তা'আলা সে মু'আফী মাঙ্গতা হোঁ। উস সে মেরী দো'আ কবূল হোজা-তী হ্যায়।	(হযরত শীস আলায়হিস সালাম বললেন,) "এরপর যখন আমার কোন ধরনের ভুল-ত্রুটি হয়ে যেতো, তখনই আমি হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলা নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। এতে আমার দো'আ ক্ববূল হয়ে যায়।"
এহাঁ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বাতা রহা হ্যায় কেহ্, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি	এখানে (আয়াতে) আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা

উচ্চারণ

ওয়াসাল্লাম কা দরওয়াযাহ্ হামারে গুনাহোঁ-কী মু'আফী কা দরওয়াযাহ্ হ্যায়। ইস্ দরওয়াযে সে আও, তা-কেহ্ তোমারে গুনাহোঁ কী মু'আফী হো জায়ে। মগর বাত্বেল ফেরক্বে কায়সী জিহালত মে হ্যাঁয়? উয়হ্ কায়সে বদনসীব হ্যাঁয় কেহ্ উয়হ্ উস দরওয়াযে সে লোগোঁ কো দূর রাখ্তে হ্যাঁয়। উয়হ্ কাহ্তে হ্যাঁয় কেহ্ 'উস দরওয়াযে সে মত জাও।' উম্মত কে লিয়ে ইয়ে বড়া খত্বরনাক হ্যায়। লেহা-যা তোম ইস্ দরওয়াযে কো পহুঁচানো, ফের উস্ দরওয়াযে কো মযবূতী সে পাকড়ো। এহী দরওয়াযাহ্ হ্যায় দো-নোঁ জাহাঁ কী কামিয়াবী কা। আওর ইয়ে জো সিলসিলাহ্ হ্যায়, জিস সিলসিলাহ্ মে আপ লোগ আজ আয়ে হ্যাঁয়, সিলসিলাহ্ সে মুরাদ ইয়ে ভী হ্যায় কেহ্ আপনে মনযিলে মাক্বসূদ তক ইয়া'নী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী খিদমতে বা- বরকাতমে পহঁছ জায়েঁ।

আওর রা-স্তে মে হার ক্বিস্ম কে লোগ হোতে হ্যাঁয়, ডাকু ভী হোতে হ্যাঁয়। ইন্শা-আল্লাহুল আযীয, জব হামারা মুসাম্মাম এরাদা হোগা, হামারা খুলূস হোগা আওর হামারী-মুহাববত হোগী, তো হাম ইস্ ক্বাফেলেকে সাথ রহেঙ্গে।

জব ক্বাফেলে কে সাথ গার্ড হোতে

বঙ্গানুবাদ

আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরজা হচেছ আমাদের গুনাহ্র ক্ষমা হওয়ার দরজা। এ দরজা দিয়ে এসো, যাতে তোমাদের গুনাহর ক্ষমা হয়ে যায়। কিন্তু বাতিল ফিরক্বার লোকেরা কতই মূর্খতার মধ্যে আছে! তারা কতই হতভাগা যে, তারা ওই দরজা থেকে লোকদের দূরে সরিয়ে রাখে। তারা বলে, "এ দরজা দিয়ে যেয়ো না।" উম্মতের জন্য এটা বড় বিপজ্জনক। অতএব, তোমরা এ দরজার পরিচয় লাভ করো এবং এ দরজার চৌকাঠকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। এ দরজাই উভয় জগতের সাফল্যের চাবিকাঠি। আর আপনাদের এ সিল্সিলাহ্ (তরীক্বাহ্), যে সিলসিলায় আপনারা আছেন, এ সিলসিলার উদ্দেশ্যও এটাই যে, এটা দ্বারা আমাদের স্ব স্ব গন্তব্যস্থলে অর্থাৎ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-পর্যন্ত পৌঁছানো।

আর এ যাত্রাপথে নানা ধরনের লোক রয়েছে। এ পথে ডাকাতও রয়েছে। ইনশা-আল্লাহুল আযীয, যখন আমাদের সুদৃঢ় ইচ্ছা থাকবে, নিষ্ঠা ও ভালবাসা থাকবে, তখন আমরা এ কাফেলার সাথে থাকবোই।

যখন কোন কাফেলার সাথে পাহারাদার ও সৈন্য বাহিনী

উচ্চারণ

হ্যাঁয়, ফাওজ হুতী হ্যায়, তো উস্পর আগর কূঈ হামলা করনে আয়ে, তো উয়হ্ ডরতে হ্যাঁয় কেহ্, আগর হাম হামলা করেঁ তো সব পাকড়ে জায়েঙ্গে।

আলহামদুলিল্লাহ্! হামারে ইস কাফেলে মে সায়্যিদুনা আব্দুল কাদের জীলানী হ্যাঁয়, শাহানশাহে চৌহর হ্যাঁয়, শাহানশাহে সিরিকোট হ্যাঁয়, হামেঁ কূঈ পরীশানী কী যুরূরত নেহী। হামেঁ মুনাসিব হ্যায় কেহ্ হাম উস কো মযবুতী সে পাকড়েঁ। আওর উনকে সাথ সাথ চলেঁ। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপকো আওর হামকো সমঝ আত্বা ফরমায়ে। আ-মী-ন।

আজ দোসাল কে বা'দ আপ ভাইয়োঁ কে বাগীচে মে শুমূলিয়াত কী তাওফীক্ব আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে দী। ইয়েহ্ কসীর জমা'আত দেখ্ কর, তরীক্বত কে ইস্ বাগীচে কো দেখ্ কর ইনতেহায়ী খুশী হূয়ী আওর সুকূন হাসেল হুয়া।

হামারে আওর আপকে দরমিয়ান জো ওয়াস্ত্বাহ্ হ্যায় উয়হ্ রাহ্মাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা ওয়াসেত্বাহ্ হ্যায়। হামারে আওর

বঙ্গানুবাদ

মোতায়েন থাকে, তখনতো সেটার উপর কেউ হামলা করতে এ ভেবে ভয় পাবে যে, 'সবাই ধরা পড়ে যাবো যদি আমরা হামলা করি।'

আলহামদুলিল্লাহ্! আমাদের এ কাফেলায় সায়্যিদুনা আব্দুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রয়েছেন, শাহানশাহে চৌহরভী ও শাহান শাহে সিরিকোটী সাথে আছেন। আমাদের ভয় করার কোন কারণ নেই। তবে আমাদের উচিত তাঁদের (আর্দশ ও নীতি)কে ভালোভাবে আকঁড়ে ধরা এবং তাঁদের অনুসরণ করে চলা। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে এবং আমাদেরকে বুঝার তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন।

আজ দু'বছর পর আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হবার সামর্থ্য আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। এ বিরাট সমাগম ও তরীক্বতের এ বাগান দেখে অত্যন্ত খুশী ও প্রশান্তি অনুভব করছি। আমাদের ও আপনাদের মধ্যেকার যে সম্পর্ক ও ঘনিষ্টতা রয়েছে, তাও হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কারণে ও তাঁরই মাধ্যমে।

আমাদের ও আপনাদের মধ্যে যে আত্মিক বন্ধন রয়েছে, যে সম্পর্ক রয়েছে, তাও রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান ওসীলায় প্রতিষ্ঠিত।

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
আপকে দরমিয়ান জো রিশতাহ্ হ্যায় তা'আল্লুক্ব হ্যায়, উয়হ্ তা'আল্লুক্ব রহমাতুল্লিল আ'লামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা সদ্‌ক্বা হ্যায়।	
ইয়ে ইয়াদ রাখেঁ কেহ্ জো হামারা সিলসিলাহ্ হ্যায় ইস্ সিলসিলে কী আখেরী কড়ী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে দস্তে বা-বরকাত মে হ্যায়। মাশা-ইখ হযরাত কে যরী'এ সে আপকা ইয়ে সিলসিলাহ্ হুযূরে আকরাম তক পহঁছা হ্যায়। তো ইস সিলসিলে কো মজবূত পাকড়েঁ। সিলসিলাহ্ কো পাকড়নে সে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আওর 'আম মাশা-ইখ কে ফায়ুযাত ও বরাকাত সে মুসতাফীয হোঙ্গে। কুলূব মুনাওয়ার হোঙ্গে। আপ কে সী-নে রওশন হোঙ্গে। আপকে কামোঁ মে বরকত হোগী। আল্লাহ্ ও রসূল কী রেযা হাসেল হোগী। ইস্ সিলসিলে কো মযবূতী সে পাকড়েঁ। ইস্ সিলসিলে কো জিস্‌নে মযবূত পাকড়া, উয়হ্ জেতনে মাশা-ইখ হযরাত হ্যাঁয় সব কী মা'ইয়্যাৎ উসকো হাসিল হোগী। উয়হ্ কেতনে খোশ্ নসীব ভাই হ্যায়, জিস্ কো তামাম হযরাত কী মা'ইয়্যাৎ হাসেল হোগী। আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা	এটাও স্মরণ রাখবেন যে, আমাদের এ সিলসিলার (শিকলের) শেষ কড়া হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাতে রয়েছে। মাশা-ইখ হযরাতের মাধ্যমে আপনাদের নিকট এ সিলসিলা পৌঁছেছে। অতএব, এ সিলসিলার আদর্শকে মজবুতভাবে ধারণ করুন। সিলসিলাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত মাশা-ইখ হযরাতের ফুয়ূয়াত ও বরকতরাজি লাভ করে ধন্য হওয়া যাবে। হৃদয়গুলো আলোকিত হবে। আপনাদের বক্ষ আলোকোজ্জ্বল হবে। আপনাদের কাজে বরকত হবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে। অতএব, সিলসিলাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরুন। যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে, সে এ সিলসিলার সমস্ত মাশা-ইখে কেরাম-এর সান্নিধ্য অর্জন করবে। ওই ব্যক্তি কতোই সৌভাগ্যবান, যিনি মাশা-ইখে কেরামের সান্নিধ্য অর্জন করেছেন। আর তিনি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী নযর-ই করম মে ওয়হ্ আ-গায়া।	ওয়াসাল্লাম-এর শুভ দৃষ্টির আওতায় চলে এসেছেন।
আপ সে ইয়ে আরয করোঙ্গা, ভাইয়োঁমে ইত্তেফাক আওর মুহব্বত কী বহুত যুরুরত হ্যায়। আপকে পীছে ইবলীস পড়া হুয়া হ্যায়, ইবলীস সখ্‌ত দুশ্‌মন হ্যায়। বাতেল ফেরক্বে ভী আপ কে পীছে পড়ে হুয়ে হ্যাঁয়। ইবলীস আওর বাতেল ফেরকোঁ কী আখোঁ মে খার কী তরাহ্ খাত্বরে হ্যাঁয়। ইসলিয়ে আপ ভাইয়োঁ কো বহুত হুশিয়ার রাহনা চাহিয়ে। আ-পস মে বহুত মুহাব্বত আওর ইত্তেফাক সে রাহনা চাহিয়ে। কিঁউকেহ্ না-ইত্তেফাক্বী মে ইন্‌সান কী ইয্‌যাত চলী জাতী হ্যায়। আওর আপকী না-ইত্তেফাক্বী সে হযরাত কী বদনামী হো তো ইয়ে কেত্‌নে আফসোস্ কী বাত হোগী, কেহ্ হামারে যরী'এ সে মাশা-ইখ হযরাত কী বদনামী হোগী! ইস্‌লিয়ে ভাইয়োঁ কো ইত্তেফাক্ব আওর মুহাব্বত যুরুরী হ্যাঁয় আওর বাত্বেল ফেরক্বোঁ কী সরকূবী কী ভী যুরুরত হ্যায়।	আপনাদের প্রতি এ আরয করবো যে, সিলসিলার ভাইদের মধ্যে একতা ও পরস্পর ভালবাসা বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। আপনাদের পেছনে ইবলীস শয়তান লেগে আছে; আর শয়তান জঘন্য শত্রু। বাতিল ফিরকার লোকেরাও আপনাদের পেছনে লেগে আছে। ইবলীস ও বাতিলদের কাছে আপনারা যেন বিষতুল্য কাঁটা। তাদের চোখে আপনারা বড় বিপদই। এ জন্য ভাইদের অত্যন্ত সজাগ হওয়া চাই এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সকলে একতাবদ্ধ থাকা চাই। কেননা অনৈক্যে মানুষের মর্যাদা বিনষ্ট হয়। আর আপনাদের অনৈক্যের দরুন হযরতদের বদ্‌নাম হতে পারে। তখন এটা কতই দুঃখের ব্যাপার হবে যে, আমাদের কারণে আমাদের মাশা-ইখে কেরামের বদনাম হবে! এজন্য ভাইদের ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং ভাইদের পরস্পরের ভালবাসা অত্যন্ত প্রয়োজন। সে সাথে প্রয়োজন বাতিল ফিরকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা।
আপ কে সামনে মাদরেসে হ্যাঁয়, মাদরাসূঁ কী তানযীম ও তা'লীম কী তরফ খেয়াল রাখ্‌খেঁ। কিঁউকেহ্ মাদরাসে উলামা বানানে কী ফ্যাক্টরিয়াঁ হ্যাঁয়। এহাঁ সে উলামা ফারেগ হোঙ্গে। উয়হ্ দ্বীন কী	আপনাদের সামনে মাদ্‌রাসাগুলো রয়েছে। মাদ্‌রাসার সুষ্ঠু পরিচালনা ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার। কেননা, মাদ্‌রাসাগুলো হচ্ছে আলেম তৈরীর কারখানা। এখান হতে আলেম বের হবে। তাঁরা

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
হেফাযত কেলিয়ে সিপাহ্সালার হোঙ্গে– ইনশা-আল্লাহুল আযীয। ইসলিয়ে আপ কো যুরূরী হ্যায় কেহ্ আপস মে বহুত হী ইত্তেফাক আওর মুহাব্বত সে রহেঁ। **ওয়ালা- তানা-যা'উ ওয়া ফা তাফশালূ ওয়া তাযহাবা রী-হুকুম**। তোমারী না-ইত্তেফাক্বী সে তোমারী জো ইয্যাত হ্যায় উয়হ্ উঠ জায়েগী। আপ খোশ্ নসীব হো, আপ কো মুবারকবাদ দে-তা হোঁ। আপ ইসকে কাবেল হ্যাঁয়। আপ কো আল্লাহ্ তা'আলা নে সহীহ্ রাহ্নুমা দিয়া, সহীহ্ মুরশিদ দিয়া, মুরশিদ-ই বরহক মিল জানে সে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিল জাতে হ্যাঁয়।	দ্বীনের সংরক্ষণের সিপাহ্সালার হবেন– ইন্শা-আল্লা-হুল আযীয, এ জন্য জরুরী হচ্ছে (এ সবের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য) পরস্পরের ভালবাসা ও একতা থাকা। ((এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করোনা। করলে পুনরায় সাহস হারাবে, এবং তোমাদের সঞ্চিত বায়ু বিলুপ্ত হতে থাকবে।)) [সূরা আন্ফাল: আয়াত-৪৬] অর্থাৎ তোমাদের অনৈক্যের দরুন তোমাদের যে মর্যাদা ও সম্মান আছে তা' লোপ পাবে। আপনারা ভাগ্যবান, আপনাদেরকে মুবারকবাদ জানাই আর এটার আপনারা উপযুক্তও। তা এ জন্য যে, আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও সঠিক পথ-প্রদর্শক ও মুরশিদ-ই বরহক দান করেছেন। সঠিক ও বিশুদ্ধ মুরশিদ পাওয়া গেলে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পাওয়া যায়।
ইসকে সাথ সাথ তাকাব্বুর সে বাচেঁ, গুরূর সে বাচেঁ, কিউঁকেহ্ শয়তান কী আখেরী হিরবাহ্ তাকাব্বুর হো-তা হ্যায়, আপনে আপকো মিটা দো। **মিটা দো আপনী হাস্তী কো আগর কুছ মরতাবা চাহো, কেহ্ ইয়ে দানা খাক মে মিলকর গুলে গুলযার হোতা হ্যায়।**	সে সাথে গর্ব ও অহংকার থেকেও বেঁচে থাকবেন। কেননা, শয়তানের শেষ হাতিয়ার হলো গর্ব ও অহংকারবোধ। নিজেকে বিলীন করে দাও। কবি বলেন– **যদি কোন মর্যাদা চাও, তবে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দাও। কারণ, এ শস্যবীজ মাটিতে বিলীন হবার ফলেই তা থেকে উদ্ভিদ জন্মে সবুজ-সজীব বাগান সৃষ্টি হয়ে যায়।**

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
কাহাওয়াৎ হ্যায় কেহ্,জিসকা জেতনা বড়া দরজা হো, উস কা উত্না সর নী-চা রাখ্না চাহিয়ে। উয়হ্ খাদেম হো। আওর আপনে ভাইয়োঁ কে সাথ আ-পসমে মুহব্বত আওর ইত্তেফাক্ব কী ইন্তেহায়ী যুরূরত হ্যায়। আজ মুঝে ইন্তেহায়ী খুশী হাসেল হুয়ী, মেরী পরেশানী দূর হো-গায়ী। আওর ইয়ে আ-প ভাইয়োঁ কী ইস্ মুহব্বত কা নতী-জাহ্ হ্যায় কেহ্ ইস্ কম্যোরী কী হালত মে মুঝে এহাঁ ভেজা গায়া। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আ-পকো দোনোঁ জাহাঁ কী কামিয়াবী নসীব ফরমায়ে। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হামারে আওর আপকে দরমিয়ান জো তা'আল্লুক্ব হ্যায়, জিস কা ওয়াসত্বাহ্ হ্যায় হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে ওয়াস্ত্বে সে হামারে তা'আল্লুক্বাত কো ক্বিয়ামত তক জারী ও সারী রাখ্খে। আ-মী-ন॥	কথিত আছে যে, যার যতো উচ্চ মর্যাদা হবে তার মাথা যেন ততো অবনত থাকে। সে যেন সেবক হয়। আর নিজের ভাইদের প্রতি ভালবাসা থাকা ও পরস্পরের মধ্যে একতা থাকাও অত্যন্ত প্রয়োজন। আজ আমি খুবই আনন্দিত। আমার সকল চিন্তা দূরীভুত হয়ে গেছে। আর এটা তরীক্বতের সকল ভাইদের ভালবাসার ফলশ্রুতি যে, এ বার্ধক্য অবস্থায়ও আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে উভয় জগতের সফলতা দান করুন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও আপনাদের মধ্যেকার যে সম্পর্ক রয়েছে, যে আত্মিক সম্পর্কের বন্ধন রয়েছে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় এ সম্পর্ককে ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখুন! আ-মী-ন।

নূরানী তাক্বরীর-দুই

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقُوْلُوْا رَاعِنَا

وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ط وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

[سورة البقرة : ايت ١٠٤]

উচ্চারণ

আ'ঊ-যু বিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-মি মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রাজী-ম

বিস্মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

ইয়া---আইয়্যুহাল্ লাযী-না আ-মানূ- লা-তাক্বূ-লূ- রা-'ইনা- ওয়া ক্বূ-লুন্যুরনা- ওয়াস্মা'ঊ-; ওয়া লিল্ কা-ফিরী-না 'আযা-বুন আলী-ম।

[সূরা বাক্বারা : আয়াত ১০৪]

তরজমা

আমি, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

হে ঈমানদারগণ, তোমরা 'রা-'ইনা-' বলোনা এবং বলো, 'উন্যুরনা-' আর শোনো; কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত-১০৪, কান্যুল ঈমান]

উচ্চারণ

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমা রহা হ্যায়, **ইয়া- আইয়্যুহাল্ লাযী-না আ-মানূ- লা- তাক্বূ-লূ- রা'ইনা-** আয় মু'মিনূ রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে দরবার মে জব পেশ হো তো 'রা-'ইনা-' মাত কাহা কারো। **'ওয়াক্বূ-লুন্যুরনা- ওয়াস্মা'ঊ-'** আওর কাহা করো 'উন্যুরনা'-, 'উন্যুরনা-' কা লাফ্য এস্তে'মাল করো। রা-'ইনা- মাত কাহো আওর গাওর সে- সুনো, **ওয়ালিল্ কা-ফিরী-না 'আযা-বুন আলী-ম**। আওর কাফেরোঁ কে ওয়াসত্বে দরদনাক আযাব হ্যায়।

ইস্কী **শানে নুযূল** ইয়ে হ্যায় কেহ্, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে দরবার মে ইয়াহুদী ভী আ-তে থে আওর সাহাবা-ই কেরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা 'আনহুম আজমা'ঈন ভী। আগর কুঈ বাত সমঝ মে নাহ্ আতী, তো দরবারে আক্বদাস মে আরয করতে থে, **''রা-'ইনা-ইয়া রসূলাল্লাহ্'** ইয়া'নী হামারী রে'আ-য়াত ফরমা-ইয়ে। ইস্ কালামে পাক কো, ইস জুমলা কো, ইস বাত কো ফের দোহ্রা-ইয়ে, ফের মেহেরবানী ফরমা-ইয়ে, তা কেহ্ হাম আচ্ছে তরীক্বে সে সমঝ জায়েঁ। হাম নে সমঝা নেহী।

বঙ্গানুবাদ

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করছেন, হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে যাও, তখন **'রা-'ইনা-'** বলো না। বরং বলো, **'উন্যুরনা-'** (অর্থাৎ হে আল্লাহর রসূল, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম! আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিন।) **'উন্যুরনা-'** শব্দ ব্যবহার করো; **'রা-ইনা-'** বলো না এবং রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে কী বলছেন তা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করো। **আর কাফিরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।**

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট এ যে, হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে ইহুদীরাও আসতো আর সাহাবা-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লা-হু তা'আলা আনহুমও। যখন সাহাবা-ই কেরাম রসূল-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এরশাদ বুঝতে পারতেন না, তখন তাঁরা পবিত্র দরবারে আরয করতেন, **'রা-'ইনা ইয়া রসূলাল্লাহ্,'** অর্থাৎ আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি দেন, আপনি যে কালাম বা বাক্য শরীফটি এরশাদ করেছেন, তা দয়া করে পুনারায় বলুন, যাতে আমরা ভাল করে বুঝে নিতে পারি।" ইতোপূর্বে আমরা বুঝতে পারিনি।

উচ্চারণ

লেহা-যা দো-বারাহ্ সমঝা-ইয়ে। তো ইস দাওরান ইয়াহূদিয়ুঁ কো এক মাওক্বা' মিলা গোস্তাখী করনে কা; কিউঁকেহ্ উন্কূ যোবান মে 'রা-'ইনা' এক সাব্ব্ ও শতম হ্যায়, এক গা-লী হ্যায়। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে ইস্ লাফ্য হী কে এসতে'মাল করনে সে মুমানা'আত ফরমা দী-। জিস্ লাফয সে, জিস জুমলে সে মেরে হাবীব-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী শান মে গোস্তাখী কা ইহ্তিমাল হো, উস্ জুমলা- হী কো মিটা- দো। উস্ লাফ্য কো মাত কাহো। **'রা-'ইনা'-** কী জাগাহ্ **'উন্যুরনা-'** কাহো। ইয়া'নী (আয়সা কহো-) 'হামেঁ রহম ফরমা-ইয়ে, নযর-ই করম ফরমা-ইয়ে, ইয়া রসূলাল্লাহ্। হামারী তরফ্ তাওয়াজ্জুহ্ ফরমা-ইয়ে, আ-পনে জো জুমলাহ্ ফরমায়া উস্ কো 'দো-বারাহ্ ফরমা-ইয়ে।' আওর কাফেরোঁ কে লিয়ে দরদনাক আযাব হ্যায়।

জাহাঁ ফরমা দিয়া **'ওয়াস্মা'উ-'** গাওর সে সোনো, ইয়া'নী তোম কো ইয়ে কাহনে কী যুরূরত না পড়ে কেহ্, 'আপ ফের কহিয়ে, এয়া রাসূলাল্লাহ্, (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম) ফের কহিয়ে, ফের ইয়ে বাত বাতা-ইয়ে।' ইস চীজ কী নওবত না আ-না চাহিয়ে। ইয়ে ভী এক ক্বিস্ম কী শান কা খেলাফ হ্যায়।

বঙ্গানুবাদ

অতএব, পুনরয়ায় বুঝিার সুযোগ দিন। ইত্যবসরে ইহুদীদের একটি সুযোগ হলো রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ধৃষ্ঠতা দেখানোর। কেননা, তাদের ভাষায় 'রা-ইনা-' শব্দটি একটি গালি বিশেষ। তাই, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে ওই ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছেন, যে শব্দ দ্বারা, যে বাক্য দ্বারা আমার হাবীব-এ পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে (সামান্যতমও) বেয়াদবী করার সম্ভাবনা (সুযোগ) থাকে, ওই বাক্যকেই নিশ্চিহ্ন করে দাও। ওই শব্দ বলোই না। 'রা-ইনা-' শব্দের স্থলে 'উনযুরনা-' বলো। অর্থাৎ হে আল্লাহর রসূল! আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হোন, আমাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিন। হে আল্লাহর রসূল, আমাদের দিকে কৃপাদৃষ্টি দিন! আপনি যে বাক্য এখন বলেছেন তা পুনরায় বলুন। **আর কাফিরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।**

যেখানে (আয়াতে) বলা হয়েছে, গভীর মনযোগ সহকারে শ্রবণ করো। অর্থাৎ, এমনভাবে শোনো যেন তোমাদেরকে এটা বলতে না হয়,' হে আল্লাহ্র রসূল, (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়া সাল্লাম) আবার বলুন, আপনার বাণী মুবারক পুনরায় বলে দিন।' এমনটি বলার প্রয়োজন না হওয়া চাই। কারণ, এটাও হুযূর-ই আক্রামের শানের এক প্রকার বিরোধী।

উচ্চারণ

আ-প বাতেঁ ফরমাতে, আগর সমঝ মে নাহ্ আতে তো উস ওয়াক্বত তোম কাহো, 'উন্যুরনা-' নযরে করম ফরমা-ইয়ে হাম পর। উস্ বাত কো ফের ফরমা-ইয়ে।

মেরে মু'আয্যাস ভাইয়ো!

দেখো, গাওর করো, খেয়াল করো! আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী শান বাড়ানে কা কেতনা খেয়াল হ্যায়? কেতনা মাক্বসূদ ওয়া মাতলূব হ্যায়?

কিউঁকেহ্ উয়হ্ জুমলাহ্, উয়হ্ লাফ্য, জিস মে গোস্তাখী কা, বে-আদবী কা এহতেমাল হো উস্ লাফয কী মুমানা'আত ফরমা- দী-, ইয়েহ্ লাফ্য মাত কাহো, **'রা-'ইনা-'** মাত কাহো। 'রা-ইনা' কী জাগাহ্ **'উন্যুরনা-'** কাহো।

তো আ-প আন্দা-যাহ্ লাগাইয়ে উন্ লোগোঁ কা, জো রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মিম্বর পর বয়ঠ্ কর উন কী শান মে গোসতাখী করতে হ্যাঁয়। উয়হ্ লোগ বদ নসীব হ্যাঁয়। উয়হ লোগ, জো কিতাবুঁ মে আপ কী শান কে খেলাফ লিখতে হ্যাঁয়, গোসতাখানা কালাম লিখতে হ্যাঁয়, উনকে বা-রে মে ফরমা দিয়া,

বঙ্গানুবাদ

হুযূর-ই করীম যদি কিছু এরশাদ ফরমান, তবে যদি প্রথমবার বুঝে না আসে, তবে বলো, 'উনযুরনা-'

অর্থাৎ- হে আল্লাহ্র রসূল, আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিন, ওই কথা পুনারায় এরশাদ করুন।

আমার সম্মানিত ভাইয়েরা!

দেখুন, চিন্তা করুন, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার অভিপ্রায় কতো বেশী! তাঁর নিকট এটা কতোই পছন্দনীয় ও কাঙ্ক্ষিত !

কেননা, ওই বাক্য, ওই শব্দ, যাতে বেয়াদবীর সম্ভাবনা থাকে, ওই শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছেন- এ শব্দ বলোনা, রা-'ইনা বলে না। রা'ইনার স্থলে 'উন্যুরনা' বলো।

সুতরাং আপনারা ওই সব লোকের অশুভ পরিণতির কথা চিন্তা করে দেখুন, যারা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মিম্বরে বসে তাঁর মানহানি করে। ওইসব লোক হতভাগা। আর ওইসব লোকও, যারা বই-পুস্তকে তাঁর মর্যাদার বিরুদ্ধে লিখে, বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তা লিখে। তাদের ব্যাপারে এরশাদ হচ্ছে- (রসূলে করীমের শানে অশালীনতা

উচ্চারণ

'ওয়ালিল কা-ফিরী-না 'আযা-বুন আলী-ম', কাফেরোঁ কে লিয়ে সখ্ত আযাব হ্যায়।

তো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা কো জো আদব হামকো সিখায়া জা-রাহা হ্যায় উয়হ ইয়ে হ্যায় কেহ্, আ-প কা আদব করো, আপ কী যরা সী গোস্তাখী, যরা সী বে-আদবী না হোনে দো! ইস সে ইনসান কাফির হো জাতা হ্যায়, তো ইস চীয্ কা যিয়াদাহ খেয়াল রাখ্খো। গালেবান ইমাম আবূ ইয়ূসুফ রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হারুনুর রশীদ কে ওহাঁ মওজূদ থে। এক শখ্স নে কাহা, "হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো কদ্দূ বহুত পছন্দ থা, লে-কিন মুঝে তো পছন্দ নেহী।" ইয়ে বাত কাহ্নে পর ইমাম আবূ ইয়ূসুফ নে তলোয়ার নিকা-লী আওর ক্বতল করনে কে লিয়ে তৈয়ার হো গায়ে। উসনে মু'আফী মাঙ্গী কেহ্ উস্ সে ভুল হো-গায়ী। ইমাম আবূ ইয়ূসূফ রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি নে ফরমায়া, "তোম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে মুতা'আল্লিক্ব কেয়া কাহ্ রহে হো? কেয়া আ-প কো জো পছন্দ হ্যায়, কেয়া উয়হ্ তোমে পছন্দ নেহীঁ? তোম মুরতাদ্ হো গায়ে, তোমারা ক্বতল জরুরী

বঙ্গানুবাদ

প্রদর্শনকারীরা কাফির।) **আর কাফিরদের জন্য রয়েছে র্মন্তুদ শাস্তি।**

কাজেই, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আদব প্রদর্শনের যে শিক্ষা আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, তা হচ্চে এ যে, তোমরা তাঁকে সম্মান করো, তাঁর প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধা ও বে-আদবী যেন না হয়; কারণ, তা করলে মানুষ কাফির হয়ে যায়। অতএব সেদিকে খুব খেয়াল রাখো।

খুব সম্ভব, ইমাম আবূ ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি একদা বাদশা হারুনুর রশীদের দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন। (এমন সময় খাবার উপস্থিত হলো। খাবারের তালিকায় কদু বা লাউও ছিলো।) তখন এক ব্যক্তি বললো, "হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কদু বেশী পছন্দ করতেন; কিন্তু আমি কদু পছন্দ করি না।" তার মুখে এ কথা শুনা মাত্রই ইমাম আবূ ইউসুফ তলোয়ার বের করে নিলেন এবং তাকে কতল করতে উদ্যত হলেন। সে ক্ষমা চাইলো এ বলে যে, তার ভুল হয়ে গেছে। ইমাম আবূ ইয়ূসুফ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বললেন, "তুমি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কী বললে? হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যা পছন্দনীয় তা কি তোমার নিকট পছন্দনীয় নয়? তুমি মুরতাদ্ হয়ে গেছো। তোমাকে কতল করা ওয়াজিব অর্থাৎ অপরিহার্য।"

উচ্চারণ

হ্যায়।" উস্নে তাওবাহ্ কী। তো উস্কী জান ছুটী।

তো ইয়াদ রাখ্খো, বহুত বারিক জাগাহ্ হ্যায়। বহুত নাদের জাগাহ্ হ্যায়। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী শান মে আগর কেসী কো থোড়ে সে খেয়াল মে ফরক্ব আয়া, আপ কে আদব মে ফরক্ব আয়া, তো ইসলাম সে উসকো কূয়ী কাম নেহী। বলকেহ্ ফরমা দিয়া, **'ওয়ালিল কাফিরী-না আযা-বুন আলী-ম'** – কাফেরোঁ কে লিয়ে সখ্ত আযাব হ্যায়।

আদব কে যরী-'এ সে ইনসান কো উয়হ্ উঁচা মক্বাম মিল জা-তা হ্যায়, জিস্ কা খেয়াল ও গুমান তক ভী নেহী হোতা। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মুহব্বত আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপ কো, হাম কো নসীব ফরমায়ে। আমীন।

---o---

বঙ্গানুবাদ

লোকটি (তার ভুল বুঝতে পেরে) সাথে সাথে তাওবা করে নিলো।সুতরাং সে প্রাণে বেঁচে গেলো।

স্মরণ রেখো, এটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম জায়গাহ্ ও অত্যন্ত স্পর্শকাতর স্থান, যদি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মান-মর্যাদায় কারো চিন্তায় এবং ধারণায়ও সামান্যতম পার্থক্য আসে, তাঁর ব্যাপারে অশোভনীয় কিছু যদি প্রকাশ পায়, তবে ইসলাম তার কোন কাজে আসবে না; বরং এরশাদ হয়েছে- 'কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।'

বস্তুত, আদবের কারণে মানুষ এমন উঁচু মর্যাদা লাভ করে, যার কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ও আপনাদের সকলকে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা দান করুন! আ-মী-ন।

---o---

নূরানী তাক্বরীর-তিন

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۝

[سورة البقرة : اٰيت ١٥٢-١٥١]

উচ্চারণ

আ'উ-যু বিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-ম মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রাজী-ম ।

বিস্মিল্লাহির রাহ্মা-নির রাহী-ম

কামা---আরসাল্না- ফী-কুম রাসূ-লাম মিন্কুম ইয়াত্লূ- 'আলায়কুম আ-য়া-তিনা- ওয়া ইয়ুযাক্কী-কুম ওয়া ইয়ু'আল্লিমুকুমুল কিতা-বা ওয়াল হিক্মাতা ওয়া ইয়ু'আল্লিমুকুম মা-লাম তাকূ-নূ তা'লামূ-ন । ফাযকুরূ-নী- আয্কুরকুম ওয়াশ্কুরূ-লী- ওয়া লা- তাক্ফুরূ-ন ।

[সূরা বাক্বারা: আয়াত-১৫১-১৫২]

তরজমা

আমি, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞতা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে ।

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় ।

১৫১ ।। যেমন আমি (আল্লাহ্) তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে এক মহাসম্মানিত রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পড়ে শোনান আর তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্বোরআন ও হিকমত (বিধানাবলী ও জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিক্ষা দেন । আরো শিক্ষা দেন এমনসব বিষয়, যেগুলো তোমরা জানো না ।

১৫২ ।। সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো । আর তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়োনা । [সূরা বাক্বারা: আয়াত-১৫১-১৫২, কান্যুল ঈমান]

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায়, **কামা---আরসালনা- ফী-কুম রাসূ-লাম্ মিনকুম-** জায়সা কেহ্ হামনে ভেজা হ্যায়, তোমারে আন্দর আযীমুশ্ শান রসূল, তোম মে সে **ইয়াতলূ-'আলায়কুম আ-য়া-তিনা-** জো হামারী আয়াতেঁ তোম পর পড়তে হ্যাঁয়, **ওয়া ইয়ুযাক্কী-কুম-** আওর তোমে পাক করতে হ্যাঁয়, **ওয়াইয়ু'আল্লিমুকুমুল কিতা-বা ওয়াল হিকমাতা-** আওর তোমকো সিখায়েঁ কিতাব আওর হিকমত, **ওয়া ইয়ু'আল্লিমুকুম মা- লাম তাকূ-নূ-তা'লামূ-ন-** আওর তোমে সিখাতে হ্যাঁয় জো তোম জানতে ভী নেহীঁ । হযরত ইব্রাহীম আওর হযরত ইসমাঈল আলায়হিমাস্ সালাম কা'বা কী বুনিয়াদ মুক্কামাল কিয়া, তো আ-পনে দো'আ ফরমায়ী- **রাববানা- ওয়াব্'আস্ ফী-হিম রাসূ-লাম মিনহুম ইয়াত্লূ-'আলাইহিম-** আয় হামারে রব, ভেজ্ উনমে উনমে সে আয়সে রসূল, জো তিলাওয়াত করেঁ উনপর... । তো হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম কী ইয়ে দো'আ ক্ববূল হোগায়ী ।	**আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা** এরশাদ ফরমাচ্ছেন- **যেমন আমি প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকে একজন মহামর্যাদাবান রসূল, যিনি আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করেন । আর তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত; তোমাদেরকে আরো শিক্ষা দেন তা, যা তোমরা জানোই না ।** হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম কা'বা শরীফের নির্মাণ কাজ শেষ করার পর প্রার্থনা করলেন- **"হে আমাদের রব! তাদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনাবেন... ।"** সুতরাং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর প্রার্থনা, এ দো'আ আল্লাহ্র দরবারে কবূল হয়ে গেলো ।

উচ্চারণ

আওর ইস্ আয়াতে মুবারাকা মে বাতায়া জারাহা হ্যায়– **ওয়া ইয়ু'আল্লিমুকুম মা- লাম তাকূ-নূ-তা'লামূ-ন** আওর তোমে সিখায়েঁ জো তোম জানতে ভী নেহীঁ।

আরিফ বিল্লাহ্ ফরমাতা হ্যায় কেহ্ দোসরে 'ওয়াইয়ু'আল্লিমুকুম' সে মুরাদ উয়হ্ আন্ওয়ার ও তাজাল্লিয়াত হ্যাঁয়, উয়হ্ ইল্মে লাদুন্নিয়াহ্ হ্যায়, ক্বোরআনে পাক কে উয়হ্ আস্রা-র হ্যাঁয়, উয়হ্ রায্ হ্যায়, উয়হ্ ভেদ হ্যায়, আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে সী-নায়ে আন্ওয়ার সে আ-প কী উয়হ্ ফয়যান আওর বরকাত হ্যাঁয়, জো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমকো সিখাতে হ্যাঁয়। পহলে 'ইয়ু'আল্লিমুকুম' সে আওর মাক্বসদ হ্যায়। আওর ইস্ 'ইয়ু'আল্লিমুকুম' সে মুরাদ উয়হ্ ফায়যান হ্যায়, জো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে সিনায়ে আত্বহার সে বেলা ওয়াস্ত্বাহ এয়া বিল্ ওয়াস্ত্বাহ্ হাসেল হোতে হ্যাঁয়, ইয়ে ফায়যান হ্যায়, ইয়ে ইল্মে লাদুন্নী হ্যায়, ইয়ে রায হ্যায়, ইয়ে আসরার হ্যাঁয়, ইয়ে ভেদ হ্যায়, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমে বাতাতে হ্যাঁয়, সিখাতে হ্যাঁয়।

বঙ্গানুবাদ

আর এ আয়াতে (শেষ ভাগে) বলা হচ্ছে- **এবং তিনি তোমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেন, যা তোমরা (ইতোপূর্বে) জানতেই না।**

আরিফ বিল্লাহ্ গণ (খোদাপরিচিতিসম্পন্ন বুযুর্গগণ) বলেন, আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় 'ওয়া ইয়ু'আল্লিমুকুম' দ্বারা আল্লাহ্র ওই নূর, তাজাল্লী, ইল্মে লাদুন্নী (খোদাপ্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান), ক্বোরআন পাকের রহস্যাবলী, তত্ত্ব জ্ঞান ও ভেদের কথাগুলোর শিক্ষাদান এবং হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বক্ষ মোবারক হতে উৎসারিত ওই ফুয়ূয ও বরকাত বুঝানো হয়েছে, যা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আয়াতে বর্ণিত প্রথম 'ইয়ু'আল্লিমুকুম' দ্বারা অন্য কিছু বুঝানো উদ্দেশ্য, আর এ ইয়ু'আল্লিমুকুম দ্বারা ওই কল্যাণ-ধারা বুঝানো উদ্দেশ্য, যা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্রতম বক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অর্জিত হয়। আর ফুয়ূযাত, ইল্মে লাদুন্নী, রহস্যাবলী, আস্রার, তত্ত্বসমূহ, যা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই তোমাদেরকে বলে থাকেন, শিখিয়ে থাকেন।

উচ্চারণ

তো জব হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে সীনায়ে মুবারক সে উয়হ্ উলুম, উয়হ্ কামালাত, উয়হ্ আন্ওয়ার, ওয়া তাজাল্লিয়াত হাসেল হ্যাঁয়, তো উনকো হাসেল করনে কেলিয়ে যরুর তোম আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কো বহুত ইয়াদ করো, বহুত যিকর করো, তব কেহ্ যিকর কে যরী'এ সে তোম কো ইয়ে কামালাত, ইয়ে রায, ইয়ে ভেদ হাসেল হো জায়েঙ্গে, ইয়ে ফায়যান, ইয়ে আন্ওয়ার ওয়া তাজাল্লিয়াত তোমারে সীনে পর, তোমারে দিল কে আ-য়নে পর মুনসালিক হো জায়েঙ্গে। ইয়ে ফায়যান ও উলূম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী তরফ সে হাসেল হোতে হ্যাঁয়, ইয়ে কিতাবূঁ সে মুতা'আল্লিক্ব নেহীঁ, ইয়ে খাস মেহেরবানী হ্যায়, জো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে সীনে সে তা'আল্লুক্ব রাখতে হ্যাঁয়, সীনায়ে পাক সে হাসেল হোতে হ্যাঁয়।

বগায়র যিক্র ও মুরা-ক্বাবা কে ইয়ে নি'মাত হাসেল নেহীঁ হোতী হ্যায়। যিক্র করনে সে, মুরাক্বাবা করনে সে দিল কে আন্দর এ ফায়যান হাসেল হোতা হ্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা করম ফরমাতা হ্যায় কেহ্

বঙ্গানুবাদ

অতএব, যখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় বক্ষ হতে এ বিশেষ জ্ঞান, কামালাত (মর্যাদাবলী), এ আলোরাশি ও তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকে, তখন তা অর্জন করার জন্য তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার বেশী পারিমাণে যিকর করো, তাঁকে সর্বদা স্মরণ করো। আর যিক্র করার ফলে এ মর্যাদা, এ বিশেষ জ্ঞান, এ রহস্য জ্ঞান, এ ফয়ূযাত, এ বরকাত, এ আলোরাশি তোমাদের অর্জিত হবে। তাছাড়া, এ ফয়ূযাত, আলোরাশি ও তাজাল্লী তোমাদের বক্ষের উপর, তোমাদের হৃদয়ের আয়নার উপর প্রতিফলিত হয়ে যাবে। এ ফয়যান ও জ্ঞানরাশি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে অর্জিত হয়। এটা কিতাবাদির সাথে সম্পৃক্ত নয়। এটা খাস দয়া; যার সম্পর্ক হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বক্ষ মুবারকের সাথেই। পবিত্র বক্ষ থেকে এগুলো অর্জিত হয়।

আবার আল্লাহ্র যিক্র ও মুরাক্বাবা ব্যতীত এ নি'মাত অর্জিত হয় না; বরং যিক্র ও মুরাক্বাবা দ্বারা হৃদয়ের ভেতর এ ফয়ূযাত ও ইল্ম সঞ্চারিত হয়। আল্লাহ্র দয়ায়, হুযূর করীম

উচ্চারণ

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে আনওয়ার ওয়া তাজাল্লিয়াত ওয়া রায ওয়া ভেদ ওয়া 'ইল্‌মে লাদুন্নী হাসেল হো জাতে হ্যাঁয়।

তো হাম কো মুনা-সিব হ্যায় কেহ্ হাম আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলাকে বহুত বহুত যিকর করেঁ, আল্লাহ্ কো বহুত ইয়াদ করেঁ। আওর আপনে আপকো বহুত গুনাহ্‌গার জানেঁ। আওর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কে যিকর কো হাম মাযবূত্বী সে পাকড়েঁ, তা কেহ্ উয়হ্ নি'মাতেঁ হাম কো মিল জায়েঁ।

তো আগে আয়াত মে এরশাদ হো রহা হ্যায়- **ফায্‌কুরূ-নী আয্‌কুরকুম** তোম মুঝে ইয়াদ কিয়া করো, মাঁই তোমে ইয়াদ করোঙ্গা। বন্দোঁ কো ইস্ সে যেয়াদাহ্ আওর কেয়া ইয্‌যাত হো সেকতী হ্যায়? বারী তা'আলা আপনে বন্দোঁ কো ইয়াদ করনা, ইয়ে ইয্‌যাত কিসে হাসেল হোতী হ্যায়? জো লোগ যিকর করতে হ্যাঁয়, যিকর মে মাশগুল হোতে হ্যাঁয় আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা উন কো ইয়াদ ফরমাতা হ্যায়।

ইস্ পর হাদীসে ক্বুদ্‌সী ভী সুনিয়ে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ফরমাতা হ্যায় কেহ্ বান্দা মুঝ্ পর

বঙ্গানুবাদ

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে এ নূর, তাজাল্লী, এ গূঢ় রহস্য, ইল্‌মে লাদুন্নী হাসেল হয়ে যায়।

তাই, আমাদের উচিত– আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বেশি পরিমাণে যিক্‌র করা, তাঁকে বেশি করে স্মরণ করা। নিজেকে নিজে অত্যন্ত পাপী বলে মনে করা। আর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার যিক্‌রকে দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে ধরা চাই, যাতে ওই নি'মাতগুলো আমাদের অর্জিত হয়ে যায়।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, **"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।"** বান্দার জন্য এর চেয়ে আর বেশি কী মর্যাদা হতে পারে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে স্মরণ করছেন। আর এ সম্মান কি করে অর্জিত হয়? খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের স্মরণ করার মতো সম্মান কে অর্জন করতে পারে? যে সব লোক আল্লাহর যিক্‌র করে, সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল থাকে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদেরকেই স্মরণ করেন।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে ক্বুদসীও শুনুন, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন, বান্দা আমার প্রতি যে রূপ ধারণা রাখে আমিও তার সাথে

উচ্চারণ

জায়সা গুমান করতা হ্যায়, মাইঁ উস্‌কে সাথ ওয়ায়সা বরতাও করতা হোঁ। আগর বান্দা মুঝ্ কো আম মাজ্‌মা' মে ইয়াদ করে, তো মাইঁ উস্‌কো আম ইজতিমা' মে ইয়াদ করতা হোঁ, আগর মেরা বান্দা এক বালিশ্‌ত মেরী তরফ চলে, তো মাইঁ এক হাত উস্ কী তরফ বড়তা হোঁ। সুবহা-নাল্লাহ্! কেয়া শান হ্যায়?

খাকানী ফরমাতা হ্যায়–

বসী সদ সালে ঈমানী, মুহাক্বক্বাক্ব শুদ বখাকানী
কেহ্ এক দম বা-খোদা বূ-দন বেহ্ আয্ মুল্‌কে সুলাইমানী।

এক ঘড়ী ইনসান কী আপনে রব কে যিক্‌র মে মাবযূল হো জানা, উয়হ্ হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম কী বাদশাহী সে ভী বেহ্‌তর হ্যায়।

হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম কী বাদশাহী পায়গম্বর কী বাদশাহী থী। দুনিয়া কে লিয়ে রহমত থী। উস্ বাদশাহী সে ইয়ে বেহতর হ্যায় কেহ্ ইনসান আপনে রব কী তরফ মুতাওয়াজ্জিহ্ হো জায়ে।

বঙ্গানুবাদ

ওইরূপ ব্যবহার করে থাকি। যদি বান্দা আমাকে আম মজলিসে স্মরণ করে, আমিও তাকে আম মজলিসে (অর্থাৎ এর চেয়ে উত্তম মজলিসে, ফেরেশতাদের মজলিসে) স্মরণ করি। আর যদি বান্দা আমার প্রতি এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমার রহমত ও দয়া তার প্রতি এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যায়। সুবহা-নাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র বদান্যতার কী শান ও মর্যাদা!

আল্লামা খাকানী বলেন–

অর্থ: খাকানীর তিন হাজার বছর ঈমানের সাথে রয়ে একটা মাত্র মুহূর্ত আল্লাহর সাথে (আল্লাহর যিক্‌রে) অতিবাহিত করা হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর বাদশাহী অপেক্ষাও উত্তম।

অর্থাৎ মানুষের একটা মাত্র মুহূর্ত আপন রবের যিক্‌রে অতিবাহিত হওয়া, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর বাদশাহী অপেক্ষাও শ্রেয়।

হযরত সুলাইমান আলায়হিস্ সালাম-এর বাদশাহী ছিল একজন নবীর বাদশাহী, যা দুনিয়ার জন্য রহমত ছিলো। এমন রহমতপূর্ণ বাদশাহী থেকেও উত্তম হচ্ছে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা, তাঁর স্মরণে সদাসর্বদা নিবিষ্ট থাকা।

উচ্চারণ

ওয়াশ্ কুরূ-লী ওয়ালা-তাক্ফুরূ-ন, আল্লাহ্ কা শোকরিয়া আদা করো, না-শোক্রী মাত করো, কেহ্ তোম কো ঈমান মিলা হ্যায়, ইসলাম মিলা হ্যায়, ক্বোরআন মিলা হ্যায়, ইস কা শোক্রিয়া আদা করো।

হামারে মাশা-ইখে কেরাম মে সে হযরত জুনাইদ বাগদাদী আওর হযরত সারিউস্ সাক্বতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা হজ্জ্ কে যমানে মে দেখা কেহ্ মক্কায়ে মুকাররমা কে ওহাঁ এক বহস শুরু হোগায়ী কেহ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কা শোকরিয়া কিস্ তরীক্বে সে আদা কিয়া জায়ে? উলামা নে আপনা আপনা খেয়াল যাহের কিয়া কেহ্, ইস তরীক্বে সে আদা করনা চাহিয়ে, ইস্ তরীক্বে সে আদা করনা চাহিয়ে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী কো হযরত সারিউস্ সাক্বতী নে ফরমায়া, "আপ বয়ান কী জীয়ে।" আ-পনে কাহা কেহ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী নি'মতোঁ কা শোকরিয়া কা মাক্বসাদ ইয়ে হ্যায় কেহ্, আল্লাহ্ তা'আলা নে জেতনী নি'মাতেঁ আপনে বন্দোঁ কো দী হ্যায় উন

বঙ্গানুবাদ

"এবং আমার (আল্লাহ্)র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞ হয়োনা।" আল্লাহর শোকর আদায় করো, এ জন্য যে, তোমরা মূল্যবান ঈমান পেয়েছো, ইসলাম পেয়েছো, ক্বোরআন পেয়েছো-এ সবের শোকরিয়া আদায় করো।

আমাদের ক্বাদেরিয়া তরীক্বার দু'জন মাশা-ইখ হযরত সারিউস্ সাক্বত্বী ও হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা যখন হজ্বে গেলেন, তখন মক্কা শরীফে ওলামা-ই কেরামের এক মজলিস দেখতে পেলেন। তাঁদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো যে, আল্লাহ্র শোকরিয়া কিভাবে আদায় করা যায়। ওলামা-ই কেরাম নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করলেন– "এভাবে এভাবে আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করা যায়।" (কিন্তু সবাই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না।) তাই, হযরত সারিউস্ সাক্বতী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে বললেন, "এবার আপনি বলুন, এটার জবাব কি হতে পারে?" তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার শোকরিয়া আদায় করার অর্থ এ যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে যে সব নি'মাত দান করেছেন, ওই সব নি'মাতের

উচ্চারণ

নি'মাতোঁ কা শোকরিয়া আল্লাহ্ কা শোকরিয়া হ্যায়। সুবহা-নাল্লাহ্! ইস পর গাওর করেঁ। সব উলামা নে হযরত জোনাইদ বাগদাদী কী ইয়ে বাত তসলীম কী। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপ কো হাম কো শোকর-গুযারী করনে কী তাওফীক্ব নসীব ফরমায়ে!

হাম ইয়ে ইবাদত করতে হ্যাঁয়, নেক কাম করতে হ্যাঁয়। জো নেকী করতে হ্যাঁয়, ইস্ সে আল্লাহ্ কা কুছ (ফায়দা) নেহীঁ, বলকেহ্ উসকী তাওফীক্ব মিলনে পর আল্লাহ্ কা শোকরিয়া আদা করো। আল্লাহ্ তোম সে কাম লে রাহা হ্যায়, আগর আল্লাহ্ তোম সে কাম নাহ্ লে-তা, তো এক কদম ভী না উঠা সেকতে, এক সাজ্দা ভী না কর সেকতে। ইয়ে জো তোম সে কাম লে রাহা হ্যায়, ইয়ে উস কা করম হ্যায়, উস্ পর আল্লাহ্ কা শোকরিয়া আদা করো। **লাইন শাকারতুম লাআযী-দান্নাকুম**, আগর তোম শোকর আদা করেগে তো তোম কো আওর যেয়াদাহ্ দোঙ্গা। আল্লাহ আপকো হামকো শোকরগুযার বন্দোঁ মে শামেল করে। আ-মী-ন।

---o---

বঙ্গানুবাদ

শোকরিয়া আদায় করাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া।'' আল্লাহ্রই পবিত্রতা! গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। তখন সকল আলিম হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির একথা মেনে নিলেন। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ও আপনাদেরকে আল্লাহ্র শোকর করার তাওফীক্ব দিন।

আমরা যে ইবাদত-বন্দেগী করে থাকি এতে আল্লাহর কোন উপকার হয় না; বরং আমাদের তাঁর সামর্থ্য লাভ হওয়ার উপর এ বলে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করো, "আল্লাহ্ তোমার নিকট থেকে কাজ নিচ্ছেন। যদি আল্লাহ্ তোমার নিকট থেকে কাজ না নিতেন, তবে সম্মুখে এক কদমও অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হতো না। একটা সাজদাও করতে পারতে না। আর আল্লাহ্ যে তোমার নিকট থেকে কাজ নিচ্ছেন তা তাঁর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। এজন্য আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করো। তিনি এরশাদ ফরমাচ্ছেন, **"যদি তোমরা আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করো, তবে আমি তোমাদেরকে আরো বেশি দান করবো।"** আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের মধ্যে শামিল করুন। আ-মী-ন।

---o---

নূরানী তাক্বরীর-চার

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَ اَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

[سُوْرَة ال عمران : اٰية : ٨١]

উচ্চারণ

আ'উযুবিল্লা-হিস্ সামী-'লি 'আলীমি মিনাশ্ শায়তানির রাজী-ম

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

ওয়া ইয্ আখাযাল্লা-হু মী-সা-ক্বান্ নবীয়্যী-না লামা- আ-তায়তুকুম মিন কিতা-বিওঁ ওয়া হিক্মাতিন সুম্মা জা----আকুম রাসূ-লুম্ মুসাদ্দিক্বুল্ লিমা মা'আকুম্ লাতু'মিনুন্না বিহী- ওয়া লাতান্সুরুন্নাহ্; ক্বা-লা আআক্বরারতুম ওয়া আখায্তুম্ 'আলা- যা-লিকুম ইস্রী-? ক্বালূ--- আক্বরারনা-, ক্বা-লা ফাশ্হাদূ- ওয়া আনা মা'আকুম মিনাশ্ শা-হিদী-ন ।'

[সূরা আ-ল-ই ইমরান: আয়াত-৮১]

তরজমা

আমি, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞতা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে ।

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় ।

৮১. এবং স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ্ নবীগণের নিকট থেকে (এ মর্মে) তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রাসূল, যিনি তোমাদের সঙ্গে যা আছে (অর্থাৎ কিতাবগুলো)-এর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে ।' এরশাদ করলেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে?' সবাই আরয করলো, 'আমরা স্বীকার করলাম ।' এরপর এরশাদ করলেন, 'তবে (তোমরা) একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেও তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম ।

[সূরা আ-লে ইমরান: আয়াত-৮১, কানযুল ঈমান]

উচ্চারণ

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমা রহা হ্যায় **'ওয়া ইয্ আখাযাল্লা-হু মী-সা-ক্বান্ নবীয়্যী-না'** আওর ইয়াদ করো জব কেহ্ পোখ্তাহ্ ওয়াদা লিয়া আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে তামাম আম্বিয়া-ই কেরাম সে- **'লামা--- আ-তাইতুকুম মিন কিতাবিওঁ ওয়া হিকমাতিন'** জব কেহ্ মাইঁ তোমকো কিতাব আওর হেকমত দোঁ **'সুম্মা জা----আকুম রাসূ-লুম মুসাদ্দিক্বুল্ লিমা- মা'আকুম'** ফের তোমারে পাস উয়হ্ আযীমুশ শান রসূল আয়েঁ (নবী-ই আখিরুয্যামান তাশরীফ লায়েঁ), জো তোমারী কিতাবূঁ কী তাসদীক্ব ফরমায়েঁ **'লাতু'মিনুন্না বিহী- ওয়া লাতানসুরুন্নাহূ-'** তোম যরূর বিয্ যরূর উন পর ঈমান লা-না আওর যরূর উন্কী মদদ করনা। **'ক্বা-লা আআক্বরারতুম ওয়া আখায্তুম 'আলা- যা-লিকুম ইস্রী** (আল্লাহ্ তা'আলা নে) এরশাদ ফরমায়া কেহ্ কেয়া তোমনে এক্বরার কিয়া? আওর উস পর মেরা ভারী যিম্মাহ্ লিয়া? সব আম্বিয়ায়ে কেরাম নে আরয কিয়া-**'ক্বা-লূ- আক্বরারনা-'** 'হামনে ইক্বরার কিয়া ।' **ক্বা-লা ফাশ্হাদূ-** আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা নে ফরমায়া কেহ্ তোম সব এক দোসরে কে গাওয়াহ্ হো জাও ।

'ওয়া আনা মা'আকুম মিনাশ শা-হিদী-ন'-আওর মাইঁ ভী তোমারে সাথ্ গাওয়াহোঁ মে হোঁ ।

বঙ্গানুবাদ

আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন, আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ তাবারাকা তা'আলা নবীগণ থেকে এ মর্মে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, 'যখন আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করবো, অতঃপর যখন তোমাদের কাছে ওই মহান সম্মানিত রসূল আসবেন, (শেষ যামানার নবী তাশরীফ আনবেন) যিনি তোমাদের সঙ্গেকার কিতাবগুলোর সমর্থন করবেন, তখন যেন অবশ্যই অবশ্যই তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনো এবং অবশ্যই অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করো ।' তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বললেন, ''তোমরা কি তা স্বীকার করলে? এবং এর উপর আমার ভারী দায়িত্ব গ্রহণ করলে?'' তখন তারা (সকল সম্মানিত নবী) আরয করলেন, "আমরা স্বীকার করলাম ।" তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বললেন, তা'হলে তোমরা একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও । আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম ।

উচ্চারণ

সুবহা-নাল্লাহ! ইয়ে আয়াতে মুবারকাহ্ জব ইয়ে যাহের করতী হ্যায় কেহ্ ওয়া'দাহ্ লিয়া জা-রহা হ্যায় আম্বিয়ায়ে কেরাম সে, লেকিন উসমে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী উয়হ শান বাতায়ী হ্যায় জিস কী মেসাল নেহীঁ হুতী। আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা তামাম আম্বিয়ায়ে কেরাম সে 'আহ্দ লে-রহা হ্যায় জব তোমারী রিসালত, তোমারী নুবূয়ত কা ডঙ্কা বাজতা রহে, জব তোমকো কিতাব আওর হিকমত দী জায়েঁ, উস হালত মে আগর নবী-ই আখিরুয্যান তোমারে পাস তাশরীফ লে আয়েঁ **'মুসাদ্দিক্বাল্ লিমা -মা'আকুম'** উয়হ্ কিতাব জো তোমারে পাস হ্যায়, উয়হ্ দ্বীন জো তোমারে পাস হ্যায়, উয়হ্ উসকী তাসদীক্ব করনে ওয়ালে হোঁ, তো তোম উন্ পর ঈমান লে আনা আওর তোম উন্ কী মদদ করনা। তো এহাঁ পর আজীব বাত ইয়েহ্ হ্যায় কেহ্, বারী তা'আলা নে আপনে রাবূবিয়াত কে মুতা'আল্লিক্ব কাহা- **'আলাস্তু বি রাব্বিকুম'** কেয়া মাইঁ তোমারা রব নেহী হোঁ? সব মাখলুকাত নে জাওয়াব দিয়া **'ক্বা-লূ বালা-** হাঁ আপ হামারা রব হ্যাঁয়। বস্ এহাঁ সব ক্বিসসা খতম হোগায়া। লেকিন

বঙ্গানুবাদ

কী আশ্চর্য! আল্লাহরই পবিত্রতা, যখন আয়াতটি একথা প্রকাশ করছে যে, প্রতিশ্রুতি নেওয়া হচ্ছে সম্মানিত নবীগণের নিকট থেকে, কিন্তু তাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এমন মহত্ব এবং মর্যাদাও বর্ণনা করা হয়েছে, যার তুলনা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিচ্ছেন যে, 'যখন তোমাদের নুবূয়ত ও রেসালতের ডঙ্কা চতুর্দিকে বাজবে, যখন তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দেয়া হবে, ওই সময় যদি শেষ যমানার নবী তোমাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসেন, যিনি তোমাদেরকে প্রদত্ত কিতাবগুলোকে, তোমাদের দ্বীনকে সত্যায়নকারী হবেন, তখন তোমাদের করণীয় হবে-তাঁর উপর ঈমান আনা এবং তাঁকে সাহায্য করা। এখানে আশ্চর্যের বিষয় এ যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের 'রাবূবিয়াত' (পতিপালক হওয়া) সম্পর্কে অঙ্গীকার নেওয়ার সময় বললেন, ''আমি কি তোমাদের পতিপালক নই?'' সমগ্র সৃষ্টিজগৎ জবাবে বললো, ''হাঁ! আপনি আমাদের প্রতিপালক।'' ব্যাস্, এখানেই সব কিছু চূড়ান্ত হয়ে গেলো। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এতে কোন সাক্ষী

উচ্চারণ

জব হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে মুতা'আল্লিক্ব 'আহ্দ লিয়া জাতা হ্যায় তো ফরমায়া জাতা কেহ্ কেয়া তোম নে এক্বরার কিয়া কেহ্ তোম উন্ পর ঈমান লাওগে, উন্ কী মদদ করো-গে? তো সব আম্বিয়ায়ে কেরাম নে কাহা- **'ক্বা-লূ-আক্বরারনা-'**, হাঁ, হামনে এক্বরার কিয়া। আয়সে করেঙ্গে। উস পর বস্ নেহী। বলকেহ্ ফরমাতা হ্যায় কেহ্ -**'ক্বা-লা ফাশ্হাদূ'** এক দোসেরে কা গাওয়াহ্ বন জাও। হযরত আদম আলায়হিস সালাম হযরত নূহ আলায়হি সালাম কা গাওয়াহ্, হযরত নূহ্ আলায়হিস সালাম হযরত আদম আলায়হিস সালামকা গাওয়াহ্, হযরত মূসা আলায়হিস সালাম হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম কা গাওয়াহ্ বন যাও। ইস্ এক্বরার পর, ইস 'আহ্দ পর এক দোসরে কা গাওয়াহ্ বন যাও, **'ওয়া আনা মা'আকুম মিনাশ শা-হিদীন'** -আওর মাইঁ ভী তোমারে সাথ গাওয়াহ্ হোঁ।

তো ইয়ে সীজ বায়তুল মুকাদ্দাস মে, শবে মে'রাজ মে সাবিত হোয়ী। তামাম আম্বিয়ায়ে কেরাম আলায়হিমুস সালাতু ওয়াত্ তাসলীমাত নে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে পীছে নামায পড়ী। ইয়ে 'আহ্দ

বঙ্গানুবাদ

ইত্যাদি বানান নি।) কিন্তু যখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ মর্মে অঙ্গীকার নেয়া হলো যে, ''তোমরা কি এটা স্বীকার করছো যে, তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে? তাঁকে সাহায্য করবে?'' তখন সকল নবী বললেন, ''হাঁ! আমরা স্বীকার করলাম যে, এমনটিই করবো।'' এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা আরো বললেন, 'ক্বা-লা ফাশহাদূ-' অর্থাৎ তা'হলে তোমরা একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও। এভাবে যে, হযরত আদম আলায়হিস সালাম হযরত নূহ আলায়হিস সালাম-এর পক্ষে, হযরত নূহ আলায়হিস সালাম হযরত আদম আলায়হিস সালাম-এর পক্ষে, হযরত মূসা আলায়হিস সালাম হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম-এর পক্ষে সাক্ষী হয়ে যাও। এ অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির উপর একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

বস্তুতঃ এ বিষয় বায়তুল মুক্বাদ্দাসে মি'রাজ রজনীতে প্রমাণিত হয়েছে। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে সমস্ত নবী নামায পড়েছেন। তা ছিলো ওই স্বীকারুক্তির বাস্তব প্রতিফলন, যা

উচ্চারণ

পহলে লিয়া থা; ইয়ে উসকী আমলী সুবূত থী। ইস 'আহ্দ কো পূরা করনে কে লিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা আলায়হিস সালাম দোবারাহ্ দুনিয়ামে তাশরীফ লায়েঙ্গে।

তো ইস্ সে মা'লূম হুয়া কেহ্ জেত্নে আম্বিয়ায়ে কেরাম হ্যাঁয় সব হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী উম্মত মে হ্যাঁয়। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবিয়্যুল আম্বিয়া হ্যাঁয়। আওর বাক্বী জেতনে আম্বিয়ায়ে কেরাম হ্যাঁয়, উয়হ্ সব হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী উম্মত হ্যাঁয়। উসকী মেসাল ক্বোরআনে পাক মে হ্যায়। আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা নে এরশাদ ফরমায়া-'সিরা-জাম মুনী-রা-'।

ইস্ মে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো 'সূরজ' ফরমায়া। তো সূরজ জেতনে তারে হ্যাঁয় উন তারোঁ কো চমকানে ওয়ালা হোতা হ্যায়। জব সূরজ কা লাইট তারে পর পড়তা হ্যায় তো ইয়ে চমকতে হ্যাঁয়। লেকিন জব সূরজ নিকল আতা হ্যায়, তো তারে গায়েব হো জা-তে হ্যাঁয়।

আয়সাহী তামাম আম্বিয়ায়ে কেরাম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা

বঙ্গানুবাদ

পূর্বে লওয়া হয়েছিলো। আর ওই অঙ্গীকার পুরণ করার জন্য হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম আবার দুনিয়াতে তাশরীফ আনবেন।

এতে বুঝা গলো যে, হুযূর-করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবীগণেরও নবী আর নবীগণ হলেন তাঁর উম্মত। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন নবীগণের নবী, আর অন্যান্য যত নবী ছিলেন, সবাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত। এটার উদাহরণ তথা প্রমাণ পবিত্র ক্বোরআনেও রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এখানে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'সিরা-জাম্ মুনী-রা' অর্থাৎ 'উজ্জ্বল সূর্য' বলে অভিহিত করেছেন।

সুতরাং আকাশে যতো তারকা আছে সবই সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত। যখন সূর্যের আলো সেগুলোর উপর পড়ে তখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠে; কিন্তু যখন সূর্য উদিত হয় তখন সমস্ত তারকা অদৃশ্য হয়ে যায়।

অনুরূপ, সমস্ত নবী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আলোকে

উচ্চারণ

আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী চমক সে চমকতে থে। জব হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ লে আয়ে, তো তামাম আম্বিয়ায়ে কেরামকী রুশনী ছুপ গায়ী। উন কে যমানে খতম। এসী লিয়ে জব তামাম সীজেঁ আপনী আসল পর পহঁছতী হ্যাঁয় তো গায়েব হো জাতী হ্যাঁয়। ইয়ে জেতনে দরইয়া হ্যাঁয় সব সমন্দর সে নিকলে। সমন্দর সে পানি বুখারাত কে শেকল মে উঠতা হ্যায়, উয়হ পাহাড় পর বারিশ হো কর পড়তা হ্যায় ফের ওহাঁ সে জব উয়হ্ সমন্দর কে ক্বরীব হো জাতা হ্যাঁয়, তব উসকে মদ্দে মুক্বাবেল জো আতা হ্যায় উসকো বাহা লেতা হ্যায়। কূঈ তা-ক্বত উসকে মুকাবেল নেহীঁ আ-সেকতী। না ফেরউনী তা-ক্বত, না হা-মানী তা-ক্বত, না নমরুদী তা-ক্বত। আওর জব ইয়ে সব তাক্বতেঁ ইন কে মুকাবেল আ-য়ীঁ, তো বাহা লেগায়ে হ্যাঁয়। ঠের না সেকীঁ, মুকাবালাহ্ না কর সেকীঁ। নীয্ ওহাঁ সমন্দর মে জব ইয়ে দরইয়া মিল জাতা হ্যায়, তো এক হো জাতা হ্যায়। তো পাত্তা নেহীঁ চলতা হ্যায় কেহ্ কৌনসা দরইয়া হ্যায়, কিস্ দরইয়া কা পানী হ্যায়, এহাঁ আ-কর দরইয়া আওর সমন্দর এক হো জাতা হ্যায়।

"মান তূ শুদম তূ মান শুদী,
মন তান শুদম তু জাঁ- শুদী।

বঙ্গানুবাদ

আলোকিত। যখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন, তখন সমস্ত নবীর আলো অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাঁদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। কারণ, প্রত্যেক বস্তু যখন তার মৌলিক অবস্থায় ফিরে যায় তখন তা অদৃশ্য হয়ে যায়। যেমন সকল নদীর উৎপত্তিস্থল হলো সমুদ্র। কারণ সমুদ্রের পানি বাষ্পের আকৃতিতে পাহাড়ের উপর বৃষ্টি হয়ে পতিত হয়। আর তা হতে নদী সৃষ্টি হয়ে তা সমুদ্রের সাথে মিলে যায়। সমুদ্রের প্রতি এসব নদী এমনভাবে ধাবিত হয় যে, যখন এর গতি পথে কোন বস্তু বাধা হয়, তখন তা সেটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কোন শক্তি এর গতিপথ রুখতে পারেনা, না ফির'আউনী শক্তি, না হামানী শক্তি, না নমরূদী শক্তি। আর যখন এগুলো মোকাবেলায় এসেছিলো, তখন (নুবূয়তী শক্তি) সেগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, রুখতে পারেনি। মোকাবেলা করতে পারেনি। আর যখন নদী গিয়ে সমুদ্রে মিলে যায়, তখন বুঝাও যায় না কোন্টা সমুদ্রের পানি, কোন্টা নদীর পানি। এখানে এসেই নদী ও সমুদ্র একাকার হয়ে যায়। কবির ভাষায়–

'আমি হলাম তুমি, তুমি হলে আমি।
আমি দেহ হলে তুমি হবে প্রাণ।

উচ্চারণ

তা-কস নাহ্ গোয়াদ বা'দ আর্যী
মন দী-গরম তূ দী-গরী ।''

উসী তরীক্বে সে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জব দুনিয়া মে তাশরীফ লায়ে, তো তামাম আম্বিয়া-ই কেরাম কা যমানা খতম হো গায়া, উন কী নবূয়ত কা যমানা খতম হো গায়া। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে পহলে ভী আপ-কা যমানা থা। আব ভী আপ কা যমানা হ্যায়। আব ভী আপ কা দওর-দওরাহ্ হ্যায়। আব ভী আপ কী রেসালত ক্বায়েম হ্যায়। ইস্ লিয়ে আভী পড়া জাতা হ্যায়- 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মদুর রস্-লুল্লা-হ্'। আগর আয়সা নাহ্ হোতা- তো কাহা- জাতা 'কা-না মুহাম্মদুর্ রসূ-লাল্লা-হ্।'

উস চক্কর মে বহুত সে বাত্বেল ফেরক্বে ভী ঠোকরেঁ খা-রহে হ্যাঁয় কেহ্ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী রেসালত উস ওয়াক্ত থী, আব নেহীঁ। মগর পহেলে ভী আ-পকা হুক্ম চল রহা থা, আব ভী চল রহা হ্যায়। পহেলে ভী আপকা হুক্ম চল রহা থা, আব ভী আপ কা হুক্ম চল রহা হ্যায়। ফের উস কে সাথ ইস চীয পর

বঙ্গানুবাদ

ফলে কেউ একথা বলবেনা যে, আমি এক আর তুমি অন্য কেউ। অনুরূপ, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়াতে তাশরীফ আনলেন, তখন সকল নবীর নুবূয়তের যুগ শেষ হয়ে যায়। আর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ তখনও ছিলো, এখনও আছে। এখনও তাঁর নুবূয়তের যুগ চলছে। এখনও তাঁর রিসালতের যুগ বাকী আছে। তাইতো কলেমা এ ভাবে পড়া হচ্ছে– 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মদুর রসূলুল্লা-হ্।' (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আল্লাহ্র রসূল।) যদি তা না হতো, তবে বলা হতো, 'কা-না মুহাম্মদুর রসূলাল্লাহ্'। অর্থাৎ 'হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা তাঁর রসূল ছিলেন।'

এখানেই অনেক বাতিল ফিরক্বার লোকেরা হোঁচট খাচ্ছে। আর বলছে- হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালতের যুগ ওই সময় ছিলো এখন আর নেই; কিন্তু পূর্বেকার সময়ে যেমন তাঁর হুকুম চলছিলো, এখনো তাঁর হুকুম চলছে। এর সাথে সাথে এ দিকে

উচ্চারণ

খেয়াল করেঁ- **'ফা-মান তাওয়াল্লা-বা'দা যা-লিকা'** -পস্ জো শখস্ ইস কে বা'দ আপনা মুঁহ্ ফেরা, **'ফাউলা----ইকা হুমুল ফা-সিক্বূ-ন'**। তো উয়হ্ লোগ ফা-সিক্বূঁ-মে সে হ্যাঁয়।

ইস্ লিয়ে তামাম চীযোঁ কা দার ও মদার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর হ্যায়। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মুহ্ববত, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী এত্বা'আত মে দোনোঁ জাহাঁ কী ভালা-ঈ ও কামিয়াবী হ্যায়। উস্ কো মযবূত পাকড়ো, আওর আপনা তা'আল্লুক্ব হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে করো। ইয়ে কামিয়াবী কা রায হ্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা আপ কো, হামকো সমঝ্ 'আত্বা ফরমায়ে। আ-মী-ন।

---o---

বঙ্গানুবাদ

খেয়াল রাখুন যে, এর পর যে কেউ তাঁর (নবী) দিক থেকে বিমুখ হয়, তবে তারা ফা-সিক্বদের অর্ন্তভুক্ত।*

তাই সব কিছু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বীকার করার উপর নির্ভরশীল। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা ও অনুসরণের সাথেই উভয় জগতের কল্যাণও সফলতা সম্পৃক্ত। তা উত্তমরূপে আকঁড়ে ধরুন। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুতভাবে গড়ে তুলুন। এটাই সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ও আপনাদেরকে বুঝার তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন।

---o---

*** আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা জানেন যে, কোন নবী হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবূয়তকে অস্বীকার করবেন না। একথা নিশ্চিত। ঈমানদারদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এভাবে এরশাদ করেন, যেন কেউ অঙ্গীকার থেকে ফিরে না যায়।**

নূরানী তাক্বরীর-পাঁচ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○

[سورة النساء : اٰية ١١٥]

উচ্চারণ

আ'উযুবিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-ম, মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজী-ম
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মানির রাহীম।

ওয়া মাইঁ ইয়ুশা-ক্বিক্বির রাসূ-লা মিম বা'দি মা তাবাইয়্যানা লাহুল হুদা ওয়া ইয়াত্তাবি' গায়রা সাবী-লিল মু'মিনী-না নুওয়াল্লিহী মা- তাওয়াল্লা- ওয়া নুস্‌লিহী- জাহান্নামা; ওয়া সা----আত মাসী-রা- ।

[সূরা নিসাঃ আয়াত-১১৫]

তরজমা

আমি, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।
আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

এবং যে ব্যক্তি রসূলের বিরোধিতা করে এর পরে যে, সঠিক পথ তার সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়েছে এবং মুসলমানদের পথ থেকে আলাদা পথে চলে, আমি তাঁকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেবো এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো, আর তা কতোই মন্দ স্থান প্রত্যাবর্তন করার।

[সূরা নিসাঃ আয়াত-১১৫, কানযুল ঈমান]

উচ্চারণ

আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায় - **ওয়া মাইঁ ইয়ুশা-ক্বিক্বির রাসূ-লা** আওর জো শাখস্ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা খেলাফ করে, জো ভী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মুখালাফাত করে **মিম বা'দি মা- তাবাইয়্যানা লাহুল হুদা** বা'দ ইস্ কে কেহ্, হক্ব রাস্তা উস্ পর যাহের হো চুকা, জব কেহ্ খোলা হেদায়ত কা রাস্তাহ্ উস্ পর, খোল্ চুকা জব কেহ্ হেদায়ত কা রাস্তা, যাহের হো গায়া উস পর হিদায়ত কা রাস্তাহ্ **ওয়া ইয়াত্তাবি' গায়রা সাবী-লিল মু'মিনী-না** আওর চলতা হ্যায় উস রাস্তে পর জো মুসলমানোঁ কে রাস্তে সে আলগ হ্যায়, আওর চল্‌তা হ্যায় উস রাস্তে পর, জো মুসলমানোঁ কা নেহীঁ, **নুওয়াল্লিহী- মা- তাওয়াল্লা-** (আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ফরমাতা হ্যায় কেহ্) হাম উসে উস কে হাল পর ছোড় দেঙ্গে, জিস্ হাল পর উয়হ্ ফের চুকা হ্যায়, **ওয়া নুস্‌লিহী- জাহান্নামা** আওর উসে হাম জাহান্নাম মে দাখেল করেঙ্গে **ওয়া সা----আত মাসী-রা-** আওর উয়হ্ বহুত হী বুরা ঠিকানা হ্যায়, বহুত হী বুরী জাগা হ্যায় ফেরনে কী।

বঙ্গানুবাদ

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করছেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতা করে, যে কেউই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরখেলাফ করে, তার সামনে হক্ব প্রকাশ হওয়ার পর, হিদায়তের পথ প্রকাশ পাওয়ার পর, তার সামনে স্পষ্ট হওয়ার পর হিদায়তের রাস্তা, তার সামনে যাহের হবার পর এবং মুসলমানদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করে, ওই পথ দিয়ে চলে, যা মুসলমানদের পথ নয়, (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,) তাহলে আমি তাকে তার ওই অবস্থার উপর ছেড়ে দিই, যে দিকে সে ফিরে গেছে; এবং তাকে আমি জাহান্নামে প্রবেশ করাবো, আর এ জাহান্নাম অতিমাত্রায় নিকৃষ্ট ঠিকানা, অত্যন্ত মন্দ জায়গা প্রত্যাবর্তনের।

উচ্চারণ

মদীনা মুনাওয়ারা মে এক শখ্স নে চুরি কিয়া। মগর উস চুরি কা ওয়াবাল দোসেরে পর সোঁপ দিয়া। জব তাহক্বীক্ব হুয়ী, তাহক্বীক্ব কে বা'দ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নে উস্ কা হাত কাটনে কা হুকুম জারী ফরমায়া, তো উয়হ্ এহাঁ সে ভাগ কর মক্কা-ই মু'আয্যমাহ্ কী ত্বরফ চলা গায়া। জা-কে- কাফির (মুরতাদ্) হো গায়া। উস্ পর ইয়ে আয়াত নাযেল হুয়ী।

এহাঁ পর দোস্রা এক শখ্স থা, জো কাতেবে ওহী থা। বা'দ মে উয়হ্ মুরতাদ্ হো কর কাফেরোঁ কে সাথ্ জা- মিলা। জব উয়হ্ মর গায়া আউর কবর খোন্দ্ঁ কর উস কো উসমে দাফন কিয়া গায়া, দাফন করনে কে বা'দ যমীন নে উসকো বাহের ফেঁক দিয়া, যমীন নে উস কো ক্বুবূল নেহীঁ কিয়া।

মা'লূম হুয়া কেহ্ জো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মুখালাফাত করতা হ্যায়, উস্ কো কূয়ী চীয্ ক্বুবূল নেহীঁ করতী হ্যায়, নাহ্ যমীন ক্বুবূল করতী হ্যায়, নাহ্ খোদা কী খোদায়ী উসকো ক্বুবূল করতী হ্যায়। তো মা'লূম হুয়া কেহ্ জো উস্ দর কা মাহবূব হ্যায়, উয়হ্ আল্লাহ্ কা মাহবূব বন্ জাতা হ্যায়। জো দরবারে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা

বঙ্গানুবাদ

মদীনা মুনাওয়ারায় এক ব্যক্তি চুরি করেছিলো; কিন্তু সে এ চুরির অপবাদ অন্যজনের উপর দিলো। যখন এটা তদন্ত করা হলো, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার হাত কেটে ফেলার আদেশ দিলেন। এতে ওই লোকটি পালিয়ে মক্কায় চলে গেলো। সে সেখানে গিয়ে কাফির হয়ে গেলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো।

ওখানে আরেক ব্যক্তি, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাতেবে ওহী (ওহী লিখক) ছিলো। পরে ইসলাম ত্যাগ করে সে কাফিরদের সাথে যোগ দিলো। যখন সে মারা গেলো এবং কবর খনন করে তাকে তাতে দাফন করা হলো, দাফন করার পর যমীন তাকে বাইরে নিক্ষেপ করলো। মাটি তাকে গ্রহণ করলো না।

বুঝা গেলো যে, যে ব্যক্তি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতা করে, তাকে কোন কিছুই গ্রহণ করে না তাকে না মাটি গ্রহণ করে, না আল্লাহ্র সৃষ্টির অন্য কোন কিছু তাকে গ্রহণ করে। আরো জানা গেলো যে, যে ব্যক্তি এ দরবারের মাহবূব, সে আল্লাহ্রও মাহবূব হয়ে যায়, যে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার দরবারের প্রিয় হয়ে যায়, সে আল্লাহ্ তা'আলার

উচ্চারণ

আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা মাহবূব হ্যায়, উয়হ্ আল্লাহ্ তা'আলা কা মাহবূব বন্ জাতা হ্যায়, উয়হ্ যামানে কা মাহবূব বন জাতা হ্যায়, তামাম খোদায়ীকা মাহবূব বন জাতা হ্যায়। আওর জো উস দর কা মারদূদ হো গায়া,উয়হ্ তামাম মাখলূকাত সে ভী মরদূদ হো গায়া।

তো মা'লূম হুয়া কেহ্ জো লোগ মুসলমানোঁ কে রাস্তে কো ছোড় কর আপনে রাস্তে লিয়ে, আলগ রাস্তে এখ্তিয়ার কিয়ে, জায়সা কেহ্ বাতেল ফেরক্বোঁ কে লোগোঁ নে আলগ রাস্তাহ্ এখতেয়ার কিয়া, সাহাবায়ে কেরাম কা রাস্তাহ্ ছোড়া, আইম্মাহ্ কা রাস্তাহ্ ছোড়া, তামাম মুসলমানোঁ কা রাস্তাহ্ ছোড় কর আলগ রাস্তাহ্ বানায়া, তো উয়হ্ লোগ হালাক হুয়ে, জিস্ ত্বরাহ্ বকরী আপন রেওড় সে ছুট কর আকেলা হো জাতী হ্যায় উসকো ভেড়িয়া খা-লেতা হ্যায় - উসী তরীক্বে সে জো লোগ আসল তরীক্বা ছোড় জায়ে, মুসলমানোঁ কে তরীক্বে সে হট্ জায়ে, আপনে লিয়ে এক নয়া রাস্তা এখতিয়ার কিয়া, তো উয়হ্ বরবাদ হো জাতে হ্যাঁয়, ভেড়িয়ে কী ত্বরাহ্ শয়তান উসকো হালাক কর ডালতা হ্যায়।

তো মুনাসেব হ্যায় কেহ্, হাম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

বঙ্গানুবাদ

প্রিয় হয়ে যায়। সে যুগের মাহ্বূব হয়ে যায়, সে সমস্ত সৃষ্টির মাহবূব হয়ে যায়। আর যে রসূলের দরবার হতে বিতাড়িত হয়ে যায়, তার কোথাও স্থান নেই। সৃষ্টির সবকিছুর নিকট সে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়।

সুতরাং বুঝা গেলো যে, যেসব লোক মুসলমানদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মনগড়া পথ ও মত গ্রহণ করে, যেমন- বাতিল পন্থীরা আলাদা রাস্তা গ্রহণ করেছে, সম্মানিত সাহাবী, তাবে'ঈন, ইমামগণ ও মুজতাহিদদের পথ ছেড়ে দিয়েছে, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী মুসলমানদের পথ ও মত ছেড়ে দিয়ে আলাদা পথ ও মতের সৃষ্টি করেছে, তারা ধ্বংসে পতিত হয়েছে। ছাগলের পাল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী হওয়া ছাগলকে যেমন বাঘে খেয়ে ফেলে, তেমনি যে সব লোক আসল পথ ও মত ছেড়ে, তথা মুসলমানদের পথ ছেড়ে নিজেদের জন্য নতুন পথ ও মত অবলম্বন করে, তারা বরবাদ হয়ে যায়, তাদেরকে বাঘের মতো শয়তান ধ্বংস করে ছাড়ে।

তাই, আমাদের উচিত হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ ও অনুকরণ

উচ্চারণ

ওয়াসাল্লাম কা ইত্তেবা' আওর আপ কী মুহব্বত আওর মুওয়াফাক্বাত কো মাযবূতী সে পকড়েঁ। জমা'আত সে আলগ রাহ্না, জমা'আত কে মুকাবেলাহ্ মে নয়া ফেরক্বা বানানা, ইয়ে আল্লাহ্কে হাঁ না-মনযূর হ্যায়। **ওয়া নুসলীহী- জাহান্নামা** আয়সে লোগোঁ কো হাম জাহান্নাম মে দাখেল করেঙ্গে **ওয়াসা----আত মাসী-রা-** আওর ইয়ে জাহান্নাম বহুত হী বুরী জাগাহ্ হ্যায়।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হামকো আওর আপ কো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা ইত্তেবা' নসীব ফরমায়ে, আ-মী-ন। উসী মে হামারে দোনোঁ জাহান কী কামিয়াবী হ্যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বা-রিক আলায়হি। ওয়া 'আলা- আ-লিহী ওয়া সাহ্বিহী আজমা'ঈন- আ-মী-ন।

---o---

বঙ্গানুবাদ

করা, তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর বাণীগুলোকে মেনে নিয়ে তদনুযায়ী আমল করাকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। বস্তুত আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত থেকে পৃথক থাকা এবং সেটার মোকাবেলায় নতুন ফির্কা বা দল গঠন করা আল্লাহ্র কাছে অপছন্দনীয়। (আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন,) এমন সব লোককে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আর জাহান্নাম অতি নিকৃষ্ট স্থান।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এবং আপনাদের সবাইকে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করার তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন। আর এতেই আমাদের জন্য উভয় জগতের সফলতা নিহিত। হে আল্লাহ্, রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের আক্বা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার উপর, তাঁর পবিত্র বংশধর ও সাহাবীগণ– সবার উপর। হে আল্লাহ্ আমাদের এ প্রার্থনা ক্ববূল করুন।

---o---

নূরানী তাক্বরীর-ছয়

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًاO فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ لا وَيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًاOط

[سورة نسآء اٰية : ١٧٥-١٧٦]

উচ্চারণ

আ'উযুবিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-ম, মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজী-ম

বিসমিল্লা-হির রাহ্মানির রাহীম।

১৭৫. ইয়া--- আইয়্যুহান্ না-সু 'ক্বাদ জা----কুম বোরহা-নুম্ মির্ রাব্বিকুম ওয়া আন্যালনা- ইলায়কুম নূ-রাম্ মুবী-না-।

১৭৬. ফাআম্মাল্লাযী-না আ-মা-নূ- বিল্লা-হি ওয়া'তাসামূ- বিহী- ফাসাইয়ুদ্খিলুহুম্ ফী- রাহ্মাতিম্ মিন্হু ওয়া ফাদ্বলিওঁ ওয়া ইয়াহ্দী-হিম ইলায়হি সেরা-ত্বাম মুস্তাক্বী-মা। [সূরা নিসা: আয়াত- ১৭৫-১৭৬]

তরজমা

আমি, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

১৭৫. "হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সমুজ্জ্বল নূর নাযিল করেছি।

১৭৬. সুতরাং ওইসব লোক, যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে, অবিলম্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আপন রহমত ও অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে নিজের প্রতি সোজা-সরল পথ দেখাবেন।" [সূরা নিসাঃ আয়াত-১৭৫-১৭৬, কান্যুল ঈমান]

উচ্চারণ

ইয়ে আয়াতে মোবারাকাহ্ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী আযীমুশ্শান না'ত হ্যায়। **'ক্বাদ জা----কুম বোরহা-নুম্ মির্ রাবিবকুম'** তোমারে পাস তোমারে রব কী ত্বরফ সে দলীল আ-য়ী, 'বোরহান' আ-য়া। 'বোরহান' মজবুত দলীল কো কাহ্তে হ্যাঁয়। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো 'বোরহান' ফরমায়া কেহ্ ইয়ে মেরী দলীল হ্যায়। **''ওয়া আন্যালনা- ইলাইকুম''** আওর উতারা হামনে তোমারী ত্বরফ 'নূরাম্ মুবীনা' 'ওয়াযিহ্ নূর।' 'নূরাম্ মুবীনা' সে মুফাস্সিরীন কেরাম কভী মুরাদ লেতে হ্যাঁয় 'ক্বোরআন করীম', কেউঁকেহ্ ইস্সে পহেলী আয়াত মে উস্কী তাফসীর আ-য়ী –**''ক্বাদ জা-আকুম মিনাল্লা-হি নূরুন**।'' বেশক তোমারে পাস্ আল্লাহ্ কী তরফ সে নূর আয়া।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায় কেহ্ হামনে তোমারী তরফ 'বোরহান' ভে-জা, দলীল ভে-জী। মুক্বাদ্দামাহ্ মে কূঈ দাওয়া করতা হ্যায় তো উস্কী দলীল হুতী হ্যায়। দলীল পেশ

বঙ্গানুবাদ

এ বরকতময়ী আয়াতে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। এতে সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে- 'নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে 'দলীল' এসেছে, 'অকাট্য প্রমাণ' এসেছে। 'বোরহান' বলা হয় 'অকাট্য' প্রমাণ'কে। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'বোরহান' বলেছেন। বলেছেন, এটা আমার 'বোরহান' বা অকাট্য দলীল। (আরো এরশাদ করেছেন) 'এবং আমি তোমাদের প্রতি সমুজ্জ্বল জ্যোতি, প্রকাশ্য 'নূর' অবতীর্ণ করেছি। এখানে 'নূরাম্ মুবীনা-ন' দ্বারা কোন কোন তাফসীরকারক 'পবিত্র ক্বোরআন'-এর অর্থও গ্রহণ করেছেন। কেননা, অন্য আয়াতে এর ব্যাখ্যা এসেছে- 'নিশ্চয় তোমাদের নিকট নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।'

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাচেছন, আমি তোমাদের নিকট 'বোরহান' (অকাট্য প্রমাণ) প্রেরণ করেছি। মুকাদ্দামায় কেউ কিছু দাবী করলে তার পক্ষে দলীলও থাকে। দলীল পেশ করলে

উচ্চারণ

করনেসে উস্কা মুক্বাদ্দামাহ্ মজবূত হোতা হ্যায়। উয়হ্ দলায়েল পেশ করতা হ্যায়। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভী আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী তরফ সে দলীল হ্যাঁয়। জো লোগ দলীল তোড়না চাহতে হ্যাঁয়, উয়হ্ ইস মুক্বাদ্দামা কো কমযোর করনা চাহতে হ্যাঁয়। ইসলিয়ে উয়হ্ দলীল তোড়না চাহতে হ্যাঁয়।

তামাম মাখলূক্বাত আল্লাহ্ তা'আলা কী দলীল হ্যাঁয়; উস্কী খালেক্বিয়াত কী দলীল হ্যাঁয়। লে-কিন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উয়হ দলীল হ্যায় কেহ্ উস্ পর কেসী কো শক আওর লব্ কোশাঈ করনে কা মওক্বা' নেহীঁ হো সেকতা হ্যায়। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী উয়হ্ মযবুত দলীল হ্যায়, জিসকে সামনে তামাম মাখলূক্ব লা-জাওয়াব হ্যাঁয়। 'বোরহানুম্ মির রাব্বিকুম' তোমহারে রব কী তরফ সে ইয়ে দলীল হ্যাঁয়, বোরহান হ্যাঁয়। কিউঁকেহ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তামাম মাখলুক্ব কা খালেক্ব হ্যায়।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা পরওয়ারিশ ফরমাতা হ্যায় যাহের কী ভী, বাত্বেন কী ভী। জিস্ তরীক্বে সে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা

বঙ্গানুবাদ

তার মুকাদ্দামা মজবুত হয়। সে দলীলাদি পেশ করে। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তরফ থেকে এক মজবুত দলীল। যারা দলীল খণ্ডন করতে চায়, তারা মুকাদ্দামাকে দুর্বল করে দিতে চায়। একমাত্র এতদুদ্দেশ্যেই তারা দলীল খণ্ডন করতে চায়।

সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার দলীল, তাঁর একত্বের প্রমাণ, তিনি সৃষ্টিকর্তা হবার প্রমাণ। আর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন ওই দলীল, যার সম্পর্কে কারো সমালোচনা করার কোন প্রকার অবকাশ থাকতে পারে না। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার ওই মজবুত দলীল, যার সম্মুখে সমস্ত মাখলূক্ব নিরুত্তর (লা-জওয়াব)। তিনি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের মহান রবের পক্ষ থেকে দলীল (অকাট্য প্রমাণ)। কেননা, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সৃষ্টিকুলের সৃষ্টিকর্তা।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা প্রতিপালন করেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত সৃষ্টির। যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা দেহ বা জড় জগতের প্রতিপালনের জন্য, জড়

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
নে আলমে আজসাম কে-লিয়ে, আলমে আজসাম কী তরবিয়াত কে লিয়ে, আলমে আজসাম কী পরওয়ারিশ কে লিয়ে সূরজ কো পয়দা ফরমায়া, জিস্‌সে তামাম দুনিয়া কা নেযাম ক্বায়েম হ্যায়, এসী তরীক্বে সে আলমে রূহানিয়াত কে আন্দর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে আফতাবে রেসালত কো চমকায়া, জিসকে যরী-'এ সে আলমে আরওয়াহ্ কা নেযাম ক্বায়েম হ্যায়। আলমে আর্‌ওয়াহ্ কা নেযাম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী যাতে বা-বারকাত সে ক্বায়েম হ্যায়। জিস্ তরীক্বে সে সূরজ আলমে যাহের কেলিয়ে, যাহেরী এন্তেজাম কায়েম করনে কেলিয়ে ক্বায়েম হ্যায়, উসী তরীক্বে সে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী যাতে বা-বারাকাত আলমে আরওয়াহ কে নেযাম কেলিয়ে ক্বায়েম হ্যায়। এসী লিয়ে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে আ-পকো বোরহান ফরমায়া, দলীল ফরমায়া। জো লোগ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর এ'তেরায করতে হ্যাঁয়, উয়হ্ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর এ'তেরায নেহীঁ	জগতের লালনের নিমিত্তে সূর্যকে সৃষ্টি করেন, যার মাধ্যমে সমস্ত জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তদ্রূপ রূহ-জগতে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রিসালতের সূর্য হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে উদ্ভাসিত করেছেন, যাঁর মাধ্যমে রূহ জগতের আইন-কানূন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় যাতের মাধ্যমে রূহ জগতের নিয়ম-শৃংখলা কায়েম রয়েছে। যেমন সূর্য প্রকাশ্য (জড়) জগতের জন্য, যাহেরী এন্তেযাম কায়েম করার জন্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তেমনিভাবে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় যাত রূহ জগতের নিয়ম-কানূন কায়েম থাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁকে (হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে) 'বোরহান' আখ্যা দিয়েছেন; অকাট্য দলীল বলেছেন। যারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার ধৃষ্টতা দেখায় তারা আসলে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
করতে হ্যাঁয়, বলকেহ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা কী দলীল কো কমযোর করনা চাহতে হ্যাঁয়, ইয়ে লোগ বে-ওয়াক্বূফ হ্যাঁয়। আল্লাহ্ তা'আলা হামকো, আ-পকো, সবকো সামঝ্‌নে কী তাওফীক্ব বখশে। আ-মী-ন। **''ফাআম্মাল্লাযী-না আ-মানূ-বিল্লা-হি''** পস জো লোগ ঈমান লায়ে আল্লাহ্ পর **'ওয়া'তাসামূ বিহী-'** আওর উস্‌কো মযবুত পকড়ে। ইস্ আয়াত মে 'বিহী' কী যমীর কা মারজা' বোরহান হ্যায়। ইসসে মুরাদ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী যাতে বা-বরকাত হ্যায়, কেহ্ জিন্ লোগোঁ নে আল্লাহ্ তা'আলা পর ঈমান লে-আয়া আওর উনহুঁনে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দামন কো মযবুত পকড়া **''ফাসাইয়ুদ্‌খিলুহুম ফী-রাহমাতিম্ মিনহু ওয়া ফাদ্বলিন ওয়া ইয়াহ্‌দী-হিম ইলায়হি সেরাত্বাম মুস্তাক্বী-মা-''** উন্ লো-গোঁকো আল্লাহ্ তা'আলা আপনী রহমত মে, আপনে ফদ্বল মে দাখিল করে-গা; আওর উন্‌কো উস্‌কী তরফ সী-ধী রাহ্ দেখায়েগা।	বিরুদ্ধে আপত্তি করেনা বরং আল্লাহ্ তা'আলার অকাট্য দলীলকে দুর্বল করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। এরা বস্তুতঃ আহম্মক, নির্বোধ। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে, আপনাদেরকে সবাইকে বুঝার শক্তি দিন। আ-মী-ন। ''অতঃপর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর এবং সেটাকে মজবুতভাবে ধারণ করেছে।'' এ আয়াতে 'বিহী'- অর্থাৎ 'সেটাকে' সর্বনাম দ্বারা 'বোরহান' বিশেষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা দ্বারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় যাতই বুঝানো হয়েছে, (সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়) যে সব লোক আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান এনেছে এবং হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দামনকে আঁকড়ে ধরেছে, সে সব লোককে অবিলম্বে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন রহমতে প্রবেশ করাবেন এবং আপন অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন আর তাদেরকে দেখাবেন আপন সোজা রাস্তা।

উচ্চারণ

আয়াত মে এরশাদ হুয়া- **'ফা-আম্মাল্লাযীনা আ-মানূ-** জো আল্লাহ্ পর ঈমান লায়ে, **'ওয়া'তাসামূ- বিহী'** আওর উস্‌কো মযবুত পাকড়ে, **ফাসাইয়ুদ্‌খিলহুম ফী-রাহমাতিম মিনহু,** তো 'আন্ ক্বরীব উন লোগোঁ কো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনী রাহ্‌মাত মে দাখিল ফরমায়ে গা **'ওয়া ফাদ্বলিন'** আওর আপনে ফদ্বল মে দাখেল ফরমায়ে গা **ওয়া ইয়াহ্‌দী-হিম** আওর উনকো রাস্তা দেখায়ে গা আপনা রাস্তা।

পস্ ওয়াযিহ্ হো-গিয়া কেহ্ ইস আয়াত কো গাওর সে দেখা জায়ে তো ফয়সালা হো জায়েগা কেহ্, কামিয়াবী উন্ লোগোঁ কে-লিয়ে হ্যায় জিন লোগোঁ নে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দামন কো মজবূত পাকড়া, উঁন লোগোঁ কেলিয়ে আল্লাহ্ কী মেহেরবানী হ্যায়, সীধা রাস্তা ভী হ্যায় আওর উন পর আল্লাহ্ কী রহমত ভী হ্যায়।

আওর জিন্ লোগোঁ সে ইয়ে দামন ছুট গায়া উয়হ্ মাহরূম হো গায়া, উন কেলিয়ে কুছ ভী নেহীঁ হ্যায়, না উনকা দ্বীন হ্যায়, না উনকী দুনিয়া, না এবাদত হ্যায়। কুছভী নেহীঁ হ্যায়।

বঙ্গানুবাদ

লক্ষ্য করুন, উল্লিখিত আয়াতে এ কয়েকটা বিষয় এরশাদ হয়েছে ঃ ১. যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, ২. যারা তাঁর (হুযূর করীম) দামনকে মজবুতভাবে ধারণ করেছে, ৩. অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অবিলম্বে স্বীয় রহমতে দাখিল করবেন এবং আপন অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন। আর তাদেরকে রাস্তা দেখাবেন, আপন রাস্তা।

সুতরাং একথা সুস্পষ্ট হলো যে, এ আয়াত শরীফে গভীরভাবে চিন্তা করলে এ কথার ফয়সালা হয়ে যাবে যে, কামিয়াবী ওই সব লোকের জন্য, যারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দামনকে আঁকড়ে ধরেছে। ওই সব লোকের জন্যই আল্লাহর দয়া রয়েছে, আল্লাহর রহমত রয়েছে, সোজা পথের দিশা রয়েছে এবং তাদের উপর আল্লাহর রহমতও বর্ষিত হয়।
পক্ষান্তরে, যে সব লোকের হাত থেকে এ দামন ছুটে গেছে, তারা মাহরূম হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে। তাদের জন্য কিছুই নেই- না তাদের দ্বীন আছে, না আছে তাদের জন্য দুনিয়া, না আছে ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা। কিছুই নেই।

উচ্চারণ

তামাম বাতেল ফেরক্বে ইস মে হ্যায়, উনকী আন্ গিনত কোশেশ এসী মে হ্যায় কেহ্ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দামন হা-তোঁ সে ছুট জায়ে। তো আপ কোশাঁ হো জায়েঁ আওর উস দামন কো মজবূত পাকড়েঁ। আওর উসী দামন মে আপ লোগোঁ কো ইয়ে সিলসিলাহ্ হ্যায়, উসকী নিসবত হ্যায় উস্ দামন কে সাথ। জো কুছ আ-রহা হ্যায় উসী দামন সে আ-রহা হ্যায়। জো কুছ মেহেরবানী আরহী হ্যায় উসী দামন সে আ-রহী হ্যায়। আপ খবরদার হো জায়েঁ, বে-হুদাহ্ বা-তোঁ মে মত আয়েঁ, আওর কভী আয়সী হরকত না করেঁ, কূঈ না-ইত্তেফাক্বী কী বাত নাহ্ করেঁ, তাকেহ্ ইস রহমত সে ছূট জায়েঁ। ইস সিলসিলাহ্ কো মজবুত পাকড়েঁ, সিলসিলে মে মজবুত হো জায়েঁ!

দেখেঁ, সোচেঁ। জানেঁ। তা কেহ্ আ-প লো-গোঁ কা সিলসিলাহ্ মজবুত হো-জায়ে, তাকেহ্ আপ আল্লাহ্ কে দোস্ত বন জায়েঁ। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী রাহ্‌মাতেঁ হোঁ। আওর ইয়ে সিলসিলাহ্, জো কুছ্ ইস সিলসিলা কা হ্যায় – ইয়ে সব আল্লাহ্ আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা

বঙ্গানুবাদ

সমস্ত বাতিল ফির্ক্বা এর মধ্যে রয়েছে, তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা এতেই রয়েছে যে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দামন হাত থেকে ছুটে যাক! কাজেই, আপনারাও সজাগ হয়ে যান এবং ওই দামনকে মজবুতভাবে ধারণ করুন। স্মরণ রাখবেন, এ দামনেই আপনাদের এ সিলসিলা রয়েছে। এর সম্পর্ক হচ্ছে এ দামনেরই সাথে। যা কিছু আসছে ওই দামন থেকেই আসছে। যা কিছু মেহেরবানী আসছে, ওই দামন থেকেই আসছে। আপনারা সতর্ক হয়ে যান। অনর্থক কথাবার্তা শুনবেন না। অনর্থক কোন কাজ করবেন না। অনৈক্যের কোন কথা বলবেন না। যাতে আপনারা রহমত থেকে দূরে সিট্‌কে পড়েন, এ সিল্‌সিলাকে মজবুতভাবে ধরুন। সিলসিলার মধ্যে মজবুত হয়ে যান।

লক্ষ্য করুন! চিন্তা করুন জেনে নিন! যাতে আপনাদের সিলসিলাহ্ মজবুত হয়ে যায়, যাতে আপনারা আল্লাহর বন্ধু হয়ে যান, আপনাদের উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হয়। আর এ সিলসিলায় যা কিছু আছে এসব কিছু আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকেই, এসবই আল্লাহ ও

উচ্চারণ

আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী তরফ সে হ্যায়, আল্লাহ্ আওর হুযূর করীম কী রহমতেঁ হ্যাঁয়, আল্লাহ্ আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী বরকতেঁ শামেলে হাল হ্যাঁয়, তো ইয়ে দামন হাত সে ছুট নাহ্ জায়ে।

ইস্ আয়াতে মুবারাকাহ্ কা হামীশাহ্ খেয়াল রাখেঁ– **"ফা- আম্মাল্লাযী-না আ-মানূ- বিল্লা-হি"** পাস্ জিন লেগোঁনে আল্লাহ্ পর ঈমান লে আয়ে **ওয়া'তাসামূ- বিহী** আওর উনহুঁনে উসকো ইয়া'নী রসূল করীম কে দামন কো মজবূত পাকড়া পস উনকে লিয়ে কেয়া হ্যায়? **ফা-সা ইয়ুদ্খিলুহুম ফী-রাহমাতিম্ মিনহু ওয়া ফা-দ্বলিন** আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা উনকো আপনী রহমত ও ফদ্বল মে দা-খিল করে-গা আওর আপনা রাস্তা, সীধা রাস্তা, দেখায়ে-গা। ইস্ সে উয়হ্ লোগ আপনে মন্যিলে মাকসূদ কো পহুঁছ জায়েঙ্গে।
আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাওফীক্ব বখশে। আ-মী-ন।

---o---

বঙ্গানুবাদ

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রহমতসমূহ এবং আল্লাহ্ ও হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতসমূহ শামেলে হাল রয়েছে। সুতরাং এ দামন যেন হাত থেকে ছুটে না যায়।

এ আয়াতে মুবারাকার প্রতি সব সময় খেয়াল রাখবেন- "অতঃপর যে সব লোক আল্লাহ্র উপর ঈমান নিয়ে এসেছে এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দামনকে মজবুতভাবে ধরেছে, তাদের জন্য কী প্রতিদান রয়েছে? তাদের প্রতিদান হচ্ছে- আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অবিলম্বে আপন রহমত ও অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে আপন রাস্তা, সোজা রাস্তা দেখাবেন, যাতে তারা এ পথ ধবে আপন মনযিলে মকসূদে পৌঁছে যায়।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা শক্তি দান করুন। আ-মী-ন।

---o---

নূরানী তাক্বরীর-সাত

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا ط [سورة المائده: اية ٣]

উচ্চারণ

আ'উযুবিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-ম, মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজী-ম
বিসমিল্লা-হির রাহ্মানির রাহীম।
আল্ ইয়াউমা ইয়াইসাল্লাযী-না কাফারূ- মিন দ্বী-নিকুম ফালা-তাখ্শাউহুম ওয়াখ্শাউনি। আল-ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দ্বী-নাকুম ওয়া আতমাম্তু 'আলায়কুম নি'মাতী- ওয়া রাদ্বী-তু লাকুমুল ইসলা-মা দ্বী-না-। [সূরা মা-ইদাহ্: আয়াত-৩]

তরজমা

আমি, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।
আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।
আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপর আমার নি'মাতকে পূর্ণাঙ্গ করেছি। আর আমি তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করেছি।" [সূরা মা-ইদাহ্: আয়াত-৩, কান্যুল ঈমান]

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায়, **''আল-ইয়াউমা ইয়াইসাল্লাযী-না কাফারূ-''** আজ নাউমীদ হো-গায়ে হ্যাঁয় উয়হ্ লোগ, জো কাফির হ্যাঁয়, উয়হ্ নাউমীদ হো গায়ে হ্যাঁয় **'মিন্ দ্বীনিকুম'** তোমারে দ্বীন সে **'ফালা-তাখ্শাউহুম ওয়াখ্শাউনি'** পস উনসে না ডরো, মুঝ্ছে ডরো। **'আল ইয়াউমা আক্মালতু লাকুম দ্বী-নাকুম'** আজ মুকাম্মাল কর দিয়া মাঁইনে তোমারে লিয়ে তোমারে দ্বীনকো **ওয়া আত্মামতু আলাইকুম নি'মাতী-** আওর তামাম কী আপনি নি'মাতূঁ কো তোমারে উপর। **'ওয়ারাদ্বী-তু লাকুমুল ইসলা-মা দ্বী-নান-'** আওর রাযী হুয়া মাঁই দ্বীন ইসলাম সে তোমারে লিয়ে।	আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন– আজ নিরাশ হয়ে গেছে ওইসব লোক, যারা কাফির হয়ে গেছে, তারা নিরাশ হয়ে গেছে তোমাদের দ্বীন থেকে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো। আজ আমি পরিপূর্ণ করে দিয়েছি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে এবং পরিপূর্ণ করেছি তোমাদের উপর আমার নি'মাতকেও; আর আমি তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামের উপর রাযী হয়েছি।
ইস্ আয়াতে মোবারাকাহ্ কী শানে নুযূল আয়সী হ্যায়– নভীঁ যিল্হাজ্জাহ্ হ্যায়। জুমু'আহ্ কা দিন হ্যায়। আওর দসভীঁ হিজরী হ্যায়। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নে আযীমুশ্শান খোতবাহ্ এরশাদ ফরমা রহে হ্যাঁয়। উঁট্নী পর তাশরীফ ফরমা হ্যাঁয়। ইসী হালত মে ইয়ে আয়াতে মোবারাকাহ্ আয়ী। জব এহী আয়াতে মোবারাকাহ্ কী ওহী আয়ী, তো উঁটনী ইসে বরাদাশ্ত না কর সেকী। ইয়ে মুবারক ঘড়ী, ইয়ে	এ আয়াত-ই মুবারাকার **শানে নুযূল** হচ্ছে- ৯ যিলহজ্ব জুমু'আর দিন এবং ১০ম হিজরী, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খোত্বাহ্ প্রদান করছিলেন। তিনি উট্নীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় এ বরকতময়ী আয়াতের ওহী এসেছে। যখন এ বরকতমন্ডিত আয়াতের ওহী আসলো, তখন উট্নী বরদাশত করতে পারে নি। এ বরকতময় মুহূর্তে, এ অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে,

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
আযীমুশ্শান ঘড়ী হ্যায় কেহ্ ইস্মে এরশাদ ফরমায়া জা-রহা হ্যায় কেহ্ ইয়ে আজকা দিন জো থা, ইস দিন কে মুতা'আল্লিক্ব মুফাস্সেরীন হযরাত ফরমাতে হ্যাঁয় কেহ্, জুমু'আহ্ কা দিন থা, আওর যিলহাজ্জাহ্ কী নভীঁ তারীখ থী। দো ঈঁদে মুসলমানোঁ কী জমা' থীঁ আওর ঈসা-ইয়ূঁ কী ভী ঈদ কা দিন থা, ইহুদিয়ূঁ কী ঈদ কা ভী দিন থা, আওর পাদ্রীয়ূঁ কী ঈদ কা ভী দিন থা। ইয়া'নী পাঁচ ঈদেঁ ইস্মে জমা' হ্যাঁয়। ইস্ বারাহ্ মে মুফাস্সেরীনে কেরাম কা ক্বাওল হ্যায় কেহ্ ইয়েহ্ ছেহ্ ঈদেঁ হ্যাঁয়। ছেটভী ঈদ সবসে মুকাদ্দাম থী। ওয়হ্ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা দীদার থা। আসল ঈদ তো ইয়েহ থী কেহ্ গোলামোঁ কো আপনে আক্বা কা দীদার হাসেল থা। রাহমাতুল্ লিল 'আ-লামীন কা দীদার হাসেল থা। সুবহা-নাল্লাহ।	এতে এরশাদ হচ্ছে, আজকের এ দিন যা ছিল, সে সম্পর্কে তাফসীকারকগণ বলেন, সেটা জুমার দিন ছিলো এবং যিলহজ্ব মাসের ৯ম তারিখ ছিলো। এ দিনে মুসলমানদের দু'ঈদ একত্রিত ছিলো, আর খ্রিস্টানদেরও ঈদের দিন ছিল, ইহুদীদেরও ঈদের দিন ছিল। পাদ্রীদেরও ঈদের দিন ছিল। অর্থাৎ (সর্বমোট) পাঁচটা ঈদই এর মধ্যে একত্রিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাফসীরকারকগণের অভিমত এও রয়েছে যে, এতে ছয়টা ঈদের সমাবেশ ঘটেছে। সেগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ ঈদই অগ্রাধিকার রাখে। সেটা হচ্ছে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দিদার বা সাক্ষাৎ। প্রকৃত ঈদ তো এটা ছিলো যে, গোলামগণ তাদের মুনিবের সাথে সাক্ষাৎ অর্জন করেছে। সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করা। (আল্লাহরই পবিত্রতা)।
ইস্ আয়াত মে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায় কেহ্ **''আল-ইয়াউমা ইয়াইসাল্লাযী-না কাফারূ- মিন দ্বী-নিকুম''** আজ কোফ্ফার	এ আয়াতে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করেছেন যে, আজ কাফিরগণ তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, অর্থাৎ কাফিরদের ধারণা ছিলো যে, এ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
তোমাদের দ্বীন সে না-উমীদ হোগায়ে হ্যাঁয়। ইয়া'নী কাফেরুঁ কা খেয়াল থা কেহ্ শায়দ ইস দ্বীন ইসলাম কা চর্চা চন্দ দিনোঁ কা চর্চা হ্যায়, খতম হো জায়েগা। কাফেরোঁনে বহুত কোশেশ কী, মুসলামানূঁ- কো বহুত সাযায়েঁ দীঁ, বহুত তাকলীফেঁ দীঁ, বহুত লালচেঁ দীঁ। লে-কিন সাহাবায়ে কেরাম কী ইস্তিক্বামত কা আয়সা আলম থা কেহ্ উনকো কেসী চীজ কা আসর না হুয়া। কেসী প্রোপাগাণ্ডা কা আসর না হুয়া, কেসী লালচ কা আসর না হুয়া। ইয়ে হযরাত পাহাড় কী ত্বরাহ্ ডাটে রহে।	দ্বীন- ইসলামের চর্চা ক্ষণস্থায়ী, কিছুদিন পর সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কাফিরগণ অনেক চেষ্টা করেছে, মুসলমানদেরকে অনেক নির্যাতন করেছে, বহু কষ্ট দিয়েছে, অনেক লোভ দেখিয়েছে, কিন্তু সাহাবা কেরামের অটলতার এমন অবস্থা ছিলো যে, কোন বস্তুর, কোন ষড়যন্ত্রের, কোন লোভের, কোন নির্যাতনের ও কোন কষ্টের প্রভাব তাঁদের উপর পড়েনি। তাঁরা পাহাড়ের ন্যায়ই অটল রইলেন।
আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায়, আজ কাফের না-উমীদ হোগায়ে হ্যাঁয়। কাফেরোঁ নে দেখা ফাত্হে মক্কা হোগায়া, মক্কা ফাত্হ্ হোগায়া, আওর আযীমুশ্শান খোত্ববা ফরমায়া জা-রহা হ্যায়। লোগ জোক্ব দর জোক্ব, ফৌজ দর দৌজ ইসলাম মে দাখিল হো রহে হ্যাঁয়। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমা রহা হ্যায়, আজ কাফের না-উমীদ হোগায়ে হ্যাঁয় তোমারে দ্বীনসে। উয়হ্ আপনে চালোঁ সে না-উমীদ হোগেয়ে হ্যাঁয় কেহ্, 'হামারী কুঈ চাল কুঈ কাম নেহীঁ আসকেতা। হামারী কুঈ লালচ নেহীঁ	আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করছেন, আজ কাফিরগণ নিরাশ হয়ে গেছে। কাফিরগণ দেখলো মক্কা বিজয় হয়ে গেছে, মক্কা মুসলমানদের করায়ত্ব হয়েছে। আর ঐতিহাসিক অতিগুরুত্বপূর্ণ খোত্বা দেওয়া হচ্ছে। মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, আজ কাফিরগণ নিরাশ হয়েছে- তোমাদের দ্বীন থেকে। তারা নিজেদের চালবাজি থেকে নিরাশ হয়ে গেছে- 'আমাদের তো আর কোন চালবাজি কাজে আসবে না, আমাদের কোন লোভ দেখানোর ষড়যন্ত্র চলতে পারে না। কোন শক্তি চলতে পারে না তাদের বিরুদ্ধে। আর এ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
চল সেকতী, কুঈ তাক্বত নেহী চল সেকতী, আওর ইয়ে দ্বীন ইসলাম হামেশাহ্ রহেগা।	দ্বীন-ইসলাম স্থায়ীভাবে থাকবে।' আজ কাফিরদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো এবং তারা নিরাশ হয়ে গেলো। আজ কাফিরগণ হতাশ হয়ে পড়লো।
আজ উনকা ইয়ে ইয়াক্বীনে কামিল হোগায়া আওর ইয়ে কোফ্ফার না-উমীদ হোগেয়ে হ্যাঁয়। **"আল্ ইয়াউমা ইয়াইসাল্লাযী-না কাফারূ-মিন দ্বী-নিকুম।"** আজ কোফ্ফার তোমারে দ্বীন সে না-উমীদ হোগায়ে। **"ফালা তাখ্শাউহুম ওয়াখ্শাউনি।"** তো তোম উনকা আন্দীশাহ্ না করো। কেউঁকেহ্ ইয়ে তোমারা কুঈ নোক্বসান না পঁহছা সেকেঙ্গে। **"ওয়ায়াখশাউনি"** মুঝছে ডরো। মেরা খেয়াল রাখো। উনসে না ডরো। ইয়ে তোমারা কুছ না বিগাড় সেকতে।	খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিচ্ছেন-"আজ কাফিরগণ তোমাদের দ্বীন থেকে হতাশ হয়ে গেছে। তাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করো না যে, তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে। আমাকে ভয় করো, আমারই খেয়াল রেখো, তাদেরকে ভয় করো না। এরা তোমাদের কোন কিছুই করতে পারবে না।
"আল-ইয়াউমা আক্মালতু লাকুম দ্বী-নাকুম" আজ মোকাম্মাল করদিয়া মাইঁনে তোমারে লিয়ে তোমারে দ্বীনকো। আজ কামেল হোগায়া তোমারা দ্বীন। আজ ইস্ মে কেসী ক্বিসম কী তারমীম নেহীঁ হো সেকতী। ইয়ে দ্বীন ক্বেয়ামত তক রহেগা। আজ মাইঁনে ইস্কো খোব্ মুকাম্মাল করদিয়া। সুবাহা-নাল্লাহ্। জব দ্বীন মোকাম্মাল হোগায়া তো ইয়ে বাতেল ফের্কে কেয়া (নুক্বস্) নিকাল	"আজ পরিপূর্ণ করে দিয়েছি আমি তোমাদের দ্বীনকে।" আজ পূর্ণ হয়েছে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন। এতে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন করা যেতে পারে না। এ দ্বীন ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে। আজ আমি সেটাকে খুব পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। (সুব্হা-নাল্লাহ্) যখন দ্বীন পরিপূর্ণ হয়েছে তখন বাতেল ফের্কাগুলো সে দ্বীন থেকে

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
সেকতে হ্যাঁয়? উন্‌কা কেয়া মাক্বসাদ হ্যায়? ইয়ে সামাঝ্ মে নেহীঁ আ-তা হ্যায়। ইয়ে সোচ্‌তে হ্যাঁয় কেহ্ হামারা দ্বীনতো মুকাম্মাল হোগায়া হ্যায়। **"আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম"** আজ মাইনে কামেল করদিয়া, ইয়া'নী তোমহারে দ্বীন কো। **"ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতী"** আওর নি'মাতেঁ তোম পর মুকাম্মাল করদী। সুবহানাল্লাহ্।	কী অপূর্ণতা বের করতে পারে? এতে তাদের উদ্দেশ্যই বা কি তা বুঝে আসে না, এটাই ভাবি। কারণ, আমাদের দ্বীন তো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। (আল্লাহ্ এরশাদ করেন,) "আজ পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।'অর্থাৎ তোমাদের দ্বীনকে। আজ আমার নি'মাতকে তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, পূর্ণ মাত্রায় পূর্ণাঙ্গ করেছি। সুব্‌হা-নাল্লাহ্।
ইস্‌মে মোবারকবাদেঁ হ্যাঁয়। **"ওয়া আতমামতু আলায়কুম নি'মাতী ওয়া রাদ্বী-তু লাকুমুল ইসলামা দ্বী-নান"** আওর মাইঁ রাযী হোগায়া দ্বীন ইসলাম সে। দ্বীন ইসলাম সে মাইঁ রাযী হোগায়া। আওর কাফেরোঁ কা না-উমীদ হো-জানা মুসলমানোঁ কে মোতা'আল্লিক্ব কেহ্ উনকা ইয়ে সব চাল কাম মে নেহীঁ আ-সেকেগা, ইস্‌মে বড়ী সা'আদতমন্দী হ্যায় আওর ইস মে বড়ী ডিক্রী মিলগায়ী মুসলমানোঁ কো। আওর উনকী ইস্তেক্বামত কী তা'রীফ হো রহী হ্যায়, আজ তোমারী ইস্তেক্বামত কে সামনে কোফ্‌ফার হাতিয়ার ডাল দিয়ে, না-উমীদ হোগায়ে। হামারে দ্বীনকে মুতা'আল্লিক্ব উয়হ্ না-উমীদ হোগায়ে হ্যাঁয়। তো ইয়ে বড়ী	এতে সমূহ মুবারকবাদী রয়েছে যে, (আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন) 'এবং আমি পরিপূর্ণ করে দিয়েছি তোমাদের উপর আমার নি'মাতকে এবং রাযী হয়েছি ইসলামের উপর দ্বীন হিসেবে।' 'আমি ইসলামের উপর দ্বীন হিসেবে রাযী হয়ে গেছি।' আর কাফিরদের নিরাশ হয়ে যাওয়া মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ মর্মে যে, তাদের এ ষড়যন্ত্র কাজে আসতে পারবে না। এতে বড় সৌভাগ্য রয়েছে এবং এতে মুসলমানগণ বড় ডিক্রী পেয়ে গেছে এবং তাঁদের অটলতার প্রশংসা করা হচ্ছে এ মর্মে যে, আজ তোমাদের অটলতার সামনে কাফিরগণ হাতিয়ার ফেলে দিয়েছে, আশা ছেড়ে দিয়েছে, তারা আজ নিরাশ হয়ে গেছে। আমাদের দ্বীন সম্পর্কে তারা নিরাশ হয়ে

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
খোশ্‌নসীবী হুয়ী হ্যায় উস ক্বাওম কী, জিস ক্বাওম কে মুতা'আল্লিক্ব কোফ্‌ফার কো ইয়ে খেয়াল হুয়া কেহ্ ইয়ে কভী ভী মাগলূব নেহীঁ হোঙ্গে। হামসে ইয়ে হামীশা গালেব রহেঙ্গে আওর উনপর হামারা কুঈ বস্ নেহীঁ চল সেকতী। খাস্ ক্বাওম হো এয়া ওয়াহেদ শাখ্‌স হো, জিসকে মোতা'আল্লিক্ব ইয়ে খেয়াল হো কেহ্ উসকে মোতা'আল্লিক্ব হামারা কুঈ কাম নেহীঁ চল সেকতা হ্যায়, উয়হ্ না-উমীদ হো জায়ে তো ইয়েহ্ ক্বাওম এয়া শাখ্‌স বড়া খোশ্‌নসীব হোতা হ্যায়।	গেছে। সুতরাং এটা বড় সৌভাগ্য হলো ওই জনগোষ্ঠীর জন্য, যাদের সম্পর্কে কাফিরদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, এঁরা (মুসলমানরা) কখনো পরাজিত হবেন না। এঁরা সর্বদা আমাদের উপর জয়ী থাকবেন এবং তাদের উপর আমাদের কোন ক্ষমতা চলতে পারে না। উল্লেখ্য যে, কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী হোক কিংবা একাকী হোক যার কিংবা যাদের সম্পর্কে শত্রুদের মনে এ ধারণা জন্মে যে, 'তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন ক্ষমতা চলতে পারে না' আর তারা নিরাশ হয়ে যায়, তাহলে ওই জনগোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তি খোশ নসীবই হয়?
আওর বা'য আয়সে হাযরাত হোতে হ্যাঁয় কেহ্ উনকে সামনে শায়তান ভী হাতিয়ার ডাল দেতা হ্যায়। জায়সে হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। আ-পকে সামনে শয়তান কী কুঈ বস্ নেহী চল সেকেতী থী, শয়তান মজবূর থা। আয়সে বহুত সে হযরাত হ্যাঁয়। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী আয়সী মাখলূক্বসে শয়তান ডর জাতা হ্যায়। ইয়ে বহুত খোশ্‌নসীব লোগ হোতে হ্যাঁয়। জিন্‌সে কোফ্‌ফার না-উমীদ হো জাতে হ্যাঁয়, খা-হ্ উয়হ্ ক্বাওম হো এয়া ওয়াহেদ শাখ্‌স হো।	আর কোন কোন হযরত তো এমনও আছেন, যাঁদের সামনে শয়তানও হাতিয়ার ফেলে দেয়। যেমন হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর সামনে শয়তানের কোন ক্ষমতা চলতো না। শয়তান তাঁর সামনে অপরাগ ছিলো। এমনও বহু লোক রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার এমন সৃষ্টিকে শয়তান ভয় করে। তাঁরা বড় সৌভাগ্যবান মানুষ হয়ে থাকেন, যাদের থেকে শয়তান নিরাশ হয়ে যায়- চাই তাঁরা গোটা একটা গোত্র হোন কিংবা ব্যক্তি বিশেষ হোন।

উচ্চারণ

ইস্ আয়াত সে হামকো দুসরী বাত ভী মা'লূম হো গায়ী। উয়হ্ ইয়ে কেহ্ **''ওয়া রাদ্বী-তু লাকুমুল ইসলা-মা দ্বী-নান''** আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায় কেহ্ মাইঁ দ্বীন ইসলাম সে রাযী হোগায়া। এহাঁ তাওহীদ কা যিক্র নেহী কেহ্ মাইঁ তৌহী-দিয়ূঁ সে রাযী হো গায়া বলকেহ্ ইসলাম সে রাযী হো গায়া। ক্বোরআন মজীদ মুসলমানোঁ কো এয়াদ ফরমায়া হ্যায় তো ঈমান সে এয়াদ ফরমায়া হ্যায়- **''এয়া আইয়্যুহাল্লাযী-না আ-মানূ-''**, নাহ্ **''এয়া আইয়্যুহাল্লাযী-না ওয়াহ্হাদূ-''** কেহ্ এহাঁ- ক্বোরআন মজীদ মে তাওহীদ কা লফ্য নেহী আ-য়া হ্যায়। তাওহীদ তো উয়হ্ হ্যায়, জো নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে যরী-'এ- তাওহীদ হো। আওর নবী আলায়হিস্ সালাম সালাতু ওয়াস্ সালাম কে বগায়র জো তাওহীদ হো উয়হ্ তাওহীদ দোযখ কী চাবী হ্যায়। তাওহীদ উয়হ্ হ্যায়, জো রাসূল আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে যরী'এ- সে হাসেল হো। ইসলিয়ে ফরমায়া গায়া হ্যায় **''ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ''** কেহ্ আয় হাবীব তোম ফরমা দো কেহ্ আল্লাহ্ এক হ্যায়, জো তাওহীদ ও রেসালত কে যরী-'এ- সে হো উয়হ্ হী তাওহীদ হ্যায়। আওর জো রেসালতকে বগায়র, নুবূয়তকে বগায়র তাওহীদ হ্যায়, উয়হ্ তাওহীদ নেহী হ্যায়।

বঙ্গানুবাদ

এ আয়াত থেকে আরো একটা কথা জানা গেলো যে, (আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন,) ''আমি তোমাদের জন্য ইসলামের উপর দ্বীন রূপে রাজি হয়েছি।'' আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, "আমি দ্বীন-ইসলামের উপর রাজী হয়ে গিয়েছি।" এখানে 'তাওহীদ'-এর কথা উল্লেখ করা হয়নি যে, আমি তাওহীদীদের উপর রাজি হয়ে গেছি; বরং বলেছেন, আমি ইসলামের উপর রাজী হয়েছি। ক্বোরআন মজীদ মুসলমানদেরকে যখনই স্মরণ করেছে, তখন 'হে ঈমানদারগণ' বলে স্মরণ করেছে। এখানে 'হে তাওহীদীগণ' বলেনি। এখানে, ক্বোরআন মজীদে তাওহীদের শব্দ আসেনি। কারণ, ওই তাওহীদই প্রকৃত তাওহীদ, যা নবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর মাধ্যমে তাওহীদ হয়। পক্ষান্তরে, নবী আলায়হিস্ সালাম ছাড়া যেই তাওহীদ হয়, তা দোযখেরই চাবি। ওই তাওহীদই গ্রহণযোগ্য, যা নবী আলায়হিস্ সালাম-এর মাধ্যমে অর্জিত হয়। এ জন্য এরশাদ হয়েছে- হে হাবীব আপনি বলুন, "আল্লাহ এক।" যে তাওহীদ ও রেসালতের মাধ্যমেই হয়, সেটাই হচ্ছে তাওহীদ। আর রেসালত ব্যতিরেকে, নুবূয়ত ব্যতিরেকে যে তাওহীদ হয়, সেটা তাওহীদই নয়। শয়তান অপেক্ষা

উচ্চারণ

কেয়া শয়তান সে বড় কর কুঈ তাওহীদী হো সেকতা? উয়হ্ বড়া তাওহীদী হ্যায়। লে-কিন উসকী তাওহীদ মনযূর নেহী হ্যায়।

ইয়ে সীখ লোগ তাওহীদী হ্যাঁয়, ইয়ে আরিয়া তাওহীদী হ্যাঁয়। উয়হ্ তাওহীদ মনযূর নেহী হ্যায়। ঈসায়ী, ইহুদী সব তাওহীদী হ্যাঁয়। লে-কিন উনকী তাওহীদ মানযূর নেহী। উয়হ্ তাওহীদ মনযূর হ্যায় জো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দামন সে মিলকর তাওহীদ হো। উয়হ্ হী তাওহীদ মনযূর হ্যায়।

জব ইয়ে আয়াতে মোবারাকাহ্ নাযিল হুয়ী তো হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রো রহে থে। পূ-ছা, কেউঁ রো-রহে হ্যাঁয়? হযরত ওমর ফারূক্ব নে আরয কিয়া-এয়া রাসূলাল্লাহ্! হামারে উরূজ কা শুরু' থা; আব হামারে উরূজ কী ইন্তেহা হোগায়ী। আওর জিস্ ছীয কী ইন্তেহা হুতী হ্যায়, উয়হ্ আওয়াল কী তরফ আ-তী হ্যায়। তো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নে ফরমায়া- ''হ্যাঁ, তোমনে সহীহ্ কাহা।'' হযরত সিদ্দীক্বে আকবর ভী রো-রহে থে। আ-প ভী রোহ-রহে থে। আ-প সে কেসী নে পূছা কেহ্ কেউঁ রো-রহে হ্যাঁয়? হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা

বঙ্গানুবাদ

বড় তাওহীদী কে হতে পারে? সেতো বড় তাওহীদী; কিন্তু তার তাওহীদ গ্রহণযোগ্য নয়।

এযে শিখ সম্প্রদায়, তারাও তাওহীদী। এ যে হিন্দু (আর্য্য) সম্প্রদায়, তারাও তাওহীদী। কিন্তু তাদের তাওহীদ গ্রহণযোগ্য নয়। খৃস্টান, ইহুদী সবাই তাওহীদী। (কিন্তু তাদের ওই তাওহীদ গ্রহণযোগ্য নয়।) ওই তাওহীদই গ্রহণযোগ্য, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দামনের সাথে মিলে তাওহীদ হয়। একমাত্র সেটাই গ্রহণযোগ্য।

যখন এ বরকতময়ী আয়াত নাযিল হলো তখন হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কাঁদছিলেন। আল্লাহ্র হাবীব জিজ্ঞাসা করলেন– কেন কাঁদছো? হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, ''হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের অগ্রযাত্রা এতদিন উন্নতির দিকে ছিল। এখনতো আমাদের উন্নতির শেষ প্রান্ত এসে গেল। যে কোন কিছুর যখন শেষ বা চূড়ান্ত পর্যায় এসে যায়, তখন থেকে সেটা আবার শুরুর দিকে ধাবিত হয়। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, ''হাঁ, তুমি ঠিক বলেছো।'' হযরত ছিদ্দীক্বে আকবর আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও তখন কাঁদছিলেন।

উচ্চারণ

আনহু নে ফরমায়া কেহ্ হামারা দ্বীন মুকাম্মাল হো-গায়া তো হুযূর করীম হামসে বিদা' হো জায়েঙ্গে। জব হামারা দ্বীন মুকাম্মাল হো গায়া তো হামারা কাম হো গায়া হ্যায়। আ-প হাম সে জুদা হো জায়েঙ্গে।

বাহার হাল **''আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দ্বী-নাকুম ওয়া আত্মামতু আলাইকুম নি'মাতী ওয়া রাদ্বী-তু লাকুমুল ইসলা-মা দ্বীনান''** বড়ী খোশ্নসীবী হ্যায়। আওর বহুত বড়ী সা'আদতমন্দী হ্যায় কেহ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ফরমাতা হ্যায় কেহ্ মাইঁ নে দ্বীন ইসলাম কো পছন্দ কিয়া, মাইনে আপনি নি'মাতোঁ কো তামাম কিয়া আওর মাইঁ রাযী হো গায়া দ্বীন ইসলাম সে। উস্সে বড় কর আওর খুশী কেয়া হো সেকতী হ্যায়?

ইস্ আয়াতে মোবারাকাহ্ কে বা'দ কূঈ আয়াতে আহকাম নেহীঁ আ-য়ী। ইয়ে আখেরী আয়াত হ্যায় আহকাম কী। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আ-পকো, হামকো ইস্সে মোবারক ফরমায়ে। আ-মী-ন।

---o---

বঙ্গানুবাদ

তাঁকে কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, ''আমাদের দ্বীন যখন পরিপূর্ণ হয়ে গেলো, তখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন। যখন আমাদের দ্বীন পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, তখন তো আমাদের কাজ সমাধা হয়ে গিয়েছে, এখন তো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের চোখের অন্তরালে চলে যাবেন।

সর্বোপরি, ''আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপর আমার নি'মাতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আর তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে 'ইসলাম'-এর উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। এটা বড় খোশ নসীবী এবং বড় সৌভাগ্যের প্রতীক এ মর্মে যে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করেছেন, "আমি দ্বীন-ইসলামকে পছন্দ করেছি। আমি আপন নি'মাতসমূহ পরিপূর্ণ করেছি। আমি রাজী হয়েছি দ্বীন ইসলামের উপর।' এর চাইতে বড় খুশী আর কী হতে পারে?

এ বরকতময়ী আয়াতের পর আহকাম বা শরীয়তের বিধানাবলীর কোন আয়াত আসেনি। এটাই আহকামের সর্বশেষ আয়াত।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনাদেরকে, আমাদেরকে এটা দ্বারা বরকাত দান করুন। ক্ববূল করুন, হে আল্লাহ্!

---o---

নূরানী তাক্বরীর-আট

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۝

[سورة المائدة : آية ١٥)

উচ্চারণ

আ'উযুবিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-ম, মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজী-ম

বিসমিল্লা-হির রাহ্মানির রাহীম।

''ক্বাদ জা----আকুম মিনাল্লা-হি নূ-রুঁ ওয়া কিতা-বুম্ মুবী-ন।''

[সূরা মা-ইদাহ্ ঃ আয়াত-১৫]

তরজমা

আমি, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক 'নূর' (জ্যোতি) এসেছে এবং সুস্পষ্ট কিতাব।

[সূরা মা-ইদাহ্ ঃ আয়াত-১৫ঃ কান্যুল ঈমান]

উচ্চারণ

না'তান্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে এরশাদ ফরমায়া হ্যায়- 'ইয়ে নূর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী তরফ সে আয়া হ্যায়। ইয়া'নী দুনিয়া মে আ-কর নূ-র নেহীঁ বনা, বলকেহ্ নূর বন্কর তোমারে পাস আ-য়া।

দুনিয়া মে লোগ আতে হ্যাঁয় তো এহাঁ আ-কর আলেম বনতে হ্যাঁয়, ফাযেল বনতে হ্যাঁয়, ক্বারী বনতে হ্যাঁয়, হাফেয বনতে হ্যাঁয়, কামালাত হাসেল করতে হ্যাঁয়। সব দুনিয়া মে আ-কর। লেকিন হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী তাশরীফ আওয়ারী কে মুতা'আল্লিক্ব এরশাদ হো রহা হ্যায় কেহ্ তোমারে পাস 'নূর' আয়ে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী তরফসে নূর বনকর আয়ে; এহাঁ আ-কর নূর নেহীঁ বনে, বনকর তাশরীফ লা-য়ে।

জো নুর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী তরফ সে হো উস নূর কো কুঈ বুঝা সেকতা নেহীঁ। উয়হ্ নূর কেহ্ উসকা মুক্বাবালাহ্ কুঈ নেহীঁ কর সেকতা। দুনিয়া মে জো বাত্তি জ্বলতী হ্যায়, উসকো বুঝা সেকতে হ্যাঁয়। কেউঁকেহ্ ইয়ে হামারে হাতোঁসে বানায়ী হুয়ী হ্যায়। লেকিন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী তরফ সে জো নূর আয়ে উসকো কৌন বুঝায়ে?

বঙ্গানুবাদ

বিশ্বনবী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, এ 'নূর' আল্লাহ্র তরফ থেকে এসেছে; অর্থাৎ দুনিয়ায় এসে নূর হননি, বরং 'নূর' হয়েই তোমাদের নিকট এসেছেন।

পৃথিবীতে মানুষ এসেই এখানে আলেম হয়, ফাযেল হয়, হাফেয হয়, সমূহ পূর্ণতা অর্জন করে। সবই পৃথিবীতে আসার পরই; কিন্তু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমন সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে- তোমাদের নিকট নূর এসেছে। তিনি আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তরফ থেকে 'নূর' হয়েই তোমাদের নিকট এসেছেন; এখানে এসে হননি।

যে নূর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তরফ থেকে হয়, ওই নূরকে কেউ নেভাতে পারে না, ওই নূরের সাথে কেউ মোকাবেলা করে টিকে থাকতে পারে না। পৃথিবীতে আমরা যে বাতি জ্বালাই, সেটাকে আমরা নিভাতে পারি। কেননা, সেটা আমাদের হাতেরই গড়া; কিন্তু আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তরফ থেকে যে নূর আসে তাঁকে কে নেভাতে পারে?

উচ্চারণ

উসকো কৌন্ বুঝা সেকতা হ্যায়? উসকী শান কৌন কোন্ ঘটা সেকতা হ্যায়? আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে এরশাদ ফরমায়া কেহ্ তোমহারে পাস আয়া 'নূর'। নূর তোমারে পাস আয়া আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা কী তরফ সে।

ইসলিয়ে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী তশরীফ আওয়ারী কেসী শাহী খান্দান সে নেহীঁ হুয়ী, তাকেহ্ ইয়ে শোবাহ্ না হো কেহ্ আপকো ইয়ে জো ইয্যাত মিলী হ্যায় উয়হ্ উস শাহী খান্দান কে সবব সে মিলী হ্যায়। কূঈ আয়সে খান্দান মে আ-প তাশরীফ নেহীঁ লায়ে, জো দওলতমন্দ থা, তাকেহ্ কেসীকো ইয়েহ্ শোবাহ্ নাহো কেহ্, দওলত কে যরী'এ আ-পকো ইয়ে কামালাত হাসিল হুয়ে, ইয়ে নূর, ইয়ে শোহরত আপকো দওলত কে যরী'এ হুয়ী। আয়সে হী আ-প দুনিয়া মে তশরীফ লায়ে কেহ্ আপকে ওয়ালেদে মাজেদ, ওয়ালেদায়ে মাজেদাহ্, জাদ্দে করীম- সবকা সা-য়াহ্ আ-পসে উঠ্ গায়া। আয়সে তরীক্বে সে আ-পকে খানদান কে লোগ, জব যুহূরে নুবূয়ত হুয়া, উস ওয়াক্বত তাক্বরীবান তক্বরীবান উয়হ্ সব সফর কর গায়ে। সের্ফ বাক্বী রহে আবূ লাহাব ওয়া গায়রাহ্, উয়হ্ তো

বঙ্গানুবাদ

তাঁর মান-মর্যাদা কে হানি করতে পারে? আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমান- তোমাদের নিকট এসেছে 'নূর'। 'নূর' তোমাদের নিকট এসেছে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে।

এ কারণে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমন কোন শাহী বংশে হয়নি, যাতে (কারো মনে) এ সন্দেহ না জাগে যে, তাঁর এ যে সব মহামর্যাদা অর্জিত হয়েছে, সেগুলো শাহী বংশের কারণে অর্জিত হয়েছে। কোন এমন বংশেও তিনি তাশরীফ আনেননি, যারা ধনশালী, যাতে কেউ এ সন্দেহ করতে না পারে যে, ধনৈশ্বর্যের মাধ্যমেই তাঁর এসব পূর্ণতা (কামালাত) হাসিল হয়েছে। এ জ্যোতি, এ খ্যাতি তাঁর এ ধনৈশ্বর্যের কারণেই অর্জিত হয়েছে। অনুরূপ, তিনি এমতাবস্থায় দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছিলেন, যখন তাঁর পিতা ইহধামে ছিলেন না। এর পরপর তাঁর মাতা ও পিতামহ- উভয়ের ছায়াও তাঁরা উপর থেকে উঠে গিয়েছিলো। শুধু তা নয়, তাঁর নুবূয়ত প্রকাশের সময়, তাঁর বংশীয় (নিকটাত্মীয়) লোকদের প্রায় সবাই পরপারে পাড়ি জমান। বেঁচে ছিলো আবূ লাহাব প্রমুখ। তারাতো তাঁর

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
জা-নী দুশমন থে। তো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে উসী নুরকো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে চমকায়া।	প্রাণেরই শত্রু ছিলো। সুতরাং হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরকে যে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলাই চমকিয়েছেন- তাতে সন্দেহ নেই।
'নূর' উসকো কাহ্তে হ্যাঁয়, জো খোদ্ভী চমকে, দোসরে কো ভী চমকায়ে। সূরজ খোদ্ভী চমকতা হ্যায়, আওর দোসরে কো ভী চমকাতা হ্যায়। লেকিন সূরজ বা'য ওয়াক্বত কুছ গরম হোতা হ্যায়, বা'য ওয়াক্বত তেয হোতা হ্যায়, বা'য ওয়াক্বত মুরজায়া হোতা হ্যায়। লে-কীন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী যাতে বা-বারকাত উয়হ্ নূর হ্যায় কেহ্ এহাঁ যাওয়াল নেহীঁ হ্যায়, উয়হ্ হার ওয়াক্বত চমকতা হ্যায়। উয়হ্ হার ওয়াক্বত চমকাতা হ্যায়। তো জো উনকে ক্বরীব হো গায়া, জিস্কী উনকে সাথ কানেকশান হো গায়ী উয়হ্ ভী চমক গায়া। উয়হ্ চমকাতা ভী হ্যায়।	'নূর' তাকেই বলে, যা নিজেও আলোকিত, অপরকেও আলোকিত করে। যেমন, সূর্য নিজেও প্রজ্জ্বলিত এবং অন্যকেও তা আলোকিত করে; কিন্তু সূর্যের আলো কখনো হ্রাস পায়, কখনো খুবই তেজোদ্দীপ্ত হয়, কখনো আবার ফ্যাকাশে হয়ে যায়; কিন্তু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা এমন 'নুর' যে, সেটার কখনো পতন নেই। সেটা সর্বদা আলোকিত, সব সময় চমকায়। (এমনকি) যারা সেটার নিটকস্থ হয়েছে, সেটার সাথে যাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তারাও আলোকময় হয়ে গেছে। তাঁরা অপরকেও আলোকিত করতে পারেন।
সুরজ জাহান কো চমকাতা হ্যায়। লে-কিন আ-প উয়হ নূর হ্যাঁয় কেহ্ আপ বাতেন কো ভী চমকাতে হ্যাঁয়, দিল ও দেমাগ কো চমকাতে হ্যাঁয়, তায্কিয়াহ্ ফরমাতে হ্যাঁয়, জাহের ও বাতেন কো চমকাতে হ্যাঁয়।	সূর্য বাহ্যিক জগতকে আলোকিত করে; কিন্তু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন 'নূর', যা অন্তরকেও আলোকিত করে দেয়। অন্তর এবং মস্তিস্ককেও তিনি চমকিয়ে দিয়ে থাকেন, পবিত্র করেন, যাহের ও বাতেনকে আলোকিত করেন।

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
আওর সূরজ জো হ্যায় উয়হ্ রাত কো নেহী উঠতা হ্যায়। দিন কো জাহের হোতা হ্যায়। লেকিন হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী তরফ সে উওহ্ নূর হ্যাঁয় কেহ্ হার ওয়াক্বত চমকাতা হ্যায়, হার ওয়াক্বত চমকতা হ্যায়। জো আপকা ক্বরীব হোতা হ্যায়, জিস্পর আপকা নুর পড়া হ্যায়, উসকো ভী চমকা দিয়া। ইসলিয়ে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায়, তোমারে পাস আয়া নূর, তোমারে পাস নুর আয়া। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা কী তরফসে নূর বন কর তোমারে পাস আয়া।	আর সূর্য তো রাতে উদিত হয় না। উদিত হয় শুধু দিনের বেলায়। কিন্তু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামরূপী সূর্য আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তরফ থেকে এমন জ্যোতির্ময় যে, তা সর্বদা সবসময় আলোকিত, সবসময় আলো দান করে। যে-ই তাঁর সান্নিধ্যে আসে, যার উপর তাঁর আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়, সেটাকেও আলোময়, আলোকোজ্জ্বল করে দেন। তা এ জন্যই যে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তরফ থেকে 'নূর' হয়েই তিনি তোমাদের নিকট এসেছেন।
আওর 'কিতাবে মুবীন' ওয়াযেহ্ কিতাব তোমারে পাস আয়ী। 'কিতাবে মুবীন' সে মুরাদ এহাঁ 'ক্বোরআনে পাক' হ্যায়। এহাঁ 'নূর' আওর কিতাব এক সাথ লানে কা মাক্বসাদ ইয়ে হ্যায় কেহ্ কিতাব হামীশাহ্ জো পড়ী জাতী হ্যায়, তো রোশনী হী মে পড়ী জাতী হ্যায়। আন্ধেরে মে নেহীঁ পড়ী জাতী হ্যায়। রোশনী হোয়ী তো কিতাব পড়হী জা-সেকেগী। ইস সে মা'লূম হুয়া কেহ্ জিস্কে দিলমে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মুহাব্বত মওজূদ	(অতঃপর আল্লাহ্ এরশাদ করেন,) ''এবং কিতাবে মুবীন বা সুস্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। 'কিতাবে মুবীন' বা সুস্পষ্ট কিতাব দ্বারা এখানে ক্বোরআন পাকই বুঝানো উদ্দেশ্য। এখানে 'নূর' এবং 'কিতাব' একসাথে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এযে, কিতাব যখনই পাঠ করা হোক না কেন, তাতো পড়া যায় আলোর মধ্যে; অন্ধকারে পড়া যায় না। আলো থাকলেই তো কিতাব পাঠ করা যাবে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যার অন্তরে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা বিদ্যমান,

উচ্চারণ

হ্যায় উয়হ্ ইস কিতাব কো সমঝ সেকতা হ্যায়। জিস্‌কে দিলমে ইয়ে নূর না হো, জিস্‌কে দিলমে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মুহাব্বাত না হো, উয়হ্ কিতাব কো নেহীঁ ছমঝ ছেকতা হ্যায়। কিতাব কো সমঝনে কে লিয়ে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মুহাব্বত কী যুরূরত হ্যায়, উনকে ইত্তেবা' কী যুরূরত হ্যায়।

এসী লিয়ে ইয়ে বাত্বেল ফেরকে ধূকে খা রহে হ্যাঁয়, দরবদর ভাগ কে ফের রহে হ্যাঁয়, উয়হ্ হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী শান কো ঘটানে-কী কোশিশ করতে হ্যাঁয়। ইয়ে বেওয়াক্বূফ না-লায়েক্ব নেহী সমঝতে হ্যাঁয়। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায়- **'ওয়ারাফা'না- লাকা যিক্‌রাকা'** ইয়া'নী জিন্‌কী শান কো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বুলন্দ ফরমায়ে, কিস্ কী তাক্বত হ্যায় কেহ্ উসকো কম করে? এসী লিয়ে ইয়ে বাত্বেল ফেরক্বে নেহীঁ সমঝতে হ্যাঁয়, মুঁহসে কলেমাহ্ পড়তে হ্যাঁয়, মগর নেহীঁ সমঝতে হ্যাঁয়।

জো কিতাব কো সমঝ্‌না চাহে উয়হ্ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মুত্তাবে' বন জায়ে। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী

বঙ্গানুবাদ

সে-ই 'ক্বোরআনকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারবে। যার অন্তরে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা থাকে না, সে ক্বোরআন বুঝতে পারে না। ক্বোরআন বুঝার জন্য হুযূরে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে তাঁর অনুসরণের।

এজন্যই এসব বাতিল ফেরক্বা (ভ্রান্ত মতবাদীরা) বিভিন্ন ধরনের ধোঁকা খাচ্ছে, পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদাহানির চেষ্টা চালাচ্ছে। এসব বিবেকহীন, অনুপযুক্ত লোক বুঝতে পারছে না। (আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন) "আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি।" অর্থাৎ যাঁর সম্মানকে আল্লাহ্ পাক বুলন্দ করেন, কার শক্তি আছে সেটাকে কমানোর? এজন্যই এসব ভ্রান্ত মতবাদী লোক বুঝছে না, তারা শুধু মুখে কলেমা উচ্চারণ করে; (কিন্তু কলেমার মর্মার্থ) বুঝছে না।

যে কিতাব (ক্বোরআন মজীদ) বুঝতে চায়, তার উচিত যেন সে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী হয়ে যায়। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু

উচ্চারণ

মুহাব্বত কে লিয়ে দিল মে জাগাহ্ করলে। জবকেহ্ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মুহাববত হাসেল হোগায়ী উস্‌কে বা'দ উয়হ্ ক্বোরআন পাক কো সামঝে গা।

জবতক হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মুহাববত নেহীঁ হো-গী উয়হ্ ক্বোরআন পাক কো নেহী সমঝ্ সেকতা, ইনকে বগায়র কুঈভী সমঝ্ নেহীঁ সেকতা।

'ইয়ুদ্বিল্লু বিহী- কাসীরাওঁ ওয়া ইয়াহদী- বিহী- কাসী-রান।' বহুত সে লোগ ইস ক্বোরআন পাক কে যরী'এ গোমরাহ্ হো জা-তে হ্যাঁয়, বহুত কো হেদায়ত মিল জা-তী হ্যায়। আওর ইস ক্বোরআন কো সামঝনে কেলিয়ে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে 'নূর' কী যুরূরত হ্যায়। জিসকো নূর হোগা, জিস্‌কো মুহাববত হোগী, উয়হ্ ক্বোরআন পাক কো সামঝেগা, আওর জো শাখ্‌স উস্‌সে মাহরূম হোগা উয়হ্ ক্বোরআন পাক নেহীঁ ছামঝ সেকতা।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হামকো আওর আ-পকো হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মুহাববত 'আত্বা ফরমায়ে। আ -মী-ন। ---o---

বঙ্গানুবাদ

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসার জন্য যেন অন্তরে স্থান করে নেয়। যখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা অর্জিত হয়ে যায়, তারপরই সে ক্বোরআন পাক বুঝতে পারবে।

যতক্ষণ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা অন্তরে অর্জিত হবে না, সে ক্বোরআন পাক বুঝতে সক্ষম হবে না। কেউ সেটা ব্যতীত ক্বোরআনকে যথাযথভাবে বুঝতে সমর্থ হবে না।

আল্লাহ্ পাক আরো এরশাদ করেছেন, "তিনি এ ক্বোরআন করীম দ্বারা অনেককে গোমরাহ্ করেন এবং অনেককে হিদায়ত করেন।" অনেকে এ ক্বোরআন করীমের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেকের হেদায়ত অর্জিত হয়েছে। বস্তুতঃ ক্বোরআন করীমকে বুঝার জন্য হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরের প্রয়োজন। যার মধ্যে নূর থাকবে, যার মধ্যে ভালবাসা থাকবে সে-ই প্রকৃতপক্ষে ক্বোরআন করীম বুঝবে। পক্ষান্তরে, যেসব লোক তা থেকে বঞ্চিত হবে, তারা ক্বোরআন পাক বুঝতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ও আপনাদেরকে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকৃত ভালবাসা দান করুন। হে আল্লাহ্ ক্বুবূল করুন।

---o---

নূরানী তাক্বরীর-নয়

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ ○ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○ [سورة المائده : اية ٥٥-٥٦]

উচ্চারণ

আ'উযুবিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-ম, মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজী-ম

বিসমিল্লা-হির রাহ্মানির রাহীম ।

'ইন্নামা- ওয়ালিয়্যুকুমূল্লা-হু ওয়া রাসূ-লুহু' ওয়াল্লাযী-না আ-মানু ল্লাযী-না ইয়ুক্বী-মূনাস্ সালাতা ওয়া ইয়ু'তূ-না-য্ যাকা-তা ওয়াহুম রা-কে'উ-ন । ওয়ামাইঁ ইয়াতাওয়াল্লাল্লা-হা ওয়া রাসূ-লাহূ- ওয়াল্লাযী-না আ-মানূ- ফাইন্না হিয্বাল্লা-হি হুমূল গা-লিবূ-ন । [সূরা মা-ইদাহ্: আয়াত: ৫৫-৫৬]

তরজমা

আমি, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে ।

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় ।

৫৫. এতদ্ব্যতীত নয় যে, তোমাদের একমাত্র বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং ঈমানদারগণ, যারা নামায ক্বায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্রই সামনে বিনত হয় ।

৫৬. আর যারা ভালবাসে আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে এবং তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে (নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর দল); সুতরাং নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী । [সূরা মা-ইদাহ্: আয়াত-৫৫-৫৬, কান্যুল ঈমান]

উচ্চারণ

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায়, **'ইন্নামা-ওয়ালিয়্যুকুমূল্লা-হু ওয়া রাসূ-লুহু'** সেওয়া ইস্কে নেহী হ্যায় কেহ্ তোমারা দোস্ত আল্লাহ্ হ্যায়, আল্লাহ্ তোমারা দোস্ত হ্যায়, ওয়া-লী হ্যায় । আওর আল্লাহ্ কা রসূল তোমারা দোস্ত হ্যাঁয়, ওয়া-লী হ্যাঁয়, **'ওয়াল্লাযী-না আ-মানূ'**- আওর উয়হ্ লোগ্ জো ঈমান লায়ে হ্যাঁয়, **আল্লাযী-না ইয়ুক্বী-মুনাস্ সালাতা ওয়া ইয়ু'তূ-না-য্ যাকা-তা ওয়াহুম রা-কে'উ-ন,** জো নামায ক্বায়েম করতে হ্যাঁয় আওর যাকাত দেতে হ্যাঁয় আওর উয়হ্ রুকূ'ওয়ালে হ্যাঁয় ।**''ওয়ামাইঁ ইয়াতাওয়াল্লাল্লা-হা ওয়া রাসূ-লাহূ ওয়াল্লা-যীনা আ-মানূ-''** আওর জো লোগ মুহাব্বত রাখতে হ্যাঁয়, দোস্তী রাখতে হ্যাঁয় আল্লাহকে সাথ, আওর আল্লাহ্কে রসূল কে সাথ, আওর মু'মিনূঁকে সাথ **''ফাইন্না হিয্বাল্লাহি হুমূল গা-লিবূ-ন ।''** (উয়হ্ লোগ আল্লাহ্ কা গোরোহ্ হ্যাঁয় ।) তাহক্বীক্ব কেহ্, আল্লাহ্ কা গোরোহ্, আল্লাহ্ কী জামা'আত, আল্লাহ্ কা টোলাহ্ গালেব হ্যাঁয়, ফাতেহ্ হ্যাঁয়, এহী গালেব হ্যাঁয় । এহী টোলাহ্, জিন্কী আল্লাহ্ ও আল্লাহ কে রসূলকে সাথ আওর মু'মিনূঁকে সাথ দোস্তী ও মুহাব্বত হো, আওর নামাযেঁ কায়েম করেঁ, আওর যাকাত দেঁ আওর রুকু' করেঁ আওর আল্লাহ্ ও আল্লাহ্কে রসূল কে সাথ আওর মু'মিনোঁকে সাথ, মুসলমানূঁ কে সাথ দোস্তী ও মুহাব্বত হো, তো এহী লোগ গালেব হ্যাঁয় ।

বঙ্গানুবাদ

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, এতদ্ব্যতীত নয় যে, (নিশ্চয়) তোমাদের বন্ধু হলেন– আল্লাহ্, আল্লাহ্ তোমাদের বন্ধু, তোমাদের অভিভাবক (সাহায্যকারী) এবং আল্লাহ্র রসূল তোমাদের বন্ধু, তোমাদের অভিভাবক, সাহায্যকারী আর ওইসব লোকও, যারা ঈমান এনেছে, নামায ক্বায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং তারা রুকূ'কারী; আর যেসব লোক মুহাব্বত রাখে, বন্ধুত্ব রাখে আল্লাহর সাথে, আল্লাহর রসূলের সাথে, মু'মিনদের সাথে, (নিশ্চয় তারা আল্লাহর দল বা জনগোষ্ঠী । নিশ্চয় আল্লাহর দল, আল্লাহর জমা'আত, আল্লাহর জনগোষ্ঠী বিজয়ী, এরাই প্রাধান্য অর্জনকারী ।

এ মানবগোষ্ঠী, এ দল, যাদের অন্তরে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসূল এবং মু'মিনদের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত প্রদান করে এবং রুকূ' করে, যাদের অন্তরে আল্লাহ্, আল্লাহর রসূল এবং মু'মিনদের সাথে, মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকে, তারাই বিজয়ী ।

উচ্চারণ

ইস্ আয়াত কী শানে নুযূল আয়সী হ্যায় কেহ্, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বনী ইস্রাঈলকে বহুত বড়ে আলেম থে। আব হো-গায়ে মুসলমান। একদিন উনহূঁ-নে বারেগাহে রেসালত মে আরয কিয়া কেহ্ এয়া রাসূলাল্লাহ্, বনী ক্বোরাইযাহ্ আওর বনী নযীর দো কবীলে হ্যাঁয় কেহ্ উনহূঁনে হাম সে বয়কট করলিয়ে হ্যাঁয় তামাম চীযোঁ মে। ইস্পর ইয়ে আয়াতে করীমাহ্ নাযিল হুয়ী-**"ইন্নামা ওয়ালিয়্যুকুমূল্লা-হু ওয়া রাসূ-লুহু..."** (আল-আয়াত)।

জব ইয়ে আয়াতে মোবারাকাহ্ নাযিল হুয়ী তব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম কো তাসাল্লী হোগায়ী। ইনেঁ বাতায়া গায়া কেহ্, আগর ইয়াহুদিয়ূঁ-নে আব সে বয়কট করলিয়া হ্যায়, তো তোমারা কেয়া নোক্বসান হ্যায়? তোমারে সাথ দোস্তী ও মুহাব্বত রাখনে ওয়ালে তো আল্লাহ্ হ্যায়, আল্লাহ্কে রাসূল হ্যাঁয়, মু'নিনীন হ্যাঁয়, মুসলমান হ্যাঁয়। আগর ইয়ে লোগ তোম সে বয়কট করগায়ে হ্যাঁয় তো মুসলমান জো রুকু' করনে ওয়ালে হ্যাঁয়, জো সাজদাহ্ করনে ওয়ালে হ্যাঁয়, জো

বঙ্গানুবাদ

এ আয়াতের **শানে নুযূল** হচ্ছে- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইহুদীদের বড় আলিম ছিলেন। এখন মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি একদিন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে আরয করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! বনী ক্বোরাইযা এবং বনী নযীর- দু'টি গোত্র আমাকে সব বিষয়ে বয়কট করে বসেছে। (সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে।) এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে- এতদ্ব্যতীত নয় যে, (নিশ্চয়) তোমাদের বন্ধু হলেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল... আল-আয়াত।

যখন এ বরকতময় আয়াত নাযিল হলো, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম-এর মনে শান্ত্বনা এলো। তাঁদের উদ্দেশে বলা হলো যে, এখন থেকে যদি ইহুদী সম্প্রদায় তোমাদেরকে বয়কট করে নেয়, তবে তোমাদের ক্ষতি কি? তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপনকারী তো রয়েছেন আল্লাহ্, আল্লাহর রসূল ও মু'মিন-মুসলমানগণ। যদিও ওইসব লোক (ইহুদীরা) তোমাদেরকে বয়কট করেছে, তবুও মুসলমানগণ,

উচ্চারণ

নামাযেঁ ক্বায়েম করতে হ্যাঁয় উয়হ্ লোগ তো তোমারে দোস্ত হো গায়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নে কাহা, "এয়া রাসূলাল্লাহ্! মাইঁ রাযী হোঁ আল্লাহকে রব হোনে পর, আওর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)কে রসূল হোনে পর মাইঁ রাযী হোঁ।"

ইস্ আয়াত কী শানে নুযূল তো আয়সী হ্যায়। লেকিন আয়াতে মুবারাকাহ্ কা মাফহুম আওর ভী আ-জাতা হ্যায়। ইস্ সে মা'লূম হুয়া কেহ্ আল্লাহকে সাথ আল্লাহকে রসূলকে সাথ আওর মু'মিনূঁকে সাথ জো লোগ মুহাব্বত করতে হ্যাঁয়, নামাযেঁ কায়েম করতে হ্যাঁয়, আওর যাকাত দেতে হ্যাঁয়, আওর রুকু' ওয়ালে হ্যাঁয়, এহী লোগ গালবাহ্ ওয়ালে হ্যাঁয়, এহী লোগ কামিয়াব হ্যাঁয়, এহী লোগ গালেব হ্যাঁয়-তামাম জাঁহান পর, তামাম জাহান পর এহী লোগ গালেব হ্যাঁয়।

চোঁকেহ্ ইয়ে আল্লাহ্ ওয়ালে হোগায়ে হ্যাঁয়, কেহ্ উনকী মুহাব্বত হ্যায় আল্লাহ্কে সাথ, আল্লাহকে রসূলকে সাথ, আওর মু'মিনূঁকে সাথ, তো আল্লাহ্, আল্লাহকে রসূল আওর মু'মিনীন উনকে মদদগার হো গায়ে। আওর এহী টোলাহ্ গালেব হ্যায়। কেউঁকেহ্ আল্লাহ্

বঙ্গানুবাদ

যারা রুকু'কারী, যারা সাজদাকারী, যারা নামায প্রতিষ্ঠাকারী, তারাতো তোমাদের বন্ধু হয়ে গেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন বললেন, "হে আল্লাহ্র রসূল, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি আল্লাহ্ প্রতিপালক হবার উপর এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আল্লাহ্র রসূল হবার উপর আমি রাজি হয়েছি।"

এ আয়াতের **শানে নুযূল** তো এমনিই। তবে এর তাৎপর্য অন্যরূপও এসে যায়। এ থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্র সাথে, আল্লাহর রসূলের সাথে এবং মু'মিনদের সাথে যাদের বন্ধুত্ব রয়েছে, ওইসব লোক, যারা নামাযসমূহ কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, রুকু' করে ওইসব লোকই বিজয় অর্জনকারী। ওইসব লোক কামিয়াব। ওইসব লোক বিজয়ী-সমগ্র জাহানের উপর, সমগ্র জাহানের উপর এরা বিজয়ী।

যেহেতু এসব লোক আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে গেছেন, তাঁদের মুহাব্বত রয়েছে আল্লাহ্র সাথে, আল্লাহ্র রসূলের সাথে এবং মু'মিনদের সাথে, সেহেতু আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসূল এবং মু'মিনগণ তাঁদের সাহায্যকারী হয়েছেন। এ দলই বিজয়ী। কেননা, আল্লাহ্ তাবারাকা

উচ্চারণ

তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী এমদাদ উনকো হাসেল হো গায়ী হ্যায়, আল্লাহকে রসূল কী এমদাদ হাসেল হো গায়ী হ্যায় উনকো।

তো এহী লোগ গালেব হ্যাঁয়, উনকা মোক্বাবালাহ্ কূয়ী নেহীঁ কর সেকতা। এহী লোগ হ্যাঁয়, জো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কে মুল্ক মে, আল্লাহ্ তাআলা কী তরফ সে, আল্লাহকে হুকুম সে রাজ করতে হ্যাঁয়। আওর উন্‌কী বাদশাহী হ্যায় বার্‌র ও বাহ্‌র পর, উনকী বাদশাহী হ্যায় শাজার ও হাজর পর। আওর উনকী বাত মানী জা-তী হ্যায়, উয়হ্ জো কাহ্‌তে হ্যাঁয় মানী জা-তী হ্যায়। ক্বোরআন পাক আওর হাদীসে পাক সে সাবেত হ্যায় কেহ্ উনকী বাত মানী জাতী হ্যায়।

ইয়ে নেহীঁ কেহ্ ইয়ে লোগ 'আল্লাহ্' হো গায়ে। ইস্‌সে আল্লাহ্ নেহীঁ হুয়ে, বলকেহ্ উয়হ্ আল্লাহকে গোরোহ্ হো গায়ে। আল্লাহকে টোলে হো-গায়ে, আল্লাহ্‌কে গো-রাহ্ মে শামিল হোঁ গায়ে। আল্লাহকে গোরাহ্ মে শামিল হো জানে সে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে উনকো ইয়ে মক্বাম দিয়া। ইয়ে জো কাহ্‌তে হ্যাঁয় ওয়হ্ মানী জাতী হ্যায়। হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে পাস মিসর কে গভর্ণর (হযরত 'আমর ইব্‌নুল 'আস) নে খত্ব লেখ্‌খা কেহ্ 'এহাঁ কে দরিয়ায়ে নীল মে তুগিয়ানী আতী হ্যায়।

বঙ্গানুবাদ

ওয়া তা'আলার সাহায্য তাঁদের অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র রসূলের সাহায্য তাদের হাসিল হয়ে গেছে। তাদের কাজেই এসব লোক এমন বিজয়ী যে, তাদের সাথে কেউ মুকাবেলা করে জয়ী হতে পারে না। এসব লোক, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কর্তৃত্বের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে রাজত্ব করছেন এবং তাঁদের বাদশাহী রয়েছে স্থল ও জলের উপর, তাঁদের বাদশাহী রয়েছে বৃক্ষ ও পাথরের উপর এবং তাঁদের কথা মান্য করা হয়, তাঁরা যা বলেন তা মান্য করা হয়। ক্বোরআন পাক এবং হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের কথা মান্য করা হয়।

এটা নয় যে, তাঁরা আল্লাহ্ হয়ে গেছেন। এ থেকে তাঁরা আল্লাহ হননি; বরং তাঁরা আল্লাহ্‌র দল হয়ে গেছেন, আল্লাহ্‌র জমা'আত হয়ে গেছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র দলে শামিল হয়ে যাবার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে এ মর্যাদা দিয়েছেন যে, তাঁরা যা বলেন, তার আনুগত্য করা হয়। হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট মিশরের গভর্ণর চিঠি লিখেছেন, 'এখানে নীল নদ অবাধ্য হয়ে গেছে। (পানি অনেক নিচে নেমে গেছে।)

উচ্চারণ

এহাঁ কা দস্তর হ্যায় কেহ্ উয়হ্ এক লড়কী কো সাজা কর ইস মে গেরা দেতে হ্যাঁয়। ইসকে মুতাআল্লেক্ব আপ কেয়া ফরমাতে হ্যাঁয়?' হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নে এক রোক্ব'আহ্ লেখ্‌খা দরিয়া কো, এক রোক্ব'আহ্ লেখ্‌খা দরিয়া কে নাম পর, হযরত ওমর ফারূক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নে খত্ব মে লেখ্‌খা কেহ, "আয় দরিয়া! তূ সরকশী মত করনা।" পস ইস দরিয়ায়ে নীলমে আজ তক্ সরকশী নেহীঁ আয়ী। ইসমে বগাওয়াত নেহীঁ আয়ী। কেহ্ তামাম সীজেঁ উনকী বাত মানতী হ্যাঁয়। দরিয়ানে ভী মান লিয়া।

মাক্বসাদ ইয়ে হ্যায় কেহ্ উন্‌কী বাত হার চীজ মান্‌তী হ্যায়। বাহ্‌র ও বার, শাজার ও হাজর উন্‌কী বাতেঁ মানতে হ্যাঁয়। কেঁউকেহ্ ইয়ে আল্লাহ্ ওয়ালে হো গায়ে, ইয়ে আল্লাহকে গোরোহ্ মে শামেল হো গায়ে হ্যাঁয়। জো লোগ আল্লাহ্ কে গোরোহ্ মে শামিল হোগায়ে তো উনকো কেসী ক্বিস্‌ম কী তাক্‌লীফ নেহীঁ, কুয়ী পরীশানী নেহী। উয়হ্ কামীয়াব হ্যাঁয়। আল্লাহকে গোরোহ্ কে মুতা'আল্লেক্ব আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাতা হ্যায়- **'আলা--- ইন্না হিয্‌বাল্লা-হি হুমুল গা-লিবূ-ন।** আ-গাহ্ হো, বে-শক্ আল্লাহ্ কা গোরোহ গালেব হ্যাঁয়। ইয়ে গোরোহ্ গালেব হ্যাঁয়।

বঙ্গানুবাদ

এখানকার জনসাধারণের নিয়ম হচ্ছে যে, তারা এমতাবস্থায় একটা মেয়েকে সুসজ্জিত করে সেটার মধ্যে ফেলে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?' হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটা চিঠি লিখলেন দরিয়াকে, চিঠিটি লিখেছেন নীল নদের নামে। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'হে দরিয়া, তুমি বিদ্রোহী হয়ো না, সঠিক পরিমাণে পানি প্রবাহিত করো।' অতঃপর এ নীল নদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন ব্যতিক্রম আসেনি। কারণ, সমস্ত জিনিষই তাঁদের কথা মান্য করে। নীল নদও মেনে নিয়েছে।

এর মর্মার্থ এযে, তাঁদের কথা মান্য করা হয়। তাঁদের কথা প্রত্যেক কিছু মান্য করে। কেননা, তাঁরা আল্লাহ্ ওয়ালা হয়ে গেছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র দলে শামিল হয়ে গেছেন। যাঁরা আল্লাহ্‌র দলে শামিল হয়ে গেছেন তাদের কোন কষ্ট নেই, কোন পেরেশানী নেই। তাঁরা কৃতকার্য। আল্লাহর দল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, "শুনো! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দল বিজয়ী।"

উচ্চারণ

ইসকী তাফসীর মে আরয করতা হোঁ কেহ্ ইয়ে জো মুল্ক কা হাকেম হোতা হ্যায়, কমিশনার হোতা হ্যায়, উয়হ্ভী ইসমে দস্তরস করতে হ্যাঁয়। লেকীন ইস, দস্তরস সে উয়হ্ বাদশাহ্ নেহীঁ হোতে হ্যাঁয়। বলকেহ্ বাদশাহ্ কে টোলে মে দাখেল হো জাতে হ্যাঁয়, বাদশাহ্ কে গোরোহ্ মে দাখেল হো জাতে হ্যাঁয়। উয়হ্ হাকেম গালেব হোতে হ্যাঁয়। ইসী ত্বরাহ্ জো আল্লাহ্ ওয়ালে হো গায়ে, আল্লাহ্ কে গোরোহ্ মে শামিল হোগায়ে, উন্ লোগোঁকে সাথ কুঈ মুক্বাবালাহ্ নেহীঁ কর সেক্তা হ্যায়। উয়হ্ হার জাগাহ্ পর গালেব হ্যাঁয়। কেউঁকেহ্ ইয়ে ইনসান আল্লাহ্ ওয়ালে হো গায়ে। জিন্কী মোহাব্বত হো আল্লাহকে সাথ, আল্লাহ্কে রাসূল কে সাথ, আওর মু'মিনূঁকে সাথ, উনকী ইয়েহ্ মোহাব্বত হো, উনকী ইয়েহ্ দোস্তী হো, তো উয়হ্ শিকাস্ত নেহীঁ খা সেকতে। উয়হ্ নাক্বেস নেহীঁ উয়হ্ হার ময়দান মে কামিয়াব হ্যাঁয়।

তো মা'লুম হুয়া কেহ্, জো লোগ কাহতে হ্যাঁয় কেহ্ আল্লাহ্কে সেওয়া কূঈ (কেসী ত্বরাহ্) এমদাদ নেহীঁ কর সেকতা, আল্লাহ্ কে রসূল ভী এমদাদ নেহীঁ কর সেকতে, আউলিয়া-আল্লাহ্ এমদাদ নেহীঁ কর সেকতে উয়হ্ ক্বোরআন পাক কী ইস্ আয়াত কে মুনকের হ্যাঁয়। উয়হ্ নেহীঁ জানতে হ্যাঁয় কেহ্,

বঙ্গানুবাদ

এর ব্যাখ্যায় আরয করছি যে, এরা যারা রাজ্যের হাকিম (বিচারক) হন, কমিশনার হন, তাঁরাও তাতে নিজেদের ক্ষমতা চালান; কিন্তু এতে তো তারা বাদশাহ্ হয়ে যান না; বরং বাদশাহর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তাঁরা তো বিচারক, প্রশাসক হয়ে বিজয়ী হন। অনুরূপ, যাঁরা আল্লাহ্ওয়ালা হন, আল্লাহর দলে শামিল হন, সে সব লোকের সাথে কেউ মোকাবেলা করে জয়ী হতে পারে না, তাঁরাই প্রত্যেক জায়গায় বিজয়ী থাকেন।

কেননা, এসব ইনসান আল্লাহ্ ওয়ালা হয়ে গেছেন। যাঁদের মুহাব্বত রয়েছে আল্লাহর সাথে, আল্লাহর রসূলের সাথে এবং মু'মিনদের সাথে, তাঁদের সাথে কারো ভালবাসা ও দোস্তী হলে তাঁর পরাজয় নেই। তাঁরা অসম্পূর্ণ নন; প্রতিটি ময়দানে কৃতকার্য।

কাজেই, বুঝা গেল যে, যেসব লোক বলে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ সাহায্য করতেই পারে না, আল্লাহ্র ওলীগণ সাহায্য করতে পারেন না, তারা ক্বোরআন পাকের এ আয়াতকে অস্বীকার করে। তারা জানে না যে, ক্বোরআন পাক এরশাদ করছে,

উচ্চারণ

ক্বোরআন পাক ফরমাতা হ্যায়– তোমারে দোস্ত, মদদগার আল্লাহ্ আওর উস্কে রসূল হ্যাঁয়। আওর মু'মিনীন তোমারে মদদগার হ্যাঁয়। ইসপর দোসরী জাগাহ্ এরশাদ হো-তা হ্যায়, **''ওয়ামা- লাকুম মিন দূ-নিল্লা-হি মিওঁ ওয়ালিয়্যিন ওয়ালা- নাসী-র।''** তোমারে লিয়ে আল্লাহ্ কে সেওয়া কূয়ী মদদগার নেহীঁ, আওর এহাঁ পর ফরমায়া জাতা হ্যায় **''ইন্নামা-ওয়ালিয়্যুকুলুমুল্লা-হু ওয়া রাসূ-লুহু ওয়াল্লাযী-না আ-মানুল্লাযীনা ইয়ূক্বী-মূ-নাস্ সালা-তা ওয়া ইউ'তূ-নায্ যাকা-তা ওয়াহুম রাকে'উঁ-ন।''** ইয়া'নী তোমারা দোস্ত, তোমারা মদদ্গার আল্লাহ্ হ্যায়, আল্লাহ্ কে রসূল হ্যাঁয়, আউর মু'মিনীন হ্যাঁয়। আওর আয়সা ভী এরশাদ হোতা হ্যায় কেহ্, **ওয়ামা-লাকুম মিন্ দূ-নিল্লা-হি মিন্ ওয়ালিয়্যিন ওয়ালা- নাসী-র।**

আল্লাহ্কে সেওয়া তোমারা কূঈ দোস্ত নেহীঁ, কূঈ মদদগার নেহীঁ।

ইয়ে বাত্বেল ফেরক্বে, মুসলমানোঁ কো গোমরাহ্ করতে হ্যাঁয়। আওর কাহ্তে হ্যাঁয় এহী ক্বোরআন মজীদ কী আয়াত হ্যায়-**ওয়ামা লাকুম মিনদূ-নিল্লা-হি মিওঁ ওয়ালিয়্যিন ওয়ালা- নাসী-র।**

তো মুসলমান হয়রান হো জাতে হ্যাঁয়, ইয়ে কেয়া হ্যায়? (ইস্ কা

বঙ্গানুবাদ

তোমাদের বন্ধু, তোমাদের সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণ।

প্রসঙ্গতঃ অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 'আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই।' আর এখানে এরশাদ হচ্ছে, 'তোমাদের দোস্ত, তোমাদের মদদ্গার হন আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসূল ও মু'মিনগণ, যারা নামায ক্বায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং তারা রুকূ'কারী। অর্থাৎ তোমাদের বন্ধু হলেন- আল্লাহ্, আল্লাহর রসূল এবং মু'মিনগণ। আর এমনও এরশাদ হচ্ছে যে, এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত না আছে কোন বন্ধু, না আছে মদদগার।

বাতিল ফিরক্বার লোকেরা মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট বলে। আর ক্বোরআন মজীদ বলে বেড়ায়, এটা আয়াত। এতে এরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন বন্ধুও নেই, তোমাদেরকে কেউ সাহায্যও করতে পারে না।'

তখন মুসলমানগণ হতভম্ব হয়ে যায় আর বলে এ কি? (পরস্পর বিরোধী

উচ্চারণ

জাওয়াব ইয়ে হ্যায় কেহ্,) এহাঁ পর **'ওয়ামা- লাকুম মিনদূ-নিল্লা-হি মিওঁ ওয়ালিয়্যিওঁ ওয়ালা- নাসী-র'** কী মুরাদ ইয়ে হ্যায় কেহ্ আল্লাহ কে মুক্বাবালাহ্ মে কূঈ শখস কেসী কো এমদাদ নেহীঁ কর সেকতা হ্যায়। ইয়া'নী আল্লাহ্ আগর কেসী কো সাযা দে-না চাহে তো কেসী কী তাক্বত নেহীঁ কেহ্ সাযা কো টাল সেকে। আল্লাহ্ চাহে কেহ্ কেসী কো নাহ্ দে, তো কেসী কো তাক্বত নেহীঁ কেহ্ উসকো দে। **'মিন্ দূ-নিল্লাহ্'** সে মুরাদ আল্লাহ্ কে মুক্বাবালাহ্ মে আকর কেসী কো কুছ দে-না, কেসী কো এমদাদ করনা। ইয়ে নেহীঁ হো সেকতা কেহ্ আল্লাহ্ কে মোক্বাবালাহ্ মে আ-কর কূয়ী কেসী কী মদদ কর সেকে।

হাম জব ইস্ দুনিয়া সে চলে জাতে হ্যাঁয়, পীছে মুসলমান ঈসালে সাওয়াব করতে হ্যাঁয়। ক্বোরআন পাক পড়তে হ্যাঁয়। হামকো সাওয়াব ঈসাল করতে হ্যাঁয়। আওর আউলিয়া কেরাম জো মাযারাত মে হোতে হ্যাঁয় উয়হ্ তো মাখলূক্ব কী খেদমত করতে হ্যাঁয়। উয়হ্ মাখলূক্ব কী ইমদাদ করতে হ্যাঁয়। উন্কী জিস্মানী তা'আল্লুক্ব তো খতম হো জাতা হ্যায়, লেকিন

বঙ্গানুবাদ

আয়াত!) এর জবাব হচ্ছে- বস্তুতঃ এ আয়াতে উল্লেখিত 'মিন দূ-নিল্লাহি'-এর মর্মার্থ হচ্ছে আল্লাহর মোকাবেলায় এসে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি কাউকে সাজা দিতে চান, তবে কারো শক্তি নেই যে, সে সাজা দূরীভূত করবে। আর যদি আল্লাহ্ কাউকে কিছু দান না করতে চান, তবে কেউ তাকে তা দিতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ্র মোকাবেলায় এসে কাউকে কিছু প্রদান করা- এটা হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- আমার মোকাবেলায় এসে কাউকে সাহায্য করতে পারে না। আয়াতের মর্মার্থ এর বিপরীত নয়। মর্মার্থ হচ্ছে- আল্লাহর মোকাবেলায় এসে কেউ কারো সাহায্য করতে পারে না।

আমরা যখন এ পৃথিবী থেকে পরলোকে চলে যাই, তখন মুসলমানগণ ঈসালে সাওয়াব করে থাকেন। ক্বোরআন ইত্যাদি পড়ে মরহুমদের রূহে সাওয়াব পৌঁছান। (এতে মুসলমানগণ উপকৃত হন)। আর আউলিয়া কেরাম, যাঁরা মাযারসমূহে রয়েছেন, তাঁরা সেখান থেকে আল্লাহর সৃষ্টির উপকারও করেন, তাঁরা সৃষ্টির সাহায্য করেন তাঁদের শারীরিক সম্পর্ক তো ছিন্ন

উচ্চারণ

রূহানী তা'আল্লুক্ব ক্বেয়ামত তক জারী রহেগা, রূহানী তাক্বত, আওর রূহানী এমদাদ জো হ্যায় উস্কী ফানা নেহী। উয়হ্ বাক্বী হ্যায়।

ইস্ লিয়ে উন্ (বাত্বেল ফেরক্বোঁ কে) লোগোঁ কে বারে হুশিয়ার রহেঁ। উয়হ্ ক্বোরআন করীম সে ইস্ ক্বিস্ম কী আয়াতেঁ পেশ করতে হ্যায় কেহ্ লোগ উন কে চক্কর মে আ-জায়ে। ইস্লিয়ে মুনাসিব হ্যায় কেহ্ কুঈ ভাই ইস্ ক্বিস্ম কী বাতীঁ সুনে তো ফাউরান আপনে ওলামা কে পাস পহঁছ জায়ে। আওর পুছিয়ে কেহ্ ক্বোরআন করীম কী আয়াত তো এয়সী ফরমাতী হ্যায়, উস্কী সহীহ্ মুরাদ কেয়া হ্যায়? ইয়ে আপকো আচ্ছি ত্বরাহ্ সমঝা দে-ঙ্গে। নেহীঁ তো উন্ লোগোঁ কী পাট্টি মে আ-কর আয়সা নাহো কেহ্ আপনে আপকো খারাব কর দিয়া জায়ে, বরবাদ কিয়া জায়ে।

ক্বোরআন পাক কে সহীহ্ মা'না নিকালনা আওর সমঝনা, ইয়ে আসান চীয্ তো নেহীঁ হ্যায়। বহুত মুশকিল কাম হ্যায়। এক শখ্স এক বড়ে আলেম আওর ইমামকে পাস আয়া আওর কাহা কেহ্ 'মাইঁ আ-পকে সামনে ক্বোরআন করীম

বঙ্গানুবাদ

হয়ে যায়, কিন্তু রূহানী সম্পর্ক খতম হয় না। সেটা ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকে। সেটার ধবংস নেই। সেটা স্থায়ী।

সুতরাং ওইসব বাতিল ফিরক্বার বিভ্রান্তির ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। তারা ক্বোরআন করীমের এ ধরনের আয়াতসমূহ এমনভাবে জনসমক্ষে উপস্থাপন করে থাকে, যাতে সরলপ্রাণ মুসলমানগণ তাদের চক্করে এসে যায়। এ জন্য উচিৎ হচ্ছে যদি এ ধরনের কোন বিভ্রান্তিমূলক কথা শুনেন, তবে তৎক্ষণাৎ নিজেদের (হক্কানী সুন্নী) আলেমদের নিকট চলে যাওয়া এবং তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া– ক্বোরআন তো এমন বলেছে, এর সহীহ্ অর্থ কী? তখন তাঁরা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবেন। নতুবা এ সব লোকের খপ্পরে (চক্রান্তে) পড়ে নিজেদের পরিণাম বরবাদ করার সম্ভাবনা খুব বেশী।

ক্বোরআন পাক থেকে অর্থ বের করে এবং তা বুঝা এত সহজ কাজ নয়, অতি মুশকিল কাজ। একদা এক ব্যক্তি এক বড় আলেম ও ইমামের নিকট এসে বললো, ''আপনার অনুমতি পেলে আমি আপনার সামনে ক্বোরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত

উচ্চারণ

পড়োঙ্গা। আওর এক আয়াত পড়োঙ্গা। উসকা তরজমা করোঙ্গা আওর তাফসীর করোঙ্গা। কেয়া মেরে লিয়ে ইজাযত হ্যায়? তো আ-পনে ফরমায়া, "নেহীঁ, তুঝে এজাযত নেহী হ্যায়।" তো উসনে কাহা, "মাইঁ এক হাদীস পড়োঙ্গা আওর উসকে মা'না কহোঙ্গা।" তো উনহোঁনে ফরমায়া, "নেহী। তুঝে হাদীস পড়নে কী এজাযত নেহীঁ।" তো লোগোঁ নে পূছা কেহ্ কেয়া বা-ত হ্যায়? আগর ইয়ে গলথ কাহ্ দে তো আপ সুধার দেঁ, আওর উসকা এস্লাহ্ ফরমা দেঁ। তো কেউঁ আ-পনে মানা' ফরমায়া?"

আ-পনে ফরমায়া কেহ্, বাত ইয়ে হ্যায় কেহ্, ইয়ে বদ আক্বীদাহ্ হ্যায়। উসকী সুননে সে আগর মেরে ঈমান মে যাররাহ্ ভর ফরক্ব আ জায়ে তো মাঁই বরবাদ হো জা-ওঙ্গা, মাইঁ গরক্ব হো জাওঙ্গা। মুঝে কেয়া যুরূরত হ্যায়? ইস্ বদ আক্বীদে সে ক্বোরআন সুননে কী, মুঝে কেয়া যুরূরত হ্যাঁয় ইস্ বদ-আক্বীদে সে হাদীস সুননে কী? মুঝে কুঈ যুরূরত নেহী। ইয়ে ঠিক হ্যায় কেহ্ বদ আক্বীদূঁ সে আলগ আলগ রহো, আওর আচ্ছে লোগো

বঙ্গানুবাদ

করবো, এর একটা আয়াত পড়বো, তারপর সেটার তরজমা (অর্থ) বলবো এবং তফসীর (ব্যাখ্যা) করবো।'' তিনি (আলিম) বললেন, ''না তোমার জন্য এর অনুমতি নেই।'' অতঃপর সে বললো, ''তাহলে আমি একটা হাদীস শরীফ পাঠ করবো এবং সেটার অর্থ বলবো।'' তখন তিনি (আলিম) বললেন, ''না তোমার জন্য অনুমতি নেই।'' অতঃপর উপস্থিত লোকেরা বললো, ''হুযূর, যদি লোকটা ভুল বলতো তবে আপনি শুদ্ধ করে দিতেন। তাকে তো তখন বুঝাতে পারতেন। তা না করে একেবারে অনুমতিই দিলেন না। এর কারণ কি?'

তদুত্তরে তিনি বললেন, কথা হচ্ছে- 'লোকটা বদ-আক্বিদা (ভ্রান্ত আক্বিদার অনুসারী)। তার নিকট থেকে কিছু শুনে যদি আমার ঈমানে অনু পরিমাণও পার্থক্য আসে, তবে আমি তো বরবাদ হয়ে যাবো। আমি তো ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে যাবো। কাজেই, তার থেকে ক্বোরআনের আয়াত শ্রবণ করার কি প্রয়োজন? এ বদ আক্বীদার নিকট থেকে হাদীস শুনার প্রয়োজনই বা কি? আমার কোন প্রয়োজন নেই।' এটাই সঠিক পন্থা যে, বদ-আকীদা

উচ্চারণ

কে সাথ হো জাও। কেহ্ আল্লাহ্, উসকে রসূল আওর ম'ুমেনীন তো আচ্ছে লোগোঁ কে দোস্ত হ্যাঁয়। আল্লাহ্ তা'আলা নে এরশাদ ফরমায়া, **ইন্নামা-ওয়ালিয়্যুকুমূল্লা-হু ওয়া রসূ-লুহু ওয়াল্লাযীনা আ-মানুল্লাযীনা ইয়ূক্বী-মূ-নাস্ সালা-তা ওয়া ইউ'তূ-নায্ যাকা-তা ওয়া হুম রাকে'উ-ন। ওয়া মাইঁ ইয়াতাওয়াল্লাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহু ওয়াল্লাযী-না আ-মানূ- ফাইন্না হিয্বাল্লা-হি হুমূল গা-লিবূ-ন।**
জুয্ ঈঁ নীস্ত কেহ্, তোমারা দোস্ত হ্যায় আল্লাহ্, উসকে রসূল আওর উয়হ্ লোগ, জো ঈমা-ন লায়ে, আওর নামায ক্বায়েম করেঁ, আওর যাকাত দেঁ, আওর রুকূ' করনে ওয়ালে হাঁয়। আওর জো দোস্ত রাখ্খে আল্লাহ কো, আওর উসকে রসূল কো আওর উন লোগোঁ কো জিনহোঁ-নে ঈমা-ন লা-য়া। পস্ বে-শক আল্লাহ্ কে গোরোহ্ হী গালেব হ্যাঁয়।
আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হামকো আওর আ-প লোগোঁ কো হামীশাহ্ গালেব রাখ্খে। আ-মী-ন।

---o---

বঙ্গানুবাদ

লোকদের থেকে দূরে সরে থাকো এবং সৎ লোকদের সঙ্গ অবলম্বন করো। সুতরাং তোমরাও তাঁদের সঙ্গী হয়ে যাও। (কারণ আল্লাহ্ তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণ তো সৎ লোকদেরই বন্ধু।) আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, ''নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধু, তোমাদের সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনগণ। আর যারা আল্লাহকে, আল্লাহ্র রসূলকে ভালবাসে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং রুকু'কারী, তারাই আল্লাহ্র দল। আর আল্লাহ্র দলই বিজয়ী। তারাই আল্লাহ্র জমা'আত তাঁরা সর্বত্র বিজয়ী থাকবেন।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ও আপনাদেরকে বিজয়ী রাখুন। আ-মী-ন।

---o---

নূরানী তাক্বরীর-দশ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ج

[سورة الانفال : اٰية ١٧]

উচ্চারণ

আ'উযুবিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-ম, মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজী-ম

বিসমিল্লা-হির রাহ্মানির রাহীম।

ওয়ামা- রামায়তা ইয্ রামায়তা ওয়ালা-কিন্নাল্লা-হা রামা-;

[সূরা আন্ফাল: আয়াত-১৭]

তরজমা

আমি, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

(হে আমার হাবীব!) আপনি যে মাটি কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন, তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন।

[সূরা আন্ফাল: আয়াত-১৭: কানযুল ঈমান]

উচ্চারণ

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায়, **ওয়ামা-রামায়তা ইয্ রামায়তা ওয়ালা-কিন্নাল্লা-হা রামা-** আয় মেরে হাবী-ব! আ-পনে জো মাট্টী কুফ্ফার কী তরফ ফেঁকী থী, উয়হ্ আ-পনে নেহীঁ ফেঁকী থী, আল্লাহ্নে ফেঁকী থী।

ইয়েহ্ আয়াতে মুবারাকাহ্ জঙ্গে বদর কে সাথ তা'আল্লুক্ব রাখতী হ্যায়। জব ক্বোরাঈশে মক্কা বহুত সায ও সামান লে-কর মদী-নায়ে তায়্যেবাহ্ পর হামলা করনে আয়ে, তব্ বহুত ধুম ধাম সে কাহনে লাগে, হাম গুলশানে ইসলামকো খতম করনে, শম'ই হিদায়তকো খত্ম করনে আয়ে। বদরকে মক্বাম পর আমনা-সামনা হুয়ে। রাত ভর সাহাবা-ই কেরাম আল্লাহ্ কে যিক্র মে মশ্গুল থে। আওর কুফ্ফার ফিসক্ব ও ফুজূর, গানে, নাগমে আওর শরাবনূশী ওয়াগায়রাহ্ মে মাশ্গুল থে। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নে সাজদে মে গায়ে আওর এত্নে রোয়ে কেহ্ আ-প কে সাজদে কী জো যমীন থী, উয়হ্ আঁ-সূ সে তর হো গায়ী।

বঙ্গানুবাদ

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান, **'ওয়ামা- রামায়তা ইয্ রামায়তা ওয়ালা- কিন্নাল্লা-হা রামা'** হে আমার হাবীব! আপনি যে মাটি কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন, তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।

এ পবিত্র আয়াত বদরের যুদ্ধের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট। যখন মক্কার ক্বোরাঈশরা যুদ্ধের অনেক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারার উপর হামলা করার জন্য এসেছিলো, তারা তখন অনেক জোরে-শোরে বলতে লাগলো, "আমরা ইসলামের বাগিচাকে খতম করতে এবং হিদায়তের প্রদীপকে নির্বাপিত করতে এসেছি। বদর নামক স্থানে (উভয় দল) মুখোমুখী হলো। সারা রাত সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর যিকরে রত ছিলেন। পক্ষান্তরে, কাফিররা পাপাচার ও অশ্লীল কাজে, গান-বাজনা এবং মদ্যপান ইত্যাদিতে মগ্ন ছিলো। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাজদারত হয়ে এতো বেশী কান্নাকাটি করলেন যে, তাঁর সাজদার জায়গার আশ-পাশ পর্যন্ত তাঁর চক্ষু মুবারকের পবিত্র অশ্রু দ্বারা ভিজে একাকার হয়ে গিয়েছিলো।

উচ্চারণ

ইয়ে উয়হ্ লড়াঈ হ্যায়, জিস কে মুতা'আল্লিক্ব হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নে এরশাদ ফরমায়া, 'আবূ জাহ্ল ইস্ জাগাহ্ মরেগা, শায়বাহ্ ইস্ জাগাহ্ মরেগা, উত্বা ইস্ জাগাহ্ মরেগা, ফীন্না-র ও সাক্বার হোগা। ইস্ ইস্ জাগাহ্ উয়হ্ জাহান্নাম-রসীদ হোঙ্গে। সাহাবা আরয করতে হ্যাঁয় কেহ্ জাহাঁ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামনে জিস্ কাফিরকা নাম লিয়া থা উস্ জাগাহ্ সে এক বাল বারাবর ভী ইধর-উধর নেহীঁ হুয়া থা। জাহাঁ জিসকে বারে মে ফরমায়া থা, ওহাঁ উয়হ্ কাফির ফিন্না-র ইয়া'নী জাহান্নাম-রসীদ হুয়া।

উস্ মাওক্বে' পর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নে এক মুট্ঠী রেত কুফ্ফার কী তরফ ফেঁ-কী। তামাম কুফ্ফার কী আখোঁ মে উয়হ্ মাট্টী (সঙ্গ রেযে) গেরী। তো কুফ্ফার আখেঁ মলতে হুয়ে রাহ্ গায়ে। আওর উন্কী শরমনাক শেকস্ত হুয়ী।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায় আ-পনে জো মাট্টী ফেঁকী থী উয়হ্ আ-প নে নেহী ফেঁকী থী, মাইনে ফেকী থী।

বঙ্গানুবাদ

এটা ওই যুদ্ধ, যার সম্পর্কে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন- আবূ জাহল এখানে মরবে, শায়বা এখানে মরবে, উত্বা এখানে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে- এ এ স্থানে তারা (কাফিররা) জাহান্নামে পৌঁছবে। বর্ণনাকারী সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে কাফির যে স্থানে মরবে বলে চিহ্নিত করেছিলেন, ওই স্থান হতে একচুল পরিমাণও এদিক-সেদিক হয়নি। যে যে স্থানে মরবে বলে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, সে সেখানেই জাহান্নামে পৌঁছে গিয়েছিলো।

ওই সময় (যুদ্ধের প্রারম্ভে) হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের প্রতি এক মুষ্ঠি বালু মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, সকল কাফিরদের চোখে ওই বালুকণা পড়লে তারা চোখ কচলাতে রইলো। (আর ওই সময় মুসলমানদের আক্রমনে) তারা চরমভাবে পরাজিত হয়েছিলো।

আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন, হে হাবীব! আপনি যে-ই মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, তা আপনি নিক্ষেপ

উচ্চারণ

ইস্ ওয়াক্বে'আহ্ সে ইয়ে মা'লূমাত হাসেল হুয়ে কেহ্, তাসাওফ্মে ফানা-ফিল্লাহ্ কা মক্বাম বহুত উঁচা মক্বাম হ্যায়। ফানা-ফিল্লাহ্ আওর বাক্বা-বিল্লাহ্ কা ইয়ে দরজাহ্ জব বন্দে কো হাসেল হো-জাতা হ্যায়, উস্ ওয়াক্বত উয়হ্ তো আসল সূরত মে হোতা হ্যায়। লে-কিন উস্ কা জো কাম হোতা হ্যায়, উস্মে ইশক্বে এলাহী আওর উস্কী মুহব্বত হার রগমে আয়সে আসর কর জাতা হ্যায় কেহ্ উয়হ্ জো কাম করতা হ্যায় উয়হ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী তর্ফ মানসূব হো জা-তা হ্যায়। আওর উয়হ্ জো বাতেঁ করতা হ্যায়, যবাঁ উসকী হুতী হ্যায়, বাতী আওর কী হোতী হ্যাঁয়। মাওলানা রুম নে ইস্ জাগাহ্ ফরমায়া-

گفتۂ او گفتۂ اللہ بود
گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

ইয়া'নী উনকা কাহ্না আল্লাহ্কা কাহ্না হ্যায়।
আগরছেহ্ উয়হ্ বান্দা কী যবান সে নিকালতা হ্যায়।

দেখো! হুযূর সাইয়্যিদুনা মূসা আলায়হিস্ সালাম কূহে তূর পর তাশরীফ লে জারহে থে। দরখত সে ইয়ে আওয়ায আতী থী-

مِنَ الشَّجَرَةِ اَن يَّامُوسٰى اِنِّىٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

কেহ্ আয় মূসা! মাইঁ রাববুল আলামীন হোঁ।

বঙ্গানুবাদ

করেন নি, আমি নিক্ষেপ করেছিলাম।

এ ঘটনা থেকে একথা বুঝা গেলো যে, তাসাওফ শাস্ত্র মতে, 'ফানাফিল্লাহ্'র স্তর অনেক ঊর্ধ্বে। ফানাফিল্লাহ্ ও বাক্বাবিল্লাহ্ (যথাক্রমে, আল্লাহ্র মধ্যে বিলীন হওয়া ও আল্লাহ্র বিশেষ সাহায্যে জীবিত থাকা)'র মর্যাদা যখন কোন বান্দার অর্জিত হয়ে যায়, তখন তিনি তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে থাকেন সত্য; কিন্তু মহান রবের ইশ্ক্ব (প্রেম) বা ভালবাসা তাঁর প্রতিটি শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তখন যে কাজই করুন না কেন, তখন তা আল্লাহ্ তা'আলার দিকেই সম্পৃক্ত হয়ে যায়। আর তিনি তখন কথা বলেন, তখন জিহ্বা তাঁর থাকে, কিন্তু ওই কথা হয় অন্যের। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রূমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন-

গুফ্তায়ে ঊ- গোফতায়ে আল্লাহ্ বুয়াদ,
গরছেহ্ আয হলক্বূ-মে আবদুল্লাহ্ বুয়াদ।

অর্থাৎ ঃ "তাঁর (বান্দা) কথা আল্লাহরই কথা হয়ে যায়, যদিও তা আল্লাহ্র ওই বান্দার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়।"

দেখুন! হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যখন তূর পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন বৃক্ষ হতে ধ্বনিত হচ্ছিলো, "হে মূসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ্, বিশ্ব-প্রতিপালক।"

[সূরা ক্বাসাস: আয়াত-৩০]

উচ্চারণ

ইয়েহ্ আওয়ায দরখ্ত সে আ-রহী থী, লে-কিন কালাম দর্খত কা নাহ্ থা। কালাম তো বারী তা'আলা কা থা। আয়সে তরীক্বে সে জিন্ যব কেসী পর আসর করে, তব বার্তী জিন করতা হ্যায়, যবান আদমী কী হোতী হ্যায়, আয়সে হী কোয়েলা আগর আগ মে মিল জায়ে তো কোয়লা আগ বন জাতা হ্যায়, কোয়েলা উয়হ্ কাম করতা হ্যায় জো আগ করতী হ্যায়, জ্বালানে কা কাম করতা হ্যায়।

ইয়ে তো মেসাল হ্যায়। আয়সে মক্বাম পর আ-কর 'আরিফীনে কেরাম রিদ্বওয়া-নুল্লা-হি আজমা'ঈন আপনী ইসতিক্বা-মত আওর উস্ তাওয়াযুন কো না রাখ সেকেঁ। হযরত মানসূর হাল্লাজ নে ফরমায়া 'আনাল হক্ব'। কেসী নে কাহা 'আনাল্লাহ্'। উয়হ্ উস্ চীস কো বরক্বারার নেহীঁ রাখ সেকে- 'আনাল হক্ব' কাহ্ দিয়া।

আব এহী পর ফির'আউন নে ভী কাহা- 'আনা 'রাব্বুকুমুল আ'লা'। আওর মানসূরনে ভী ইয়ে কাহা 'আনাল হক্ব'।

বঙ্গানুবাদ

এ ধ্বনি বৃক্ষ হতে উচ্চারিত হলেও ধ্বনিটি বৃক্ষের ছিলো না, বরং ধ্বনিতো আল্লাহ্ তা'আলারই ছিলো। তেমনিভাবে, জ্বিন্ যখন কারো উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন কথা জ্বিনই বলে থাকে, যদিও মুখ জিনগ্রস্ত মানুষেরই হয়ে থাকে। তদ্রূপ, কয়লা যখন আগুনের সাথে মিলিত হয় তখন তা আগুনে পরিণত হয়। তখন কয়লা আগুনের মতো কাজ করে। কোন বস্তু তখন ওই কয়লাকে স্পর্শ করলে কয়লা সেটাকেও জ্বালিয়ে দেয়।

এটাতো উদাহরণ মাত্র। এ স্তরে এসে অনেক আরিফ (খোদাপরিচিতি সম্পন্ন) বান্দা নিজের দৃঢ়তা এবং ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারেন না। যেমন হযরত মানসূর হাল্লাজের মুখে উচ্চারিত হয়েছিলো, "আনাল হক্ব।" (আমিই সত্য আল্লাহ।) কেউ কেউ বলেন, তাঁর মুখে ধ্বনিত হয়েছিলো, "আনাল্লা-হ্" (আমিই আল্লাহ্)। অর্থাৎ তিনি এতে স্থির থাকতে পারেননি। তাঁর মুখে 'আনাল হক্ব' উচ্চারিত হয়ে গিয়েছিলো। এখানেও আসলে কথা ছিলো আল্লাহ্ তা'আলার, মুখ ছিলো তাঁর।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ফেরআউনও বলেছে, "আনা রাব্বুকুমুল আ'লা।" (আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব।) আর মানসূর হাল্লাজের মুখেও এ একই ধরনের বাক্য (আনাল হক্ব) বের হয়ে গিয়েছিলো;

উচ্চারণ

লে-কিন দোনোঁ কে কাহনে মে বহুত বড়া ফরক্ব হ্যায়। ফের'আউন নে আনানিয়াত, তাকাববুর আওর গুরূরমে আ-কর 'মাই রব হোঁ' কাহা। আওর মানসূর নে জো 'আনাল হক্ব' কাহা উস ওয়াক্বত উনকো বগায়র হক্ব কে কুঈ চীয ভী নযর নেহীঁ আয়ী থী। আপনী হাসতী সে বে-খবর হো গায়ে থে। তো আপনী হাস্তী কো মিটানা ইয়ে বহুত জরুরী হ্যায়।

তাসাওফ কে লাইনমে জো লোগ আপনে আ-পকো কুছ্ সামাঝ্তে হ্যায়, আওর কাহ্তে হ্যায় কেহ্ মাইঁনে ইয়ে কিয়া, মাইঁনে উয়হ্ কিয়া, মাইঁ ইবাদত করতা হোঁ, মাইঁ ইয়ে করতা হোঁ, মাইঁ ইয়ূঁ করতা হোঁ, উয়হ্ তাসাওফ কী হাক্বীক্বত সে না-আশ্না আওর বে-খবর হ্যাঁয়। উনকো খবর নেহীঁ, উয়হ্ মাইঁ মাইঁ করতে করতে আপনে ওয়াক্বত যায়ে' কর দেগা, কবরমে পঁহুছ যায়েগা, উসকো জান্নাত কী কুঈ খুশবু তক নেহীঁ মিলে-গী। ইসলিয়ে 'মাইঁ' কে পর্দে সে নিকলনা চাহিয়ে। খুসূ-সান জো তরীক্বতমে আয়ে হ্যাঁয়, উয়হ্ কভী ইয়ে না সোছে কেহ্ হামনে ইয়ে ইবাদত কী,

বঙ্গানুবাদ

কিন্তু উভয়ের বলার মধ্যে বড় পার্থক্য বিদ্যমান। ফেরআউন আমিত্ব, অহংকার ও গর্বভরে 'আমি সর্বোচ্চ রব' বলেছিলো। আর হযরত মানসূর হাল্লাজ যে 'আনাল হক্ব' বলেছিলেন, তা এজন্য ছিলো যে, তখন 'হক্ব' (আল্লাহ্) ব্যতীত অন্য কিছু তাঁর দৃষ্টিতে আসেনি। তাঁর অস্তিত্ব তখন আল্লাহ্তে বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং তাঁর মুখে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী শরীফ উচ্চারিত হয়েছিলো। তাই নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয়া এবং নিজের 'আমিত্ব' থেকে বেরিয়ে আসা অতি প্রয়োজন।

তাসাওফের পথে যে সব লোক নিজেকে নিজে কিছু মনে করে, আর বলে বেড়ায়, আমি এটা করেছি, ওটা করেছি, আমি এ ইবাদত করি, ওই নেক কাজ করি, আমি এমন করি; ইত্যাদি, সে তাসাওফের প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে বে-খবরই রয়ে গেছে। তার খবরই নেই যে, সে 'আমি, আমি' করতে করতে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে দেবে, শেষ পর্যন্ত কবরে পৌঁছে যাবে। সে জান্নাতের কোন সুগন্ধিও সে পাবে না। তাই আমিত্বের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসা চাই। বিশেষতঃ যারা তরীক্বতের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তারা যেন কখনো কল্পনাও করবে না যে, এ ইবাদত করেছি। আমরা এটা

উচ্চারণ

হামনে ইয়ে কিয়া, হামনে মাদরাসা কী খিদমত কী, হামনে খানক্বাহ্ কী খিদমত কী, কভী ইয়ে খেয়াল তক্ না করেঁ। বলকেহ্ উয়হ্ ইস্ চীজ কা শোকরিয়া আদা করেঁ কেহ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে মুঝেহ্ উসকী তাওফীক্ব দী। আওর মুঝসে ইয়ে কাম লিয়া। মাইঁ উসকা ক্বাবেল নেহীঁ থা। উস্ পর উয়হ্ আল্লাহ্ কা শোকরিয়া আদায় করেঁ। উস্কে বর 'আক্স ফখর না করেঁ।

হযরত মনসূর হাল্লাজ জায়সে আরিফ ফানা-ফিল্লাহ্ কে মক্বাম পর পঁহছ কর আপনে আ-পকো বরক্বরার নাহ্ রাখ্ সেকে। সুবহা-ল্লাহ্! হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে বারে মে আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাতা হ্যায়, মাট্টী জো ফেঁকী উয়হ্ আ-পনে নেহীঁ ফেঁকী থী, মাইনে ফেঁকী থী। আওর এরশাদ হোতা হ্যায় কেহ্ আপ জো বাতেঁ করতে হ্যাঁয়, ইয়ে তো সব মেরী বাতীঁ হ্যাঁয়। এরশাদ ফরমাতা হ্যায়-

وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا

وَحْىٌ يُّوْحٰى

আওর ফরমাতা হ্যায়-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ

জো লোগ বায়'আত করতে হ্যাঁয়, উনকী উয়হ্ বায়'আত আপসে নেহীঁ হুতী, বলকেহ্ আল্লাহ্ সে উনকী বায়'আত হুতী হ্যায়।

বঙ্গানুবাদ

করেছি, আমরা মাদরাসার খিদমত করেছি, খানক্বার খেদমত করেছি। এ সবের প্রতি কখনো কল্পনাও করবে না; বরং এ মর্মে শোকর আদায় করবে যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ সব করার শক্তি দিয়েছেন আর আমার থেকে এ কাজ নিয়েছেন, অথচ আমি এ কাজের যোগ্য ছিলাম না।' এ জন্য সে শোকরিয়া আদায় করবে। এটার বিপরীতে গর্ব-অহংকার করবে না।

হযরত মনসূর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির মতো আরিফ বান্দা ফানাফিল্লাহ্র স্তরে নিজেকে সামলাতে পারেননি; কিন্তু কী আশ্চর্য! হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে– 'যে মাটি তিনি নিক্ষেপ করেছেন, তা তিনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন। তিনি যা বলেন, তার সবই আল্লাহ্র কথা।

এরশাদ হচ্ছে- ''এবং তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না, তা'তো নয়; কিন্তু ওহীই, যা তাঁর প্রতি (নাযিল) করা হয়।

[সূরা নাজ্ম: আয়াত-৩-৪]

আরো এরশাদ হচ্ছে- ওই সব লোক, যারা আপনার নিকট বায়'আত করছে, তারাতো আল্লাহ্রই নিকট বায়'আত গ্রহণ করছে। [সূরা ফাত্হ: আয়াত-১০]

উচ্চারণ

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী বায়'আত নে কো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনী বায়'আত ফরমায়া-

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

আল্লাহ্ কী ক্বুদ্রত কা হাত উনকে হাতোঁ কে উপর হ্যায়। (৪৮:১০)

এহাঁ তক ফরমায়া জা-রহা হ্যায় কেহ্ আ-প জো বাতেঁ করতে হ্যাঁয়, উয়হ্ মেরী বাতেঁ হ্যাঁয়। আ-পনে জো মাট্টী ফেঁকী উয়হ্ মাইঁনে ফেঁকী থী। আওর আপ কী বায়'আত মেরী বায়'আত হ্যায়। বা-ওয়াজূদ ইসকে, হুযূর করীম হামেশা ফরমাতে থে, মাইঁতো আল্লাহ্ কা বান্দা হোঁ। ইয়ে আপ কী শান হ্যায়, আওর ক্বুওয়াতে বরদাশ্ত হ্যায়। বহুত আরিফ ইস্ মক্বাম পর আ-কর উয়হ্ ক্বুওয়াতে বরদাশ্ত নেহীঁ রাখতে, উয়হ্ কাহ্ দেতে- 'আনাল হক্ব' 'আনাল হক্ব'। লে-কিন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা কেয়া কামাল হ্যায়! কেয়া ক্বুওয়াতে বরদাশ্ত হ্যায়!

موسیٰ زہوش رفت بہ یک پرتوصفات

تو عین ذات می نگری در تبسّمے

সায়্যিদিনা মূসা আলায়হিস্ সালাম এক ঝল্ক কূহে তূর পর দেখা, বেহুঁশ হো গায়ে। আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী শান দেখিয়ে!

বঙ্গানুবাদ

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বায়'আতকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের বায়'আত বলে উল্লেখ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে– 'আল্লাহ্র ক্বুদ্রতের হাত তাদের হাতের উপর'। (৪৮:১০) এটা পর্যন্ত এরশাদ হয়েছে – 'আপনি যা বলেন, তা আমারই কথা', 'আপনি যে মাটি নিক্ষেপ করেছেন, তা আমিই নিক্ষেপ করেছি', আর 'আপনার বায়'আত মানে আমার বায়'আত।' এতদ্সত্ত্বেও হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বদা বলতেন যে, "আমিতো আল্লাহ্র একজন বান্দা।" এটা তাঁর মহান মর্যাদা। এটা তাঁরই অটলতারই প্রমাণ। অনেক আরিফ বান্দা এ স্তরে এসে নিজেদের অটল ও অবিচল রাখতে পারেন না। একারণেই বলে ফেলেছে, 'আনাল হক্ব' (আমিই পরম সত্য); কিন্তু হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণতার অবস্থা কতোই আশ্চর্যজনক! তাঁর কী অটলতা! কবির ভাষায়-

''হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্র নূরের অতি সামান্য তাজাল্লী দেখেই বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন, আর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন অপরূপ

উচ্চারণ

আ-প আল্লাহ্ সুবহা-নাহু ওয়া তা'আলা কা দীদার ফরমা রহে হ্যাঁয়, আওর মুসকুরাতে রহে। **'ওয়ামা- রামায়তা ইয্ রামায়তা'** সে ইয়ে মা'লূম হুয়া কেহ্ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে বারে মে কূঈ থোড়ী সী গোস্তাখী কী তো ইয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কে সাথ গোস্তাখী হ্যায় আওর উয়হ্ গোস্তাখ ইসলাম সে খারিজ, কাফির হোগায়া। আগর কূঈ শখ্স জেতনা বড়া আলেম হো, বড়া যাহেদ হো, বড়া মুত্তাক্বী হো, বহুত কুছ হো, মগর কভী ভী না'লাইন-ই পাকে রসূল কে সাথ ভী গোসতাখী কী তো উয়হ্ মুরতাদ্ ও কাফির হো গায়া। জায়সা কেহ্ ক্বোরআন শাহেদ হ্যায়-

اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

''তোমারে তামাম আ'মাল বরবাদ হো জায়েঙ্গে, তোমকো খবর ভী নাহ্ হোগী।'' (৪৯:২)

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হামকো আওর আপকো উস্ বারেগাহ্ কে আদব কী তাওফীক্ব 'আত্বা ফরমায়ে। আ-মী-ন।

আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা- সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা- আলে সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াবা-রিক ওয়া সাল্লিম।

---o---

বঙ্গানুবাদ

মর্যাদায় উন্নীত যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দীদার হাসিমুখে, স্বাচ্ছন্দ্যেই করেছিলেন।'

(আপনি নিক্ষেপ করেন নি যখন আপনি নিক্ষেপ করেছেন)-এ আয়াত দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে সামান্যতম বেয়াদবী করাও মূলত আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বেয়াদবী করার নামান্তর, আর ওই বেয়াদব ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, কাফির হয়ে যায়। বস্তুত কোন ব্যক্তি যত বড় আলিম হোক, যত বড় ইবাদতকারী হোক, যত বড় মুত্তাক্বী হোক, সে অনেক কিছুই হোক না কেন, কিন্তু কখনো সে যদি তাঁর (হুযূর-ই করীম) পবিত্র পাদুকা যুগলের সাথেও সামান্য বেয়াদবী করে, তবে সে মুরতাদ্ (ধর্মত্যাগী) ও কাফির হয়ে যায়। যেমন পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হচ্ছে-

''তোমাদের সমস্ত পুণ্যকর্ম বরবাদ হয়ে যাবে, অথচ তোমরা তা অনুধাবনও পারবে না।'' (৪৯:২)

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আপনাদেরক এ মহান দরবারের আদব রক্ষা করার তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন।

হে আল্লাহ্, রহমত বর্ষণ করুন আমাদের আক্বা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার প্রতি, আমাদের আক্বা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার পবিত্র বংশধরের প্রতি এবং নাযিল করুন বরকত ও শান্তি। ---o---

নূরানী তাক্বরীর-এগার

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُوْنَ ۝

[سورة توبه : ٥٩]

উচ্চারণ

আ'উযুবিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-ম, মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজী-ম

বিসমিল্লা-হির রাহ্মানির রাহীম।

'ওয়ালাউ আন্নাহুম রাদ্বো- মা---আতা-হুমুল্লা-হু ওয়া রাসূ-লুহূ-, ওয়া'ক্বা-লু হাস্বুনাল্লা-হু সায়ু'তী-নাল্লা-হু মিন ফাদ্বলিহী ওয়া রাসূ-লুহূ-, ইন্না--- ইলাল্লা-হি রা-গিবূ-ন।' [সূরা তাওবাহ্: আয়াত-৫৯]

তরজমা

আমি, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

'এবং কতই ভালো হতো যদি তারা সন্তুষ্ট হতো সেটার উপর, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদেরকে প্রদান করেছেন, আর বলতো 'আল্লাহ্ তাবারাকা তা'আলা আমাদের জন্য যথেষ্ট।' এখন আল্লাহ্ আমাদেরকে দিচ্ছেন আপন করুণা থেকে এবং তাঁর রাসূলও; আমরা আল্লাহরই প্রতি আসক্ত।'

[সূরা তাওবা, আয়াত:৫৯, কান্যুল ঈমান]

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায়- **'ওয়ালাউ আন্নাহুম রাদ্বো- মা---আতাহুমুল্লা-হু'** কেয়া আচ্ছা হোতা আগর ইয়ে রাযী হোতে ইস্ বাত্ পর, 'মা-আ-তা-হুমুল্লা-হু ওয়া রাসূ-লুহু'- জো কুছ উনকো দিয়া আল্লাহনে আওর আল্লাহ কে রাসূলনে। ইস পর আগর ইয়ে লোগ রাযী হোতে তো কেয়া আচ্ছা হোতা! 'ওয়াক্বা-লু হাস্বুনাল্লাহু' আওর কাহ্তে কাফী হ্যায় আল্লাহ্ তাবারাকা তা'আলা হামারে লিয়ে, **সাইয়ূ-তী-নাল্লা-হু মিন ফাদ্বলিহী-ওয়ারাসূ-লুহু-** আন্ক্বরীব দেঙ্গে হামকো আল্লাহ তাবারাকা তা'আলা আপনে ফদ্বলসে আওর উস্কা রাসূল। **ইন্না-ইলাল্লা-হি রা-গিবূ-ন'**। বে-শক হাম আল্লাহ্ তা'আলা কী তরফ রগবত ওয়ালে হ্যাঁয়।	আল্লাহ্ তাবা-রাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, কতোই উত্তম হতো, যদি তারা সন্তুষ্ট হতো সেটার উপর, যা কিছু তাদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল; এর উপর যদি তারা রাজি হয়ে যেতো! তাহলে তা কতোই উত্তম হতো! আর বলতো, 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য যথেষ্ট। অবিলম্বে আমাদেরকে দেবেন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন অনুগ্রহ থেকে এবং তার রসূলও। নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আসক্ত।
ইস্ আয়াত কী শানে নুযূল ইস্ ত্বরাহ্ হ্যায়- একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (জঙ্গে হুনায়নকে) মালে গণীমত কী তাক্বসীম ফরমা-রহে হ্যাঁয়। এক শখ্স থা। উস্কা নাম যুল খুয়াইয়সারাহ্ হারক্বুস ইবনে যুহায়র থা। উয়হ্ শখ্স উঠা, আওর উসনে আরয কিয়া, 'ইয়া রাসূলাল্লাহু, আপ আপনী তাক্বসীম মে ইন্সাফ কী-জিয়ে, আদল আওর ইন্সাফ সে কাম লী-জিয়ে। (না'ঊ-যুবিল্লাহ্)	এ আয়াত শরীফ অবতরণের প্রেক্ষাপট (শানে নযূল) এই যে, একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম গণীমতের মাল বন্টন করছিলেন। ওখানে এক ব্যক্তি ছিলো। তার নাম যুল্ খুয়াইসারাহ্ হারক্বুস ইবনে যুহায়র ছিলো। সে দাঁড়িয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর রসূল, আপনি আপনার বন্টনে ইনসাফ করুন! ন্যায়পরায়ণতার সাথে বন্টন সম্পন্ন করুন!, (আল্লাহরই পানাহ্)।

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উসে ফরমায়া, মাইঁ ইন্সাফ না করোঁ তো দুনিয়ামে কৌন্ ইন্সাফ করনে ওয়ালা হ্যায়? ইস্পর হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নে আরয কিয়া- ইয়া রাসূলল্লাহ্! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম) হামকো হুকুম দ্বী-জিয়ে, হাম ইস্ বে-দ্বীন কা সর ক্বলম কর দেঁ।	তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে দুনিয়াতে ইনসাফকারী আর কে আছে?" এর ভিত্তিতে হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ বে-দ্বীন (মুনাফিক্ব)-এর গর্দান উড়িয়ে দিই।'
হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামনে ফরমায়া, ওমর! আল্লাহ্ কা এরাদাহ্ আয়সা হোচুকা হ্যাঁয়, কেহ্ ইস শখসকে নসলসে আয়সী ক্বাওম নিকলেগী উনকেহ্ কী নামাযেঁ আওর জাহেরী তাক্বওয়া তোমারী নামাযেঁ আওর যাহেরী তাক্বওয়াসে বড়কর হোঁঙ্গী। লেকিন ইয়ে দ্বীন আয়সে নিকাল জায়েগী, জায়সে তীর কামান সে নেকালতী হ্যায়। আওর উয়হ ক্বোরআন শরীফ পড়েঙ্গে, লেকিন ক্বোরআন উন্কে হলক্বসে নীচে নেহীঁ উত্রেগা। উসে পড়া জায়েগা, জেয়সা টেপ রেকর্ডার। টেপ রেকর্ডার বোলতা তো হ্যায় মগর কূঈ মাক্বসদ নেহী, কূ'ঈ চীয হী নেহী।	হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কোন পবিত্র কাজের বিপক্ষে আপত্তি করা কুফরী। এ জন্যই হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, 'আমাকে
তো মা'লূম হুয়া কেহ্ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কেসী মুবারক ফে'ল পর এ'তেরায করনা কুফর হ্যায়। এসীলিয়ে হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা	এতে বুঝা গেলো যে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কোন পবিত্র কাজের বিপক্ষে আপত্তি করা কুফরী। এ জন্যই হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, 'আমাকে

উচ্চারণ

আনহু নে ফরমায়া মুঝে ইজাযত দী-জিয়ে কেহ্ মাঁই ইসকো ক্বতল কর দোঁ। কিউঁকেহ্ মুরতাদ্ ওয়াজিবুল ক্বতল হোতা হ্যায়। লেকিন হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামনে এরশাদ ফরমায়া, নেহীঁ, কেহ্ আল্লাহ্ তা'আলা কা এরাদা আয়সা হো চুকা হ্যায়।

ইস্‌সে আওর মা'লুম হুয়া কেহ্, আগর কূ'ঈ শখ্‌স ইয়ে কহে কেহ্ 'আল্লাহ আওর আল্লাহকে রাসূল হামকো ইয্‌যাত দেঙ্গেঁ, হামকো ঈমান দেঙ্গে, ইয়ে দেঙ্গেঁ, উয়হ্ দেঙ্গে, তো ইয়ে শিরক নেহীঁ হ্যায়। কিউঁকেহ্ ক্বোরআন শরীফ হী **কাহ্‌তা সাইয়ূতী-নাল্লাহু মিন ফাদ্বলিহী ওয়া রাসূলুহু**। আল্লাহ্ আওর আল্লাহকে রসূল হামকো আওর দেঙ্গেঁ। ইয়ে শিরক নেহী। বলকেহ্ ইয়ে আমল ক্বোরআন-ই পাককে মুয়াফিক্ব ও মুতাবিক্ব হ্যায়। আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে কেসী ফে'ল পর এতেরায করনা, কেসী ক্বিস্‌ম কী গোস্‌তাখী করনা হী কুফ্‌র হ্যায়। আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা হামকো আপকো, সমঝ্ আত্বা ফরমায়ে, আ-মী-ন।

---o---

বঙ্গানুবাদ

অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই।' কেননা, মুরতাদ্ (ধর্মত্যাগী) হত্যারযোগ্য। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "না, ক্বতল করো না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হচ্ছে এরূপ। (যা একটু আগে বলা হয়েছে।)

এতে আরো প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি এটা বলে যে, 'আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল আমাকে ইজ্জত দেবেন, ঈমান দেবেন, এটা দেবেন, এটা দেবেন', তাহলে এটা শিরক্ নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন পাকে বলেছেন, 'সা'ইয়ূ'তী-নাল্লাহু মিন ফাদ্বলিহী ওয়া রাসূলুহু।' অবিলম্বে আল্লাহ্ আমাদেরকে দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রাসূলও। এটা শিরক নয়; বরং এ আমল পবিত্র ক্বোরআনেরই অনুরূপ। পক্ষান্তরে, হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কর্মের উপর আপত্তি করা, কোন প্রকারের অশালীন আচরণ করাই হচ্ছে কুফ্‌র। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে–আপানাদের সকলকে বুঝার তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন।

---o---

নূরানী তাক্বরীর-বার

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ ـ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ o

[سورة التوبة: اٰية ١٢٩ـ١٢٨]

উচ্চারণ

আ'উযুবিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-ম, মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজী-ম

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মানির রাহীম।

লাক্বাদ জা----আকুম রাসূ-লুম মিন্ আন্‌ফুসিকুম আযী-যুন 'আলায়হি মা- 'আনিত্তুম হারী-সুন 'আলাইকুম বিল মু'মিনী-না রাউ-ফুর রাহীম। ফাইন তাওয়াল্লাউ ফাক্বুল হাস্‌বিয়াল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা- হুয়া; আলায়হি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল 'আরশিল 'আযী-ম।

[সূরা তাওবাহ্: আয়াত-১২৮-১২৯]

তরজমা

আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

১২৮. "নিশ্চয়ই, তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে ওই মহান রসূল তাশরীফ এনেছেন। যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।

১২৯. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আপনি বলে দিন, 'আমার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।'

[সূরা তাওবাহ্: আয়াত-১২৮-১২৯, কান্‌যুল ঈমান]

উচ্চারণ

ইস্ আয়াতে মোবারাকাহ্ মে খেয়াল কী-জিয়ে, গাওর কী-জিয়ে। সুবহা-নাল্লাহ্, সবসে পহেলে উস্‌কো তাহক্বীক্ব কে আলফায সে শুরু ফরমায়া গায়া। 'লাক্বাদ' মে 'লাম' তাহক্বীক্ব কা হ্যায়, 'ক্বাদ' ভী তাহক্বীক্ব কা হ্যায়, ইস্‌সে শুরু' ফরমায়া গায়া; ইস্ ত্বরাহ্ ইস্‌লিয়ে শুরু' ফরমায়া গায়া কেহ্ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে ইন্ কামালা-ত সে কুফ্‌ফার লোগ মুন্‌কির হ্যাঁয়। মুসলমানোঁ কে আন্দর ভী আয়সে লোগ, কলেমা গো মুসলমান পয়দা হো-নে ওয়ালে থে কেহ্, উয়হ্ আ-প কে বা'য্ কামালাত কে মুন্‌কির হ্যাঁয়, ইন্‌কা-র করতে হ্যাঁয়, ইস্‌লিয়ে ইস্ আয়াতে মোবারাকাহ্ কো 'লাম-ই তাহক্বীক্ব' আওর 'ক্বাদ' কে সাথ শুরু ফরমায়া গায়া। আওর ইস্‌মে কেতনে তা'রীফেঁ হ্যাঁয়! গাওরসে খেয়াল করেঁ- **'জা----আকুম'** তোমারে পাস্ তাশরীফ লায়ে। এরশাদ হুয়া 'তাশরীফ লায়ে'। সবসে পহেলে ইস্ চীয কা খেয়াল কিয়া জায়ে কেহ্ যমীন ও আসমান কী পয়দা-ইশ কে মুতা'আল্লিক্ব, আওর মাখলূক্ব কী-পয়দাইশ কে মুতা'আল্লিক্ব আল্লাহ্

বঙ্গানুবাদ

এ মুবারক আয়াতের মধ্যে গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন, গভীরভাবে চিন্তা করুন। সুবহা-নাল্লাহ্। সর্বপ্রথম এতে নিশ্চয়তাসূচক শব্দ আনা হয়েছে-'লাক্বদ'। এর মধ্যে 'লাম'ও নিশ্চয়তাসূচক, 'ক্বাদ'ও নিশ্চয়তাসূচক। এ দু'টি দ্বারাই আরম্ভ করা হয়েছে। তা এ জন্য যে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ কামালাত (পূর্ণতাসমূহ)-এর অস্বীকারকারী রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যেও এমন কতগুলো কলেমাগো মুসলমানধারী সৃষ্টি হবে, যারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কোন পূর্ণতাকে অস্বীকার করবে। এ জন্য এ বরকতময় আয়াত 'লাম' ও 'ক্বাদ' দুটো নিশ্চয়তাসূচক শব্দ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। আর এর মধ্যে কতগুলো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, ''তিনি তোমাদের নিকট এসেছেন।'' হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের কথা বর্ণনা করেছেন- 'তিনি তাশরীফ আনয়ন করেছেন' বচন দ্বারা। এখানে লক্ষ্য করা যাক। আল্লাহ্ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; অথচ এ পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করা সম্পর্কে এবং অন্যান্য সৃষ্টির 'সৃষ্টি করা'

উচ্চারণ

তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে 'খালাক্বা' কা লফয ইসতে'মাল ফরমায়া হ্যায়, এয়া বদী' কা লফ্‌য ইসতে'মাল ফরমায়া হ্যায়। লেকিন আম্বিয়ায়ে কেরাম, খুসূসান্ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী পয়দাইশ মে 'খালাক্বা' কা লফ্‌য নেহীঁ হ্যায়। 'আরসালনা-' কা লফ্‌য, এয়া 'জা----আ' কা লফ্‌য হ্যায়, এয়া 'বা'আসা' কা লফ্‌য হ্যায়। ইনেঁ ইন্‌সান ফরমায়া, আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো 'রাসূল' ফরমায়া গায়া।

ইস্ আয়াতে মোবারাকাহ্ মে হুযূর কী তাশরীফ আওয়ারী কা যিক্‌র হ্যায়। দোসরী বাত ইয়েহ্ কেহ্ ইস্‌মে যিক্‌র হ্যায়- 'উয়হ্ তোমারে পাস আয়ে, মু'মিনূঁ- কে পাস তাশরীফ লায়ে।' মু'মিন জাহাঁ ভী হো উন্‌কে পাস হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ লায়ে। জাহাঁ ভী হো- চাহে উয়হ্ মাশরিক্ব মে হো, চাহে মাগরিব মে হো। আগরছেহ্ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা

বঙ্গানুবাদ

সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা 'খালাক্বা' (সৃষ্টি করেছেন) বচনটা উল্লেখ করেছেন। অথবা বদী' (নূতনভাবে সৃষ্টিকারী) শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম, বিশেষ করে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের ক্ষেত্রে 'সৃষ্টি করেছেন' উল্লেখ করেন নি। তাঁর শানে ব্যবহার করেছেন 'আরসালনা-কা', অথবা 'জা-আকুম' কিংবা 'বা'আসা' [অর্থাৎ যথাক্রমে, 'হে হাবীব আপনাকে প্রেরণ করেছি' অথবা 'তিনি তাশরীফ এনেছেন', 'তিনি (আল্লাহ্) প্রেরণ করেছেন' ইত্যাদি।] অনুরূপ, সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে 'ইনসান', আর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে 'রসূল'। এ বরকতময় আয়াতে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর তাশরীফ আনয়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন', মু'মিনদের নিকট এসেছেন। মু'মিন যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁর নিকট হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন- চাই সে (মু'মিন) মাশরিক্ব বা প্রাচ্যে থাকুক, কিংবা মাগরিব বা পাশ্চাত্যে থাকুক। যদিও হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু

উচ্চারণ

আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী বেলাদতে মোবারকাহ্ মক্কা মে হোয়ী হ্যায়, আওর আপকী রেহাইশ মোবারক মদীনে মে হোয়ী, লেকীন আপ তশরীফ লায়ে হ্যাঁয় তামাম মু'মিনূঁকে পাস। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ফরমাতা হ্যায় 'জা----আকুম'- তোমারে পাস তশরীফ লায়ে।

ইসকী মেসাল আয়সী হ্যায়- জায়সা কেহ্ সূরজ আসমানূঁ- সে নিকলতা হ্যায়, জায়সে আসমান পর হ্যায় সূরজ, লেকীন উসকী রোশ্নী তামাম জাহানোঁ মে পঁহুছতী হ্যায়, এহী তরীক্বে সে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী পয়দাইশ মক্কা মু'আয্যামাহ্ মে হুয়ী, রেহাইশ হোয়ী মদীনা মুনাওয়ারাহ্ মে, লে-কীন আ-প মু'মিনূঁ কে দিল্মে মওজূদ হ্যাঁয়। ইসকা খেয়াল রাখ্খা জায়ে। ইস্লিয়ে জব হাম নামায পড়তে হ্যাঁয় তব 'আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহু' পড়তে হ্যাঁয়। আয়সে তো কূঈ মওজূদ না হো তো উস্কো সালাম নেহীঁ দেতে হ্যাঁয়। আগর কূঈ নাহো তো সালাম নাহ্ দো। আগর কূঈ সালামকা জাওয়াব না দে তো উসকো ভী সালাম মত দো।

বঙ্গানুবাদ

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফ (শুভ জন্ম) মক্কা শরীফে হয়েছে এবং অবস্থান করেছেন মদীনা মুনওয়ারায়, কিন্তু তিনি তাশরীফ এনেছেন বিশ্বের সমস্ত মু'মিনের নিকট। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, ''তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন।'' এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

এ কথার উদাহরণ হচ্ছে- যেমন ধরুন সূর্য। সূর্য উদিত হয় আসমান থেকে, সূর্যের অবস্থানও আসমানে। কিন্তু সেটা আলো দেয় গোটা বিশ্বে, সেটার আলো বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছে থাকে। অনুরূপ, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হয়েছেন মক্কা মুকার্রমায়, কিন্তু তিনি প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরেই মওজূদ রয়েছেন। এ কথা মনে রাখা দরকার। এ কারণে, আমরা যখন নামায পড়ি তখন এরই মধ্যে, অর্থাৎ তাশাহ্হুদে পড়ে থাকি- অর্থাৎ ''হে নবী, (সম্বোধন করে) আপনাকে সালাম এবং আপনার উপর বর্ষিত হোক আল্লাহর রহমত এবং বরকতসমূহ।'' এমনিতে কেউ মওজূদ না থাকলে, তাকে সালাম দেওয়া হয় না। কেউ না থাকলে তো সালাম দেয়া হয় না। কেউ যদি সালামের জবাব না দেয় কিংবা দিতে না পারে, তাকেও সালাম দেওয়া হয় না, দিওনা।

উচ্চারণ

ইসলিয়ে হাম আ-প কো সালাম দেতে হ্যাঁয় কেহ্ আপ সালাম কা জওয়াব ভী দে-তে হ্যাঁয়। উয়হ্ খোশ্ নসীব লোগ হ্যাঁয়, জো আপকে জাওয়াব সুন্তে হ্যাঁয়।

এ্যাহাঁ পর ফরমায়া গায়া ''**জা----আকুম রসূ-লুম মিন আনফুসিকুম**।'' ''আযীমুশ্ শান্ রাসূল কী তাশরীফ আওয়ারী হোয়ী হ্যায় তোমারী জানোঁছে।'' আগর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতোঁ কী ত্বরাহ্ হোতে, হামকো নযর নাহ্ আতে, তো হাম কায়সে ফয়য হাসিল করতে? তো আপ ইনসানী লেবাস মে আয়ে। 'ইন্সানিয়াত' কো উয়হ শরফ বখ্শা কেহ্, উয়হ্ তামাম ফেরেশতোঁ পর মোকাররম হো গায়ে। আপ ইনসানী লেবাস মে তাশরীফ লা-কর ইন্সানোঁ কো শরফ বখ্শা।

''**আযী-যুন্ আলায়হি মা-'আনিত্তুম**' বহুত শা-ক্ব গুযরতা হ্যায় উন্ পর তোমারা কেসী মুশ্কিল মে হোনা, মুশ্কিল মে ফাঁস জা-না। আওর তোমারী দোযখ কী তৈয়ারী পর, তোমারে গুনাহ্ করনেসে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো

বঙ্গানুবাদ

আর আমরা এ জন্য হুযূর-ই আক্রামকে সালাম দিয়ে থাকি যে, তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিয়ে থাকেন। সৌভাগ্যবান লোকেরা তাঁর সালামের জওয়াব শুনেও থাকেন।

এখানে (আয়াতে) এরশাদ হয়েছে তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন এক মহান রসূল তোমাদেরই নিজেদের থেকে। 'তোমাদের মধ্য থেকে' প্রেরণ করার হিকমত হচ্ছে– যদি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতাদের মত অদৃশ্য হতেন, তবে আমরা তাঁর নিকট থেকে ফয়য পেতাম কিভাবে? সুতরাং তিনি মানবীয় পোশাক (আবরণ) পরে (বাহিক্যকভাবে মানুষ হিসেবে) এসেছেন। এর মাধ্যমে তিনি ইন্সানিয়াত (মানবীয়তা)কে মর্যাদাবান করেছেন। এ কারণে, মানুষ ফেরেশতাদের উপর প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি মানবীয় পোশাকে বা আবরণে এসে মানব জাতিকেই ধন্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, তোমাদের কোন মুশ্কিলে আক্রান্ত হওয়া, তোমাদের দোযখে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, তোমাদের কোন গুনাহে লিপ্ত হওয়া দেখে তিনি (হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অতি মাত্রায় দুঃখিত হন, এসব প্রত্যক্ষ করা তাঁর

উচ্চারণ

বহুত তাকলীফ হোতী হ্যায়। উয়হ্ আয়সে করীম হ্যাঁয় কেহ্, হামারী হার মুশ্কিল, হার পেরেশানী আপ পর বহুত শা-ক্ব হো জাতা হ্যায়।

''**হারীসূন্ আলাইকুম**'' আওর তোমকো বহুত যেয়াদাহ্ চাহনে ওয়ালে হ্যাঁয়- মু'মিনোঁ' কো কেহ্ তোম জায়সে তামাম লোগ জান্নাতোঁ কা মুস্তাহিক্ব হো জাও, আল্লাহ্ কে রহমতূঁ- কে মুস্তাহিক্ব হো-জাও, গুনাহোঁ সে বায্ রহে- ইনী কে আপ বহুতহী চাহনে ওয়ালে হ্যাঁয়, বহুত হী চাহনে ওয়ালে হ্যাঁয়।

''**বিল্ মু'মিনী-না রাঊ-ফুর রাহীম**।'' মু'মিনূঁ- কে-লিয়ে আপ বহুতহী রহীম হ্যাঁয়, রহম ফরমানে ওয়ালে হ্যাঁয়। ইস বাতকা খোব্ খেয়াল রাখ্খো কেহ্ ''**রাঊ-ফুর রাহীম**'' আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কে আওসাফ হ্যাঁয়, এহাঁ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে আপনে আওসাফ সে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো এয়াদ ফরমায়া। সুবহা-নাল্লাহ!

ইয়ে আপ হী কি শান্ হ্যায়। তো ইন্ কামা-লা-ত কে বা-ওজূদ **'ফাইন তাওয়াল্লাউ'** আগর তোমনে মুহঁ ফের লিয়া, ''**ফাক্বুল হাসবিয়াল্লা-হু**'' আয় মেরে হাবীব! তোম ফরমা দো উনকো কেহ্ মেরে লিয়ে আল্লাহ্ কাফী হ্যায়।

বঙ্গানুবাদ

জন্য অতীব কষ্টদায়ক। তিনি এমনই দয়ালু যে, তোমাদের মুশকিল, তোমাদের পেরেশানী ইত্যাদি তিনি বরদাশ্ত করতে পারেন না।

তিনি তোমাদের বেলায় একথার অত্যন্ত প্রত্যাশী যে, তোমরা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশের উপযোগী হয়ে যাও, আল্লাহ্র রহমতের উপযোগী হয়ে যাও, গুনাহ্ থেকে তোমরা প্রত্যেকে বিরত থাকো। এ সবই তাঁর একান্ত প্রত্যাশার বস্তু।

মু'মিনদের জন্য হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দয়ালু, মেহেরবান। এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, 'রঊ-ফ' ও 'রহী-ম' আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি গুণবাচক নাম। এখানে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় দু'টি গুণবাচক নাম দ্বারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করেছেন। সুবহা-নাল্লাহ!

এটা তাঁরই শান বা মর্যাদা। সুতরাং তাঁর মধ্যে এসব পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা অবাধ্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে হে হাবীব! আপনি বলে দিন, ''আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।''

উচ্চারণ

চুনাঁচেহ্ আহলে হক্ব ইয়াদরাখে, আগর আহলে মসনদ, আওর তামাম দুনিয়া মুখালেফ হো-জায়ে তো কেসী ক্বিস্ম কা পরোয়া নাহ্ করনা। আপ হিম্মত পর ডঠ জায়েঁ, কেসী কা পরোয়া না করেঁ। আওর ইয়ূঁ কহেঁ **'হাসবিয়াল্লাহ্'**। মে-রে-লিয়ে আল্লাহ্ কাফী হ্যায়।

''**আলাইহি তাওয়াক্কালতু**'' মাইনে উস্ পর তাওয়াক্কুল কিয়া। ''**ওয়া হুয়া রাব্বুল 'আরশিল আযী-ম**।'' ''আলাইহি তাওয়াক্কুলতু'' হামনে উসপর তাওয়াক্কুল কিয়া। ''**ওয়া হুয়া রাব্বুল 'আরশিল 'আযীম**।'' আওর উয়হ পাক যাত বহুত হী 'আযমত ওয়ালে আর্শ কা রব হ্যায়।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আ-পকো হামকো ইন্ হেদায়াতূঁ পর আমল করনে কী তৌফিক্ব 'আত্বা ফরমায়ে। আ-মী-ন।

---o---

বঙ্গানুবাদ

সুতরাং সত্যপন্থীদের স্মরণ রাখা দরকার যে, যদি কোন ক্ষমতাসীন, এমনকি সমগ্র দুনিয়াও যদি বিরোধী হয়ে যায়, তবুও কোন প্রকার ভয় করা উচিত হবে না। আপনি সত্যের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকুন! আর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিন- 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট!'

একথাও ঘোষণা করুন- 'আমি তাঁরই (আল্লাহ্) উপর ভরসা করেছি।' আর ওই পবিত্র সত্ত্বা হলেন- মহান আরশের মালিক, অধিপতি।

আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে ও আমাদেরকে এসব হেদায়তের উপর আমল করার শক্তি দান করুন। হে আল্লাহ্ ক্ববূল করুন।

---o---

নূরানী তাক্বরীর-তের

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِکَ فَلْيَفْرَحُوْا ط هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

উচ্চারণ

আ'ঊ-যু বিল্লা-হিস্ সামী'ইল 'আলী-মি মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রাজী-ম

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী- ম

'ক্বুল বিফাদ্বলিল্লা-হি ওয়া বিরাহ্‌মাতিহী- ফাবিযা-লিকা ফাল্‌ইয়াফ্‌রাহূ-; হুয়া খায়রুম্ মিম্মা- ইয়াজমা'ঊ-ন ।" [সূরা ইয়ূনুসঃ আয়াত-৫৮]

তরজমা

আমি, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞতা আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

আপনি বলুন, আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।

[সূরা ইয়ূনুসঃ আয়াত-৫৮, কান্‌যুল ঈমান]

উচ্চারণ

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমা রহা হ্যায় কেহ্ **'ক্বুল বিফাদ্বলিল্লা-হি ওয়া বি রাহমাতিহী'**- আয় মেরে হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম), আ-প ফরমা দীজিয়ে কেহ্, উয়হ্ আল্লাহ্ কে ফদ্বল আওর উসকী রাহমাত পর খূব খুশিয়াঁ মানায়েঁ। **হুয়া খায়রুম মিম্মা-ইয়াজমা'ঊ-ন'**- আওর ইয়ে খুশী উসসে আচ্ছী হ্যায়, জো উয়হ্ জমা' করতে হ্যাঁয়। জো মাল ও যর, জো মাল ও দৌলত উয়হ্ জমা' করতে হ্যাঁয় উসসে উনকে লিয়ে বেহতর হ্যায় কেহ্ উয়হ্ আল্লাহ কে ফদ্বল আওর আল্লাহ্ কী রহমত পর খুশিয়াঁ মানায়েঁ।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে উনকো কয় খুশীয়াঁ আত্বা ফরমায়েঁ। বাচ্ছা হো, বাচ্ছোঁ কী শাদীয়াঁ হোঁ আওর কুয়ী কাম হো, উস্‌পর হাম খুশীয়াঁ করতে হ্যাঁয়। আওর এহাঁ খুশী মানানে কা জো হুকুম হ্যায়, অর্ডার হ্যায়, উয়হ্ আল্লাহ্ কী রহমতোঁ আওর ফদ্বল পর খুশী মানানা হ্যায়। উয়হ্ খুশী দু' ক্বিস্‌ম কী হোতী হ্যায়-

এক, নাফ্‌সকী খুশী হুতী হ্যায়, ইয়ে তাকাব্বুর কী খুশী হুতী হ্যায়, উয়হ্ নাজায়েয হ্যায়। ইনসান পর আগর কুঈ খুশী আ-জায়ে তো উয়হ্ আ-পে সে বাহের হো জাতা হ্যায়। আওর

বঙ্গানুবাদ

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন, হে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম, আপনি বলে দিন, আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ার উপর খুব আনন্দ করা উচিত। আর এ আনন্দ তাদের জন্য অধিকতর শ্রেয় ওইসব ধন-দৌলত থেকে, যা তারা সঞ্চয় করে থাকে। অর্থাৎ যে ধন-সম্পদ ও স্বর্ণ-রৌপ্য তারা সঞ্চয় করে, তা থেকে অধিকতর শ্রেয় হচ্ছে- আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর করুণা প্রাপ্তিতে আনন্দ-উৎসব পালন করা।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে বহু প্রকারের আনন্দ প্রদান করেছেন। যেমন- শিশুর জন্মের, সন্তান-সন্ততির বিবাহ্ উপলক্ষে। আর (পার্থিব) নানা কাজে আমরা আনন্দ-উৎসব পালন করি; কিন্তু উল্লিখিত আয়াতে যে খুশী উদ্‌যাপন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা হলো আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া প্রাপ্তিতে খুশী ও আনন্দ উদযাপন করার। আবার আনন্দ-উৎসবও দু'ধরনের হয়ে থাকেঃ

এক, যে আনন্দ উৎসব নাফ্‌সের তাড়নায় ও অহংকারবশত পালিত হয়ে থাকে। এটা অবৈধ। মানুষ যখন আনন্দে বিভোর হয়ে যায়, তখন সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে,

উচ্চারণ

আয়সী খুশীয়োঁ সে আল্লাহ্ তা'আলা মানা' ফরমায়া হ্যায় – **"লা-তাফরাহ্ ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়ূহিব্বুল ফারিহী-ন।"** মাত এতরাও, তাকাব্বুর মাত কারো, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইতরানে ওয়ালে কো পছন্দ নেহীঁ ফরমাতা হ্যায়। এতরানা তাকাব্বুর করনা, দাওলাত পর ফখর করনা, ইয়ে করনা, উয়হ্ করনা, না-জায়েয হরকত করনা– ইস্পর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নারায হ্যায়। **দোসরী,** জিস খুশী কা হামকো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে হুকুম ফরমায়া হ্যায়, উয়হ্ খুশী ঈমানকী খুশী হ্যায়, দ্বীনকী খুশী হ্যায়। উস্ খুশী সে ইনসানকা দিল নরম হোতা হ্যায়, আঁখূসে আসূঁ জারী হোতে হ্যাঁয়, আল্লাহ্কে শুকরিয়া কী আদা হোতী হ্যায়। লেকিন এক উয়হ্ খুশী হ্যায়, জিসমে তামাম কায়েনাত শরীক হ্যাঁয়- জিস খুশী মে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা খোদ শরীক হ্যায়, জিস খুশী মে আল্লাহ্কে ফেরেশতে শরীক হ্যাঁয়, তামাম আম্বিয়ায়ে কেরাম শরীক হ্যাঁয়, আল্লাহ্ কে তামাম আউলিয়া শরীক হ্যাঁয়, তামাম মুসলমান উস খুশীমে শরীক হ্যাঁয়, আওর ইয়ে আজকা দিন বারাহ্ রবিউল আউয়াল শরীফ ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী খুশী হ্যায়, তো ইয়ে খুশী আয়সী খুশী হ্যায়, সুবহানাল্লাহ্! জিসকী মেসাল নেহী হো সেকতী।

বঙ্গানুবাদ

অহংকারী হয়ে উঠে এবং অবৈধ-কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। আর এ সব আনন্দ করা থেকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিষেধ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে- "তোমরা অহংকার ও গর্ববোধ করোনা, কেননা, অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।" তাই অনর্থক অহংকার করা, ধন-সম্পদের উপর গর্ববোধ করা এবং অবৈধ আনন্দ-উৎসব ও ক্রিয়াকান্ডে জড়িয়ে পড়া আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। **দুই,** আর যে আনন্দ উৎসব ও খুশী করার জন্য মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো ঈমানের খুশী, (দ্বীনের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার খুশী।) যে খুশীতে মানুষ বিনয়ী হয়, চোখ থেকে (কৃতজ্ঞতার) অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আর মুখে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে। কিন্তু এমন এক আনন্দ উৎসবও রয়েছে, যে আনন্দে সমস্ত বিশ্বজগৎ শরীক হয়, যে খুশীতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাও শরীক আছেন এবং যে আনন্দের সারিতে তাঁর সমস্ত ফেরেশতা, নবীগণ, পুণ্যাত্মা বান্দাগণ এবং সব মুসলমানও শরীক আছেন, তা হলো আজকের এ পবিত্র দিন ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফের ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খুশী। এটা এমন এক খুশী উদ্‌যাপনের দিন, যে দিনের তুলনা হয় না।

উচ্চারণ

সবসে পহেলে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলানে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মীলাদ-ই মোবারক পর আম্বিয়ায়ে কেরামকো বোলায়া আর আম্বিয়ায়ে কেরাম কী শানমে ফরমায়া-**"ওয়া ইয্ আখাযাল্লা-হু মীসা-ক্বান নবিয়্যী-না...।"** আল্লাহ্ নে ওয়াদা লিয়া আম্বিয়ায়ে কেরাম সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী তাশরীফ আওয়ারী কে মুতা'আল্লিক্ব, আম্বিয়াকো তাকীদ ফরমায়ী– "জব উয়হ্ যমানা তোম পাও, উন পর ঈমান লাও, উনকী মদদ করো।" সব নবীয়ূঁ নে ইস্কা এক্বরার কিয়া, ওয়াদা দিয়া। তো সবসে পহেলে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মীলাদ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে আম্বিয়া-ই কেরাম আওর ফেরেশতোঁ কো লে-কর মানায়া।

আদম আলায়হিস্ সালামনে আপনে বেটে শীষ আলায়হিস্ সালাম কো ফরমায়া- 'আগর তোম পর কেসী ক্বিস্ম কী তাকলীফ আয়ে, তো তোম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো ইয়াদ করকে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলাকে দরবার মে ইস্তিগফার পড়না, উসী তরীক্বে সে হযরত

বঙ্গানুবাদ

সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র 'মীলাদ' পালন উপলক্ষে নবীগণকে একত্রিত করে তাঁদের উদ্দেশে এরশাদ করলেন, (যেমন পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হচ্ছে,) "যখন আল্লাহ্ তা'আলা সকল নবী থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিলেন যে, 'যখন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুভ পদার্পণ করবেন আর তোমরা যদি তাঁর যুগ পাও, তবে তোমাদের উচিত হবে তাঁর উপর ঈমান আনা ও তাঁকে সাহায্য করা।" তখন একবাক্যে সকল নবী 'হাঁ' বলে এ অঙ্গীকার স্বীকার করে নেন। সুতরাং সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলাই সব নবী ও ফেরেশতাদের নিয়ে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম দিবস তথা পবিত্র মীলাদের আলোচনা করে মীলাদুন্নবী পালন করেন।

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম আপন পুত্র হযরত শীস আলায়হিস্ সালামকে উদ্দেশ করে বললেন, "যদি তোমার উপর কোন প্রকারের দুঃখ-দুর্দশা আসে, তখন তুমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে ইস্তিগফার পড়বে। তেমনিভাবে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামনে দো'আ মাঙ্গী- "রাব্বানা ওয়াব'আস ফী-হিম রাসূলাম মিনহুম।" তো মাইঁ ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম কী দো'আ হোঁ।	প্রার্থনা করেছেন- "হে আমাদের রব! তাঁদের (ইসমাঈলের বংশ) থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন।" (এটা ক্ববূল হয়েছে।) তাই প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "আমি হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের দো'আ-প্রার্থনার ফসল।"
তামাম আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তামাম রাসূলোঁ নে আপনী আপনী উম্মতোঁ কো ফরমায়া, আগর উয়হ্ যামানাহ্ তোম পাও তো উস্ আযীমুশ্ শান রসূল পর ঈমান লানা, আওর উনকী মদদ করনা। এসী ত্বরাহ্ ঈসা আলায়হিস্ সালাম তক জেতনে আম্বিয়ায়ে কেরাম তাশরীফ লায়ে সবনে আপনী আপনী উম্মতোঁ কো ইয়ে সমঝায়া। আখের মে ঈসা আলায়হিস্ সালাম নে বশারত দী কেহ **"ওয়া মুবাশ্শিরাম্ বিরাসূ-লিন ইয়া'তী মিম্ বা'দিস্মুহূ আহমদ।"**	সকল নবী ও রাসূল আপন আপন উম্মতকে বলেছেন, "যদি তোমরা ওই মহা মর্যাদাবান রাসূলের যুগ পাও, তখন তোমাদের উচিত হবে তাঁর (রিসালতের) উপর ঈমান আনা এবং তাঁকে সাহায্য করা। সবশেষে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম আপন উম্মতের প্রতি শুভ সংবাদ দিয়ে গেছেন, 'আমার পর একজন রাসূল আসবেন, যাঁর নাম হবে আহমদ।'
তো তামাম আম্বিয়ায়ে কেরাম নে হুযূর আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মীলাদ মানায়ী। আপ কী তাশরীফ আওয়ারী কা যিক্র ফরমায়া। আওর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে ক্বোরআনে পাক কী জাগাহ্ বজাগাহ্ ফরমায়া- **"ক্বাদ জা----আকুম মিনাল্লা-হি নূ-রুঁ ওয়া কিতাবুম্ মুবীন", "লাক্বাদ**	এভাবে সকল নবী স্ব স্ব যুগে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ধরা বুকে শুভ পদার্পণ করবেন বলে সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে মীলাদুন্নবী তথা নবীর জন্ম উৎসব পালন করে যান। তাঁর শুভাগমনের কথা প্রচার করে যান। তাছাড়া, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনের বিভিন্ন স্থানে এভাবে এরশাদ করেছেন, ((নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এক উজ্জ্বল নূর

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
জা----আকুম রাসূ-লুম মিন আন্ফুসিকুম" ওয়াগায়রাহ্। আয়সে তরীক্বে সে ক্বোরআনে পাক মে হুযূর কী মীলাদ বাতায়ী গায়ী হ্যায়।	(জ্যোতি) এবং সুস্পষ্ট গ্রন্থ (ক্বোরআন) এসেছে।)) ((নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে এক মহান রাসূলের শুভাগমন হয়েছে।)) ইত্যাদি। এভাবে কোরআনে করীমে হুযূর-ই আক্রামের মীলাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।
আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামনে খোদ্ মীলাদ কা যিক্র ফরমায়া। আ-পনে এরশাদ ফরমায়া- 'মাঁই হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম কী দো'আ হোঁ- **'রাববানা ওয়াব্আস্ ফী-হিম রাসূলাম্ মিনহুম...।'** (আয় হামারে রব, আওর উনমে উনমে সে এক মু'আয্যায্ রসূল ভেজ্।) আওর ফরমায়া, 'মাঁই ঈসা আলায়হিস্ সালাম কী বশারাত হোঁ।'	আর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও নিজের মীলাদের বর্ণনা নিজেই করেছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন- 'আমি হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের দো'আ।' (আনা দা'ওয়াতু ইব্রাহী-মা, অর্থাৎ তিনি দো'আ করেছিলেন, 'হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে একজন মহান রসূল প্রেরণ করো...)। আর আমি হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের শুভ সংবাদ। (ওয়া বাশা-রতু ঈসা..., অর্থাৎ এবং হযরত ঈসার সুসংবাদ, যা তিনি তাঁর উম্মতদেরকে প্রদান করেছিলেন।)'
ইয়ে মীলাদ মুবারক আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী ভী সুন্নাত হ্যায়, ফেরেশ্তোঁ কী ভী সুন্নাত হ্যায়। আম্বিয়ায়ে কেরাম কী ভী সুন্নাত, তামাম মুসলমানোঁ কী ভী সুন্নাত হ্যায়। তামাম সাহাবায়ে কেরাম কী ভী সুন্নাত হ্যায়। আয়সা কুঈ কাম নেহীঁ, জিসমে তামাম শামেল হ্যাঁয়। ইয়ে খাস করম হ্যায়	সুতরাং বুঝা গেলো যে, এ মীলাদ মোবারক (নবীর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা ইত্যাদি) আল্লাহ তা'আলার যেমন সুন্নাত, তেমনি সমস্ত ফিরিশতা, সমস্ত নবী এবং মুসলমানদেরও সুন্নাত। সকল সম্মানিত সাহাবীরও সুন্নাত। এমন কোন কাজ নেই, যাতে সকলে শামিল আছেন। এটা আল্লাহর বিশেষ দয়া যে, এ পবিত্র মীলাদে স্বয়ং স্রষ্টা যেমন শামিল আছেন,

উচ্চারণ

কেহ্ ইস মীলাদ-ই পাক মে খালেক্ব ভী শামেল, আওর মাখলূক্ব ভী শামেল হ্যাঁয় । আল্হামদু লিল্লাহ্॥

সির্ফ শয়তানে মাল'ঊন কে সেওয়া সব নে উস দিন খুশী মানায়ী । বলকেহ্ মীলাদ পাককে ওয়াক্বত ফেরেশতে সফ বসফ হযরত আমেনা কে আঙ্গীনে মে নবী কো সাবাশ দেনে কে লিয়ে আয়ে থে । কা'বা আমেনা কে ঘর কী তরফ ঝুক গায়া, আওর দুনিয়া নে নবী কী তাশরীফ আওয়ারী পর শোকরিয়া আদা কী ।

তো আজ ভী জো ভাই হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী শানে আক্বদাস পর জুলূস কর রাহে হ্যাঁয়, জান ক্বোরবান কর রহে হ্যাঁয়, মাল ক্বোরবান কর রহে হ্যাঁয়, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা উন্‌কো কবূল ফরমায়ে । আ-মী-ন । আওর আপ লোগোঁকী ইস্ কোরবানী পর হাম কিস ত্বরাহ্ শোকরিয়া আদা করেঁ । আল্লাহ্ তা'আলা হাম সব কী কাওশিশ ও মেহনতোঁ কো ক্ববূল ফরমায়ে । আ-মী-ন । ওয়াস্ সালাম ।

---০---

বঙ্গানুবাদ

তেমনি সমস্ত সৃষ্টিজগৎও শামিল আছে । আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা ।

পক্ষান্তরে, একমাত্র অভিশপ্ত শয়তান ছাড়া সবাই এ দিনে খুশী প্রকাশ করেছে, বরং মীলাদ-ই পাকের সময় সব ফেরেশতা কাতারে কাতারে হযরত আমেনার আঙ্গিনায় নবী করীমকে সম্ভাষণ জানাতে ছুটে যান এবং দুনিয়ায় নবীর শুভাগমনের জন্য শোকরিয়া আদায় করেন ।

আজ যে সব ভাই মীলাদুন্নবী তথা ধরাবুকে নবীর শুভাগমন দিবসে খুশী উদ্‌যাপন করার জন্য দলে দলে জুলূসে যোগদান করেছেন এবং অকাতরে নবীর প্রেমে নিজেদের প্রাণ উজাড় করে ধন-সম্পদ উৎসর্গ করেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা সবই কবুল করুন ।

আর আপনাদের এ ক্বোরবানীর জন্য আমরা কিভাবে শোকরিয়া আদায় করবো? দো'আ করি- আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবার চেষ্টাও পরিশ্রমকে ক্ববুল করুন! আ-মী-ন । এবং আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক (ওয়াস্ সালাম) ।

---০---

নূরানী তাক্বরীর-চৌদ্দ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا٥

[سورة الاحزاب : آيت ٥٦]

উচ্চারণ

আ'উযুবিল্লা-হিস্ সামী-'লি 'আলীমি মিনাশ্ শায়তানির রাজী-ম
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

ইন্নাল্লা-হা ওয়া মালা----ইকাতাহূ- ইয়ুসাল্লু-না 'আলান্ নবীয়্যি, ইয়া---আইয়্যুহাল্ লাযী-না আ-মানূ- সল্লু 'আলায়হি ওয়াসাল্লিমূ- তাস্‌লী-মা । [সূরা আহযাব: আয়াত-৫৬]

তরজমা

আমি, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে ।

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় ।

নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ দুরূদ প্রেরণ করেন ওই অদৃশ্য বক্তা (নবী)'র প্রতি, হে ঈমানদারগণ, তাঁর প্রতি দুরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো । [সূরা আহ্‌যাব : আয়াত ৫৬, কান্‌যুল ঈমান]

উচ্চারণ

ইস্ আয়াতে মুবারকাহ্ মে 'আজীব বাত হ্যায় কেহ্, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায়, হুকুম ফরমাতা হ্যায়- নামায পড়হো, রোযা রাখ্খো, যাকাত দো, ইয়ে করো, উয়হ্ করো; লেকিন দুরূদ শরীফ কে মুতা'আল্লিক্ব ফরমায়া কেহ্, ইয়ে দরূদ শরীফ মাইঁ ভী পড়তা হোঁ আওর মেরে ফেরেশতে ভী পড়তে হ্যাঁয়। বাদ মে ফরমায়া, "আয় মু'মিনো! তোম ভী আপনে আক্বা পর দুরূদ ভেজো। ইয়ে দুরূদ শরীফ ভেজ্নে মে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আওর আল্লাহ্কে ফেরেশতে আওর মু'মিনীন–সব শামেল হ্যাঁয়। কূঈ ভী কাম আয়সা নেহীঁ, জিসকো আল্লাহ তা'আলা ভী করে, বন্দে ভী করেঁ। আল্লাহ্ তা'আলা জো কাম করতা হ্যায় উয়হ্ হাম নেহীঁ কর সেকতে হ্যাঁয়। উয়হ্ তো খালেক্ব হ্যায়, রাযেক্ব হ্যায়, আওর হামারা কাম হ্যায় ইবাদত করনা, ইত্বা'আত করনা। রব তা'আলা ইন্ কামোঁ সে পাক হ্যায়; হ্যাঁ আগর কূঈ কাম হ্যায়, জো আল্লাহ ভী করতা হ্যায়, ফেরেশতে ভী করতে হ্যাঁয়, আওর মু'মিনোঁ কো ভী করনে কা হুক্ম দিয়া গায়া, উয়হ্ সির্ফ হুযুর-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর দুরূদ পড়না হ্যায়।

বঙ্গানুবাদ

এ আয়াতে চমৎকার বিষয় রয়েছে। তা হচ্ছে- আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন – নামায পড়ো, রোযা রাখো, যাকাত দাও, এটা করো, ওটা করো ইত্যাদি; কিন্তু দুরূদ শরীফের বেলায় বলেছেন, এ দুরূদ শরীফ আমি (আল্লাহ)ও পাঠ করি, আর আমার ফেরেশতারাও পাঠ করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নিজেদের আক্বা (মালিক) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফের হাদিয়া প্রেরণ করো। এ দুরূদ পাঠের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশতাগণ এবং মু'মিন বান্দাগণ– সবাই শামিল রয়েছেন। এমন কোন কাজ নেই, যা আল্লাহও করেন আবার বান্দারাও করেন। আল্লাহ্র যে কাজ তা' আমরা কখনো করতে পারিনা। তিনি তো সৃষ্টিকর্তা, রিয্ক্বদাতা। আর আমাদের কাজ হলো তাঁর ইবাদত, আনুগত্য করা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এসব কাজ থেকে পবিত্র। অবশ্য, যদি এমন কোন কাজ থাকে, যা আল্লাহ্ও করেন ও ফেরেশতাগণও করেন এবং মু'মিনগণকেও করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, তা শুধু হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা।

উচ্চারণ

খেয়াল রহে কেহ্ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী দুরূদ শরীফ হ্যায় নুযূলে রহমত আওর ফেরেশ্তোঁ কী দুরূদ শরীফ হ্যায় দো'আয়ে রহমত।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সে হাদীস মারভী হ্যায়, উনহুঁনে আরয কী, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, মাইঁ কিস্ ক্বদর দুরূদ শরীফ আপ পর পড়া করোঁ?" তো আ-পনে ফরমায়া, "জিস্ ক্বদর চাহো।" আরয কী, "চৌথায়ী হিস্সা পড়োঁ। ইয়া'নী তিন চৌথায়ী দোস্রে দো'আয়েঁ আওর ওয়াযা-য়েফ ওয়াগায়রাহ্ পড়তা রহোঁ আওর এক চৌথায়ী দুরূদ শরীফ পড়োঁ।"
ফরমায়া, "জেতনা চাহো, মগর আওর ভী যেয়াদাহ্ করো তো বেহ্তর।" আরয কী, 'আধা হিস্সা পড়োঁ।" ফরমায়া জেত্না চাহো, মগর আওর যিয়াদাহ্ করো তো বেহতর।"আরয কী, "দো তেহায়ী দরূদ শরীফ পড়োঙ্গা।" ফরমায়া, জিস ক্বদর চাহো, মগর আওর ভী যেয়াদাহ্ পড়ো তো বেহতর হোগা।" আরয কী, "হুযূর, কুল ওয়াক্ত দুরূদ শরীফ হী পড়তা রহোঙ্গা।" (ইয়া'নী বজায়ে দীগর দো'আওঁ আওর ওয়াযা-ইফ কে সির্ফ দুরূদ শরীফ হী পড়া করোঙ্গা।)

বঙ্গানুবাদ

স্মর্তব্য যে, আল্লাহ তা'আলার দুরূদ শরীফ পড়ার অর্থ হলো তাঁর প্রিয় হবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর রহমত বর্ষণ করা। আর ফেরেশতাদের দুরূদ পাঠ করার অর্থ হলো-রহমতের প্রার্থনা করা।

হযরত উবাই বিন কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে হাদীস বর্ণিত, তিনি প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করলেন, ''হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করতে কতটুকু সময় নির্ধারণ করতে পারি?" হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ''যতটুকু ইচ্ছা ততটুকু সময় নির্ধারণ করো।"
আমি আরয করলাম, ''এক চতুর্থাংশ সময়। অর্থাৎ তিনভাগ অন্যান্য দো'আ, ওযীফা ইত্যাদি পড়বো আর এক ভাগ দুরূদ শরীফ পড়বো।'' হুযূর এরশাদ করলেন, "তোমার খুশী, হ্যাঁ যদি আরো বেশী করো, তবে তোমার জন্য উত্তম হবে।" আমি আরয্ করলাম, "অর্ধেক সময়।" হুযূর এরশাদ করলেন,
"তোমার ইচ্ছা, তবে যদি আরো বেশী করে দুরূদ শরীফ পাঠ করো, তবে তোমার জন্য উত্তম হবে।" আমি আরয করলাম, "দু' তৃতীয়াংশ সময়। ''হুযূর এরশাদ করলেন, ''তা তোমার ইচ্ছাধীন। হ্যাঁ, যদি এর চেয়েও বেশী করো, তবে তোমার জন্য উত্তম হবে।"
আমি আরয করলাম, ''হুযূর! সম্পূর্ণ সময়টুকুই দুরূদ শরীফ পড়বো। অর্থাৎ অন্য দো'আ-ওযীফা ইত্যাদির স্থলে কেবল দুরূদ শরীফই পড়বো।"

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
হুযূর নে এরশাদ ফরমায়া, "আব ঠিক হ্যায়, ইয়ে দুরূদ শরীফ তোমারে তাক-লীফ দূর হোনে কেলিয়ে কাফী হ্যায়, তোমারে তাকা-লীফ রফা' হোনে আওর তোমারী কামিয়াবী কে লিয়ে আওর তোমারে গোনাহ মু'আফ হোনে কে লিয়ে বস্ ও কাফী হ্যায়।"	তখন হুযূর রহমতে আলম এরশাদ করলেন, "এখন ঠিক আছে, যদি এমন করো, তবে এ দুরূদ শরীফ তোমার যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা লাঘব, তোমার (ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ে) সাফল্য লাভ এবং তোমার সমস্ত পাপ মোচনের জন্য যথেষ্ট হবে।" [তিরমিযী]
আওর কয় জাগাহ্ এরশাদ-ই পাক হ্যায় কেহ, জো একবার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর দুরূদ ভেজে, উসপর দশ রহমতেঁ নাযিল হুতী হ্যায়, উস্ কে দস্ গুনাহেঁ মু'আফ হোতে হ্যাঁয়, দস্ দরজে উসকে বুলন্দ হোতে হ্যাঁয়। তো আপ ইস্ সে আন্দাযাহ্ লাগা-ইয়ে কেহ্ জো শাখ্স রো-যা-নাহ্ এক হাজার বার দুরূদ শরীফ পড়ে উয়হ্ কেতনে সাওয়াবোঁ কা মুস্তাহিক্ব হোতা হ্যায়!	আরো বর্ণিত আছে, যে কেউ একবার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফ প্রেরণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন, তার দশটি পাপ মার্জনা হয় এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আপনারা এটা হতে অনুমান করুন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন এক হাজারবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, সে কতো পরিমাণ পুণ্যের অধিকারী হচ্ছে।
ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ফরমাতে হ্যাঁয়, মাইঁ নে হজ্জ্ কে দওরান এক নওজোয়ান কো দেখা কেহ্ উয়হ্ হার জাগাহ্ দুরূদ শরীফ পড়তা রহা। মাইঁ নে পূ-ছা, আয় নওজোয়ান, তূ হার জাগাহ দুরূদ শরীফ কিউঁ পড় রহা হ্যায়? উসনে আরয কী, মাইঁ হজ্জ্ কে লিয়ে কাফেলা কে সাথ আ-রহা থা।	ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, আমি হজ্জের সময় এক যুবককে প্রত্যেক পুণ্যময় স্থানে দুরূদ শরীফ পাঠ করছে (অথচ হজ্জে প্রতিটি স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দো'আ ও যিক্রের নিয়ম বর্ণিত আছে;) তাকে বললাম, "হে যুবক, তুমি প্রত্যেক স্থানে শুধু দুরূদ শরীফই পাঠ করছো কেন?" সে আরয করলো, হুযূর আমি হজ্জ্ব করার জন্য এক কাফেলার সাথে বের হলাম।

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
মেরে সাথ মেরে বাপ ভী থে। রাস্তে মে মেরে বাপ বিমারী কী ওয়াজাহ্ সে ফাওত হোগায়া আওর উস্কা চেহ্রা ভী বদল গায়া। আব মাইঁ একেলা কেয়া করোঁ? মাইঁ রো-তা রহা। এতনে মে মেরী নীন্দ আ-গায়ী। মাইঁ খা'ব মে এক নুরানী শখ্স কো আ-তে দেখা আওর উনহূঁনে মেরে ওয়ালেদ কে চেহ্রে পর আপনা হাত মুবারক রাখ্খা। ইস্ সে মেরে ওয়ালেদ কা চেহ্রা চান্দ কী ত্বরাহ্ চমকনে লাগা। মাইঁ নে উন্ সে আরয কিয়া, ''হযরত, আপ কৌন্ হ্যাঁয়? ইস পেরেশানী কে ওয়াক্ত হামারী মদ্দ ফরমায়ী।" তো উনহূঁনে ফরমায়া, মাইঁ রাসূলুল্লাহ্ হোঁ। তোমারা বাপ হাম পর রোযা-নাহ্ দুরূদ শরীফ কা হাদিয়া ভেজ্তা থা।"	আমার সাথে আমার পিতাও ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং মারা যান। তার চেহারাও বিকৃত হয়ে গেলো। এখন আমি এ একাকী অবস্থায় কী করবো দিশেহারা হয়ে পড়ি। আমি তখন কাঁদতে থাকি। কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখে ঘুম এসে গেলো। স্বপ্নে আমি নুরানী আকৃতির এক মহান ব্যক্তিকে আসতে দেখি। তিনি এসে তাঁর নুরানী হাত আমার পিতার চেহারায় রাখলেন। অমনি আমার পিতার চেহারা চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে গেলো। আমি ওই আগন্তুক বুযুর্গের দরবারে আরয করলাম, "হযরত, আপনি কে? এ আমার এ দুর্দশার সময় আমাকে সাহায্য করলেন?" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর রাসূল। তোমার পিতা প্রতিদিন আমার উপর দুরূদ শরীফ প্রেরণ করতো। (এ কারণে আজ তোমাদের এ অসহায়ত্বের সময় আমি রসূল তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছি।)"
বাহার হাল দুরূদ শরীফ তামাম মুশকিলূঁ ওয়া পেরেশানিয়ূঁ কা হাল্লু হ্যায়। উস্কো মযবূতী সে পাকাড়না। বাকী রহে বাতেল ফেরক্বে। উয়হ্ লোগ ইয়ে ওয়াস্ওয়াসাহ্ ডালতে রাহ্তে হ্যাঁয় কেহ্, ফোলানাহ্ দুরূদ শরীফ পড়ো, ফোলানাহ্ দুরূদ শরীফ না পড়ো। দুরূদে ইব্রাহীমী পড়নে কী দলীল হ্যায়, আওর সব দুরূদ না-জায়েয। ইয়ে উন্ কী জেহালত হ্যায়। দুরূদ শরীফ জো ভী হো, পড়নে সে সাওয়াব মিলতা হ্যায়।	বস্তুতঃ দুরূদ শরীফ সমস্ত বিপদাপদ ও দুঃখ-দুর্দশা দুরীভূতকরণের উত্তম উপায়। তাই তা তোমাদের দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন!। বাতিল ফির্ক্বার লোকেরা এ কুমন্ত্রণা দিয়ে বেড়ায় যে, অমুক দুরূদ শরীফ পড়বে, অমুক দুরূদ শরীফ পাঠ করবেনা। দুরূদ-ই ইব্রাহীমী দলীল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত। অন্য সব দুরূদ পড়া না-জায়েয ইত্যাদি। এটা বলা তাদের মূর্খতার পরিচায়ক। দুরূদ শরীফ যা-ই হোক না কেন, তা পড়লে সাওয়াব পাওয়া

উচ্চারণ

কেয়া আ-প নেহীঁ দেখতে কেহ্ ওলামায়ে কেরাম জব হাদীস শরীফ পড়তে হ্যাঁয় তো ফরমাতা হ্যাঁয়, 'ক্বা-লা ক্বা-লা রাসূলুল্লা-হি 'সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'। আগর আওর দুরূদ মানা' হোতী, তো এহাঁ ভী ওলামা দুরূদে ইব্রাহীমী হী পড়তে।

আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামনে ফরমায়া কেহ্ 'জো কূঈ হাম পর দুরূদ পড়তা হ্যায়, উয়হ্ হামারে দরবার মে ভেজী জাতী হ্যায়।' ইস্কে ইয়ে মা'না নেহীঁ কেহ্ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মত কী দুরূদ শরীফ নেহীঁ সুনতে; বল্কেহ্ আ-প সুনতে হ্যাঁয়।

জেয়সা কেহ্ হামারে আ'মাল আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কে দরবার মে পেশ কিয়ে জাতে হ্যাঁয়। কেয়া আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হামারে আ'মাল কে মুতা'আল্লেক্ব বে-খবর হ্যায়? নেহীঁ ইয়েতো এন্তেযাম হ্যায়।

বাক্বী, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভী হামারী বাতেঁ সুন্তে হ্যাঁয়, দেখ্ রহে হ্যাঁয়। আ-প হার জাগাহ্ (হাযির-নাযির) ভী হ্যাঁয়। এরশাদ হোরাহা হ্যায় কেহ্- **'আন্ নবাবিয়্যু আওলা-বিলমু'মিনী-না মিন আন্ফুসিহিম'** (নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মু'মেনোঁ কী জান সে ভী যেয়াদাহ্ ক্বরীব হ্যাঁয়)। ইয়ে ঈমান রাখ্খো। আল্লাহ্ হাম সবকো সমঝ্ আতা ফরমায়ে। আ-মী-ন।

---o---

বঙ্গানুবাদ

যাবে। আপনারা কি দেখেননা যে, ওলামায়ে কেরাম হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করার সময় বলে থাকেন, 'ক্বা-লা, ক্বা-লা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'। যদি এ দুরূদ শরীফ পড়া নিষেধ হতো, তবে এখানেও সম্মানিত ওলামা 'দুরূদ-এ ইব্রাহীমী' পাঠ করতেন।

তাছাড়া, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ পাঠ করে, তা আমার দরবারে (ফেরেশ্তা কর্তৃক) পৌঁছানোও হয়। এটার অর্থ এ নয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মতের দুরূদ শুনেন না; বরং (অন্য বর্ণনামতে) তিনি আমাদের দুরূদ শরীফ শুনেন।

যেমন দেখুন, আমাদের আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। তাই বলে কি আল্লাহ আমাদের আমলসমূহের ব্যাপারে বে-খবর? তা কখনো না। এটা একটা ব্যবস্থাপনা মাত্র।

বস্তুতঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের কথা, কাজ সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন। তিনি প্রতিটি স্থানে 'হাযির-নাযির'। যেমন এরশাদ হচ্ছে, "**আন্ নবিয়্যু আওলা- বিল মু'মিনী-না মিন আন্ফুসিহিম**।" অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মু'মিনদের প্রাণের চেয়েও নিকটে। এটাই ঈমান (বিশ্বাস) রাখুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন।

---o---

নূরানী তাক্বরীর-পনের

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ o يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ o اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ o اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ o وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ [سوره الحجرات ايت - ١]

উচ্চারণ

আ'ঊ-যু বিল্লা-হিস্ সামী'ইল 'আলী-মি মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রাজী-ম

বিস্মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

১. 'ইয়া--- আয়্যুহাল লাযী-না আ-মানূ- লা- তুক্বাদ্দিমূ- বায়না ইয়াদায়িল্লা-হি ওয়া রাসূ-লিহী- ওয়াত্তাক্বুল্লা-হ্, ইন্নাল্লা-হা সামী-'উন্ 'আলী-ম।

২. 'ইয়া---আয়্যুহাল্ লাযী-না আ-মানূ- লা- তারফা'ঊ--- আস্ওয়া-তাকুম ফাউক্বা সাউতিন্ নবিয়্যি ওয়ালা- তাজহারূ- লাহু বিল ক্বাউলি কাজাহ্রি বা'দ্বিকুম লিবা'দ্বিন আন তাহ্বাত্বা আ'মা-লুকুম ওয়া আন্তুম লা- তাশ'উরূ-ন।

৩. ইন্নাল্লাযী-না ইয়াগুদ্দূ-না আস্ওয়া-তাহুম 'ইনদা রাসূ-লিল্লা-হি উলা---- ইকাল্লাযী- নাম্তাহানাল্লা-হু ক্বুলূ-বাহুম লিত্তাক্বওয়া' লাহুম মাগফিরাতুঁ ওয়া আজরুন 'আযী-ম ।

৪. ইন্নাল্লাযী-না ইয়ূনা-দূ-নাকা মিওঁ ওয়ারা---- ইল হুজরা-তি আকসারুহুম লা-ইয়া'ক্বিলূন ।

৫. ওয়া লাউ আন্নাহুম সোয়াবারূ- হাত্তা- তাখ্রুজা ইলায়হিম লাকা-না খাইরাল্ লাহুম । ওয়াল্লা-হু গাফুরুর রাহী-ম । [সূরা হুজুরাত: আয়াত-১-৫]

তরজমা

আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে ।

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় ।

১. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আগে অগ্রসর হয়ো না, আল্লাহ্কে ভয় করো । আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা (সবকিছু) শুনেন ও জানেন ।

২. হে ঈমানদারগণ, নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না ওই অদৃশ্যের সংবাদাদাতা (নবী)-এর কণ্ঠস্বরের উপর এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো যেন কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায় আর তোমাদের খবরই থাকবে না ।

৩. নিশ্চয় ওই সমস্ত লোক, যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে আল্লাহর রসূলের নিকট, তারা হচ্ছে ওইসব লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা খোদাভীরুতার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন । তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে ।

৪. নিশ্চয় ওইসব লোক, যারা আপনাকে হুজুরাসমূহের বাইরে থেকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ ।

৫. এবং যদি তারা ধৈর্যধারণ করতো যতক্ষণ না আপনি তাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করতেন, তবে তা তাদের জন্য উত্তম ছিলো; এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু ।

[সূরা হুজুরাত: আয়াত-১-৫, কান্যুল ঈমান]

উচ্চারণ

সুবহা-নাল্লাহ্! ইস আয়াতে মুবারাকাহ্ মে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মুতা'আল্লিক্ব মু'মিনূ কো ইহতিরাম, ইয্যাত ওয়া আদব কী তা'লীম দে রহা হ্যায়– ইস্ দরবার মে ইস তরীক্বে সে আও! ইস্ আযীমুশ্শান রসূল কী ইস্ তরীক্বে সে ইয্যাত করো, উন কা ইস্ তরীক্বে সে আদব করো । আগর তোমারে দিল মে আদব হো তো আদব কে সাথ মুহব্বত লাযেম ও মালযূম হ্যায় । মুহাব্বত আয়েগী তো ক্বলব কী তা'মীর হোগী । আওর তোমারে দিলোঁ মে মুহাব্বত কা চেরাগ রওশন হো জায়েগা, তো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সে মিলনে কা রাস্তা তোমারে লিয়ে রওশন হো জায়েগা ।

এহাঁ পর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হাম কো আদব আওর মুহাব্বত কী তা'লীম দে রহা হ্যায় । আওর ফরমাতা হ্যায় কেহ্ (আল্লাহ ও রসূল কে) আগে মাত্ বড়ো, আগে না হো । ইয়ে নেহীঁ বাতায়া কেহ্, কিস্ বাত মে আগে মাত বড়ো । মত্বলব ইয়েহ্ হ্যায় কেহ্ দুনিয়া কে কেসী ভী কাম মে, কেসী ভী চীয মে আল্লাহ্ ও রসূলকে আগে মাত বড়ো, আগে মাত জাও । এহাঁ

বঙ্গানুবাদ

সুবহা-নাল্লাহ্! এ বরকতময় আয়াতে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মু'মিনদেরকে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শনের শিক্ষা দিচ্ছেন- (এভাবে যে,) এ দরবারে এ পদ্ধতিতে এসো, এ মহাসম্মানিত রসূলকে এভাবে সম্মান করো তাঁকে এরূপ আদব করো । তোমাদের অন্তরে যদি আদব থাকে তাহলে আদবের সাথে তাঁর প্রতি মুহব্বত (হৃদয়ে) ওঁতপ্রোতভাবে জড়িত । রসূলের প্রতি ভালোবাসা আসলে হৃদয় আবাদ হবে । আর তোমাদের অন্তরে মুহাব্বতের চেরাগ জ্বলে উঠবে, তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সান্নিধ্য পাওয়ার পথও তোমাদের জন্য উজ্জ্বল বা স্পষ্ট হয়ে যাবে ।

এখানে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে (তাঁর রসূলের প্রতি) আদব ও ভালবাসার শিক্ষা দিচ্ছেন আর এরশাদ করছেন, আল্লাহ্ ও রসূলের আগে যাবেনা, আগে অগ্রসর হয়ো না । এটা বলেন নি, কোন্ বিষয়ে আগে যেওনা; বরং দুনিয়ার যে কোন ব্যাপারে । অর্থ এ যে, দুনিয়ার কোন কাজে, কোন ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রাসূলের আগে বাড়বে না । আগে যেওনা,

উচ্চারণ

দোসরা নুক্তাহ্ ইয়ে ভী হ্যায় কেহ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সে আগে তো কুয়ী নেহীঁ বড় সেকতা হ্যায়। লেহা-যা এহাঁ পর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে আগে বড়না হী আল্লাহ্ সে আগে বড়না হ্যায়। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে আপনে যিক্র কো আগে কিয়া কেহ্, রসূল সে সবক্বত করনা গোয়া আল্লাহ্ সে আগে বড়না হ্যায়।

এক মরতবা সায়্যিদুনা আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নামায পড়া রহে থে। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ লায়ে। তো উয়হ্ ফাউরান পীছে আ-গায়ে। কিঁউকেহ্ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মাওজুদগী মে তামাম ইমামোঁ কী ইমামত মানসূখ, তামাম নবিয়্যঁ কী নুবূয়ত মানসুখ, তামাম রসূলোঁ কী রেসালত মান্সূখ। তো কায়সে হযরত সিদ্দীক্ব নামায পড়া সেকতে? হাঁ আগর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কেসী কো ফরমায়ে, ''তোম ইমাম হো জানা'', তো আপ কী ইযাযত সে হো তো উনকী ইমামত হো সেকতী হ্যায়। ইস্ কে সেওয়া হুযূর করীম

বঙ্গানুবাদ

এখানে দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এও রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার আগে তো কেউ যেতে পারে না। তাই এখানে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আগে অগ্রসর হওয়াকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের আগে অগ্রসর হওয়া বুঝিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে নিজের উল্লেখ আগে করেছেন আর এরশাদ করেছেন, রসূলের আগে হওয়া আল্লাহ্র আগে হওয়ার নামান্তর।

একদা হযরত সায়্যিদুনা আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নামায পড়াচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। তখনই হযরত আবূ বকর পেছনে সরে আসলেন। কেননা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে সমস্ত ইমামের ইমামতি রহিত, নবীগণের নুবূওয়তের কার্যকারিতা রহিত, রসূলগণের রেসালতের কার্যকারিতা রহিত। অতএব, তিনি (হযরত আবূ বকর হুযূর-ই আকরামের আগে) নামায কীভাবে পড়াতে পারেন? হাঁ যদি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাউকে ইমাম হওয়ার নির্দেশ দেন, তবে তিনি ইমাম হতে পারেন। এ ছাড়া হুযূর

উচ্চারণ

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মাওজূদগী মে কূঈ ভী নামায নেহী পড়া সেকতা।

ইস্ তরীক্বে সে 'আ-ম হুকুম হ্যায় কেহ্ দুনিয়া কে কামোঁ মে, তামাম চীযোঁ মে আগর কূঈ হুকুমত কেসী ক্বিসম কা ফায়সালা করে তো উসকো আল্লাহ্ ওয়া রসূলকে ইন আহকাম, ইস শরীয়ত কা খেয়াল রাখ্না চাহিয়ে। হামারা কূঈ ফায়সালা, কাম আওর কানূন আয়সে না হো কেহ্, আল্লাহ্ ও রসূল কে আহকাম কে সাথ টুকরাতে রহে। ইস তরীক্বে সে হাকেম কো, জজ কো আয়সা ফায়সালা করনা চাহিয়ে, জো শরীয়ত সে না টুক্রায়ে। এহাঁ **লা-তুক্বাদ্দিমূ-বায়না ইয়াদায়িল্লা-হি ওয়া রাসূ-লিহী-** মে দুনিয়া কে তামাম কাম আগায়ে কেহ্ আল্লাহ্ ও রসূলকে আগে মাত বড়ো।

আল্লাহ্ তা'আলা কী ইয়ে কিতাব আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী সুন্নাত পর চলনে কি পূরী পূরী কওশিশ করো আওর আপনী তরফ সে কেসী ক্বিসম কা ফায়সালা মাত করো।

আব ইয়ে এরশাদ হুয়া, **ইয়া---আইয়্যুহাল লাযী-না আ-মানূ লা-তারফা'উ আস্ওয়া-তাকুম ফাওক্বা সাওতিন নবীয়্যি** আয় ঈমান ওয়ালো! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা

বঙ্গানুবাদ

করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে কেউই নামায পড়াতে পারে না।

এ বিধান সর্ব বিষয়ে প্রযোজ্য। তেমনি দুনিয়ার সকল কাজকর্মের ব্যাপারে যদি কোন সরকারের আদালত কোন প্রকারের বিচার করে, তবে তাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের এ বিধি-বিধান, এ শরীয়তের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ। (অর্থাৎ বিচারকার্য যেন শরীয়তের অনুরূপ হয়।) আমাদের কোন মীমাংসা ও আইন-কানূন যেন আল্লাহ্ ও রসূলের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। তাই বিচারক বা জজের এমনভাবে ফায়সালা করা উচিৎ যেন তা শরীয়তের বিরোধী না হয়। এখানে এ আয়াতের মধ্যে দুনিয়ার সব বিষয় এসে গেছে। সুতরাং এর কোনটাতে কেউ যেন আল্লাহ্ ও রাসূলের আগে না বাড়ে।

আল্লাহ্ তা'আলার এ কিতাব ক্বোরআন মজীদ আর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের উপর চলার জন্য পরিপূর্ণরূপে চেষ্টা করে যাও; আর নিছক নিজের পক্ষ হতে কোন প্রকারের মীমাংসা করতে যেও না।

তারপর এটা ইরশাদ হলো যে, হে ঈমানদারগণ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর

উচ্চারণ

আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে সামনে আপনী আওয়াজ কো বুলন্দ মত করো। **ওয়ালা- তাজহারু- লাহু বিল ক্বাওলি** আওর উনকে সামনে চিল্লা চিল্লা কর বাত মাত করো, যোর সে বাতেঁ মাত কাহো, **কা জাহ্‌রি বা'দ্বিকুম লি বা'দ্বিন**- জিস্ তরীক্বে সে তোম এক দোসরে সে উঁচী আওয়াজ মে বাতেঁ করতে হো, উস্ তরীক্বে সে মেরে হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে দরবার মে আ-কর চিল্লা চিল্লা কর বাতেঁ মাত করোঁ। **আন্ তাহবাত্বা আ'মা-লুকুম ওয়া আন্‌তুম লা-তাশ'উরূ-ন** কাহেঁ তোমারে তামাম আ'মাল যা-ই' না হো জায়েঁ, তোমারে আ'মাল বরবাদ না হো জায়েঁ, আওর তোম কো খবর তক্ না হো। সুবহানাল্লাহ্!

জব ইয়ে আয়াতে মুবারাকাহ্ আয়ী তব সাইয়্যিদুনা আবূ বকর সিদ্দীক্ব আওর সাইয়্যিদুনা ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা আহেস্তা বোলনা শুরু কিয়ো। দরবার মে উঁচী আওয়ায সে বাত করনী ঈমান সে হাত ধো-ডালনা হ্যায়। লেহাযা উয়হ্ আহেস্তা আহেস্তা বাতেঁ করতে রহে তো হুযূর করীম কো উনসে পূছনা পড়তা কেহ্ তোম কেয়া কাহ্ রহে হো। উনহূঁ নে আপনা মা'মূল বানা লিয়া কেহ্ আপ কে দরবার মে আপ কী

বঙ্গানুবাদ

সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু করো না। আর তাঁর সামনে নিজেদের আওয়াজকে অধিকতর উঁচু করো না। আর তাঁর সামনে জোরে জোরে কথা বলো না, তাঁর সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলো না যেভাবে তোমরা একে অপরের সাথে উঁচুস্বরে কথা বলে থাকো। এভাবে আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে উঁচুস্বরে কথা বলো না কখনো আবার তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায় কিনা, যেন তোমাদের পুণ্যকর্মগুলো বরবাদ হয়ে না যায়। সুবহা-নাল্লাহ্।

যখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা নিচুস্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। রসূলে পাকের দরবারে উঁচু স্বরে কথা বলা ঈমান হতে হাত ধোয়ার নামান্তর। তাঁরা এতো নিচু স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন যে, অনেক সময় হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করে নিতে হতো তোমরা কী বলছো? এভাবে (হুযূরের

উচ্চারণ

মাওজূদগী মে চুপি চুপি বাত করতে থে। আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নে তো ক্বসম উঠা রাখ্‌খী কেহ 'জব তক মেরে জিস্‌ম মে জান হো, মাই আপ কে সামনে কভী উঁচী আওয়াজ সে বোত নেহী কারোঙ্গা, যোর সে বাত নেহীঁ করোঙ্গা। বলকেহ্ জব হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে দরবার মে কূঈ ওয়াফ্‌দ আথা তো আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উনকো সমঝানে কেলিয়ে খাস সাহাবা-ই কেরাম কো মুক্বাররার ফরমাতে, উস ওয়াফ্‌দ কো সমঝাও কেহ্ ইস তরীক্বে সে দরবার মে আও, ইস তরীক্বে সে বাতেঁ করো।

ক্বায়স বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কী আওয়ায 'আ-দাতান উঁচী থী। ওয়হ্ দরবার মে উঁচী আওয়াজ সে বোলতে থে। জব ইয়ে আয়াতে মুবারকাহ্ আয়ী, তো উয়হ্ আপনে মকান কা দরওয়াযাহ্ বন্দ করকে আন্দর রোনে লাগে। আওর কাহ্‌নে লাগে, ইয়ে আয়াত তো মেরে মুতা'আল্লিক্ব আয়ী। কিওঁকেহ্ মাইঁ উস দরবার মে উঁচী উঁচী আওয়ায সে বাতেঁ কিয়া করতা থা। তো দু'দিন হুযূর

বঙ্গানুবাদ

দরবারে) নিচুস্বরে কথা বলা সাহাবীরা নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শপথ করে বসলেন যে, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সম্মুখে কখনো উঁচুস্বরে কথা বলবো না; বরং যখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে প্রতিনিধি দল আসতো, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে (নবীর দরবারের আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য) কতেক সাহাবীকে নিযুক্ত করলেন, যেন তাঁরা তাদেরকে বুঝান যে, এভাবে রসূলের দরবারে এসো, এভাবে নবীর সাথে কথা বলো।

ক্বায়স ইবনে সাবিত নামে জনৈক সাহাবীর কণ্ঠস্বর স্বভাবত উঁচু ছিলো। তিনি নবীর দরবারে উচুঁস্বরে কথা বলতেন। যখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে কান্না আরম্ভ করে দিলেন। আর বলতে লাগলেন, এ আয়াত তো আমার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, আমিই তো রাসূলের দরবারে উঁচুস্বরে কথা বলতাম। এ ভয়ে তিনি দু'দিন পর্যন্ত নবীর দরবারে যাওয়া হতে বিরত রইলেন।

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
কে দরবার সে গায়র হাযির রাহে। তো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নে পূছা - কাহাঁ হ্যায় সাবিত ইবনে ক্বায়স? উয়হ্ নযর নেহীঁ আ-রাহা। আরয কিয়া গায়া, উয়হ্ দরওয়াযাহ্ বন্দ্ করকে রো রহা হ্যায়। ফরমায়া, "উসকো বোলাও!" সাবিত ইবনে ক্বায়স জব খেদমত মে আয়ে তো ফরমায়া, "কেয়া বাত হ্যায় কেহ্ নযর নেহী আয়ে হো?" সাবিত ইবনে ক্বায়স নে আরয কিয়া, "ইয়া-রাসূলুলাল্লাহ্! মাইঁ তো তাবাহ্ হো গায়া, মাইঁ তো বরবাদ হো গায়া। ইয়েহ্ আয়াত তো মেরে মুতা'আল্লিক্ব আয়ী হ্যায়। মাইঁ তো ইস দরবার মে চিল্লা চিল্লা কর বাতেঁ করতা থা।" ফরমায়া, "নেহীঁ। তোমারী যিন্দেগী কামিয়াব যিন্দেগী হ্যায়। তোমারী মাওত শাহাদত কী মাওত হোগী। আওর তোমকো জান্নাত নসীব হোগী। কেয়া ইয়ে তোমারে লিয়ে আচ্ছা নেহীঁ? কেয়া তূ উস সে রাযী নেহী?" উনহুঁনে কাহা, "হাঁ, রাযী হোঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!" তো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামনে উনকো তাসাল্লী দী।	তাঁকে না দেখে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'সাবিত ইবনে ক্বায়স কোথায়? তাকে দেখা যাচ্ছে না!' লোকেরা আরয করলেন, "হুযূর! তিনি তো ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদছেন।" হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যাও, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।" সাবিত ইবনে ক্বায়স যখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আসলেন, তখন হুযূর করীম বললেন, "কি হলো, তোমাকে দেখা যাচ্ছে না?" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি, বরবাদ হয়ে গেছি, এ আয়াত তো আমার প্রসঙ্গে এসেছে। আমিই তো এ দরবারে উঁচু স্বরে কথা বলি।" হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "না, তোমার জীবন সাফল্যমন্ডিত। তুমি শাহাদতের মৃত্যু পাবে, তোমার ভাগ্যে জান্নাত রয়েছে।" এটা কি তোমার জন্য উত্তম নয়? এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, সন্তুষ্ট আছি, হে আল্লাহর রসূল!" এভাবে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
আওর জব মুসায়লামা কায্যাব কে সাথ লড়ায়ী হুয়ী, তো উস লড়ায়ী মে হযরত সাবেত ইবনে ক্বায়স ভী শহীদ হুয়ে। উসকে বা'দ, রাত কে ওয়াক্ত এক শখ্স কো খাব মে ফরমাতে হ্যাঁয় কেহ্, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কো কহো, মেরে জিস্ম পর এক দির'আহ্ থা। উস দির'আহ্ কো এক শখ্স নে চুরি করলিয়া। উয়হ্ ময়দান কে আখেরী হিস্সে মে হ্যায়। উসকে পাস্ মেরা দির'আহ্ হ্যায়। আউর ইয়ে দির'আহ্ লে কর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব কে পাস পহুঁছানা, তা কেহ্ মুঝ পর ফোলান ফোলান কা জো ক্বর্য হ্যায় উসকী আদা করনে কা বন্দোবস্ত করেঁ। আওর মেরী বাতোঁ কো খাব মাত জানো, ইস্কো ইয়াক্বীন জানো। উস শখ্স নে সুবহে কো খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে পাস হাযির হুয়া আওর আরয কিয়া, "মাঁই নো গুযিশ্তা রাত সাবিত ইবনে ক্বায়স কো ইয়ে কাহ্তা হুয়া দেখা।" খালিদ ইবনে ওয়ালীদ খাব মে বাতায়ে হুয়ে মকান সে উনকা দির'আহ্ তালাশ কিয়া। (তো পা-লিয়া।)	যখন (ভন্ড নবী) মুসায়লামা কায্যাব-এর সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হলো, তখন ওই যুদ্ধে হযরত সাবিত ইবনে ক্বায়সও শহীদ হন। এরপর রাতে এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি বলছিলেন, "তুমি গিয়ে (সেনাপতি) খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে বলো, "আমার শরীরে এক যুদ্ধবস্ত্র ছিল, অমুখ ব্যক্তি (আমার শাহাদাতের পর) তা চুরি করে নিয়ে গেছে। সে এ ময়দানের শেষ প্রান্তে তাঁবুতেই আছে, সেখানে আমার যুদ্ধবস্ত্রটিও আছে। আর এ যুদ্ধবস্ত্রটা যেন আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছে পৌঁছানো হয়। আমার উপর অমুক অমুকের ঋণ আছে। তিনি যেন তা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করেন। আর আমার একথাগুলোকে নিছক স্বপ্ন মনে করো না, বরং এতে সুদৃঢ় আস্থা রেখো।" সুতরাং ওই ব্যক্তি পরদিন ভোরে হযরত খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছে গিয়ে বললেন, "হুযূর, সাবিত ইবনে ক্বায়সকে আমি গত রাতে স্বপ্নে দেখেছি এবং তাঁকে এসব বলতে শুনেছি।" তখন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ স্বপ্নে নির্দেশিত স্থান হতে তাঁর যুদ্ধবস্ত্রটা তালাশ করে উদ্ধার করলেন। (এবং বাক্বী কাজগুলোও সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেন।)

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
তো উস্ কে বা'দ ইয়ে হালত হুয়ী কেহ্ সাহাবা-ই কেরাম নে দরবারে 'আলী-মে আহেস্তা বোলনা শুরু কিয়া। তো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে ইয়ে আয়াত-ই মোবারকাহ্ নাযেল ফরমায়ী- **ইন্নাল্লাযীনা ইয়াগুদ্দ্বূ-না আসওয়া-তাহুম 'ইন্দা রাসূলিল্লা-হি** বেশক জো লোগ আপনী আওয়াযোঁ কো পোশ্ত করতে হ্যাঁয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সামনে, **উলা----ইকাল্লাযী-নাম্তাহানাল্লা-হু ক্বলূ-বাহুম লিত্ তাক্বওয়া-** উনকে দিলোঁ কো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে তাক্বওয়া কে লিয়ে মাখসূস কর দিয়া, আয্মায়া, **লাহুম মাগফিরাতুম ওয়া আজরুম 'আযী-ম** আউর উনকে লিয়ে মাগফিরাত হ্যায় আওর বহুত বড়া আজ্র ও সাওয়াব হ্যায়। আজর-ই 'আযী-ম উন কো আত্বা হুগা, জো লোগ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দরবার মে আপনী আওয়াজ কো পোশ্ত করতে হ্যাঁয়, আদব করতে হ্যাঁয়।	এভাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবা-ই কেরামের এ অবস্থা দাঁড়ালো যে, তাঁরা সবাই নবীর দরবারে নিচু স্বরে কথা বলা আরম্ভ করলেন, তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন- 'নিশ্চয় এসব লোক রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে কথা বলার সময় নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নিচু করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হৃদয়সমূহে খোদাভীতির পরীক্ষা নিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। মহা প্রতিদান তাদেরকে প্রদান করা হবে, যারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে নিচুস্বরে কথা বলে এবং আদব বজায় রাখে।
জব বনী তামীম কা ওয়াফ্দ আয়া আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘর মে আরাম ফরমা রাহে থে। আওর বাহের উয়হ্ লোগ চিল্লানে লাগে-'ইয়া মুহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু	যখন তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আসলো, তখন হুযূর করীম ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেলেন। তারা ঘরের বাইরে থেকে 'হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম, হাম পর বাহের আ-ইয়ে।' তো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে এহাঁ পর ফরমায়া কেহ্ **ইন্নাল্লাযী-না ইয়ূনা-দূ-নাকা মিওঁ ওয়ারা----ইল হুজুরা-তি আক্সারুহুম লা-ইয়া'ক্বিলূ-ন** বেশক উয়হ্ জো আপকো হুজ্রে কে বাহের সে বোলাতে হ্যায়, আকসর উয়হ্ বে-ওয়াক্বূফ হ্যাঁয়। **ওয়া লাও আন্নাহুম সোয়াবারূ-** আগর উয়হ্ সবর করতে, **হাত্তা- তাখ্রুজা ইলায়হিম,** এহাঁ তক কেহ্ আপ উন কে পাস তাশরীফ লাতে, **লাকা-না খাইরাল্ লাহুম** তো ইয়ে উন্কে লিয়ে বেহতর হোতা, **ওয়াল্লা-হু গাফূ-রুর রাহী-ম** আওর আল্লাহ্ বখশ্নে ওয়ালা মেহেরবান হ্যায়। ইয়ে জো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী শান মে ইস ক্বিসম কি বাঁতে করতে হ্যাঁয়, উয়হ্ বেওয়াক্বূফ হ্যাঁয়। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা উন কো বেওয়াক্বূফ ফরমায়া। জো লোগ মিম্বরে রসূল পর বয়ঠ্ কর রসূল কী শান মে গোস্তাখী করতে হ্যাঁয়, উয়হ্ লোগ আদব, ওয়া মুহাব্বত আওর শির্ক মে ফরক্ব নেহীঁ করতে হ্যাঁয়। আদব ওয়া মুহাব্বত কো শির্ক কাহতে হ্যাঁয়। হাম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা আদব ওয়া মুহাব্বত কো জানে ঈমান কাহ্তে হ্যাঁয়।	তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম), আমাদের মধ্যে আসুন' বলে উচচস্বরে ডাকতে আরম্ভ করে দিলো। তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করলেন-''নিশ্চয় যারা আপনাকে বাইরে থেকে ডাকছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ নির্বোধ। তারা যদি ধৈর্যধারণ করতো, যতক্ষণ না আপনি স্বেচ্ছায় তাদের মধ্যে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তবে এটা তাদের জন্য মঙ্গলময় হতো। আর আল্লাহ্ মহা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'' পক্ষান্তরে, যাঁরা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে শালীনতাবিবর্জিত কথা বলে, তারা নির্বোধ। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে 'নির্বোধ' বলেছেন। সুতরাং যারা রসূলের মিম্বরে বসে রসূলের প্রতি অশালীন উক্তি করে, তারা আদব ও মুহাব্বত এবং শিরকের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং রসূলের প্রতি আদব ও মুহব্বত প্রদর্শন করাকে শির্ক বলে থাকে। আমরা তো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আদব ও মুহব্বত প্রদর্শনকে ঈমানের প্রাণ বলে থাকি।

উচ্চারণ

ইস আয়াত পর গাওর কীজিয়ে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হামকো ইস দরবার কা আদব ওয়া মুহাব্বত সিখা রাহা হ্যায়, উস দরবার কী মুহাব্বত করো, উন্‌কা আদব করো। আগর তোম নে আদব কিয়া তো তোম কো ইয়ে দরজা মিলেগা, আগর তোম নে কেসী ক্বিস্‌ম কী বে-আদবী কী তো তোমারে লিয়ে ইয়ে বুরা আঞ্জাম হোগা। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপকো হামকো সমঝ্ আত্বা ফরমায়ে, আওর উন বেওয়াক্ব ফোঁ কী বাতোঁ সে মুসলমানোঁ কো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হেফাযত ফরমায়ে। আ-মী-ন।

---o---

বঙ্গানুবাদ

এ আয়াতের মধ্যে চিন্তা করে দেখুন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ দরবারের কী আদব ও মুহব্বত শিক্ষা দিচ্ছেন! এ দরবারকে ভালবাসো, এটার প্রতি আদব করো। যদি তুমি আদব করো, তবে তোমার এ মর্যাদা অর্জিত হবে। যেমনটি সাবিত ইবনে ক্বায়স-এর অর্জিত হয়েছে। আর যদি বে-আদবী করো, তবে পরিণাম হবে মন্দ। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাকে আপনাদেরকে বুঝার তৌফীক্ব দিন। আর ওইসব নির্বোধ থেকে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রক্ষা করুন। আ-মী-ন।

---o---

নূরানী তাক্বরীর-ষোল

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى ۙ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ؕ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ

[سُوْرَة وَالضُّحٰى : ايت : ١-٥]

উচ্চারণ

আ'ঊ-যু বিল্লা-হিস্ সামী'ইল 'আলী-মি মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রাজী-ম।

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী- ম।

১. ওয়াদ্ব দ্বোহা-; ২. ওয়াল্ লায়লি ইযা- সাজা-; ৩. মা-ওয়াদ্দা'আকা রাব্বুকা ওয়ামা- ক্বালা-। ৪. ওয়ালাল্ আ-খিরাতু খায়রুল্ লাকা মিনাল উলা-। ৫. ওয়ালা সাউফা উয়ূ'ত্বী-কা রাব্বুকা ফাতারদ্বোয়া-।

[সূরা ওয়াদ্ব দ্বোহা-; আয়াত-১-৫]

তরজমা

আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

১. চাশ্‌ত (পূর্বাহ্ন)-এর শপথ; ২. এবং রাতের, যখন পর্দা-আবৃত করে। ৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং অপছন্দও করেননি। ৪. এবং নিশ্চয় পরবর্তী জীবন আপনার জন্য পূর্ববর্তী জীবন অপেক্ষা উত্তম। ৫. এবং নিশ্চয় অচিরে আপনার প্রতিপালক আপনাকে এ পরিমাণ দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

[সূরা ওয়াদ্বদ্বোহা: আয়াত-১-৫: কান্‌যুল ঈমান]

উচ্চারণ

ইস সূরা মুবারাকাহ্ কী শানে নুযূল ইস ত্বরাহ্ হ্যায় কেহ্ এক বার ওহী কা আনা চন্দ দিনোঁ কেলিয়ে, থোড়ে দিনোঁ কেলিয়ে বন্দ হোগায়া। ইস্ পর কোফ্ফার নে বহুত খোশিয়াঁ- মানায়ীঁ। আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে মুতা'আল্লিক্ব কাহনে লাগে কেহ্ আল্লাহ্ উন সে নারায হোগায়া হ্যায়, উন কো ছোড় দিয়া হ্যায়- ওয়হ্ ইস ক্বিস্ম কী বাতেঁ করনে লাগে। আওর আবূ লাহাবকী বিবি উম্মে জমীল আ-কর তা'আন কিয়া কেহ্, 'আব আ-প কা জো শয়তান হ্যায় উস নে আপ কো ছোড় দিয়া'। উনহূঁ-নে ইস্ ক্বিস্ম কে গোসতাখানাহ্ জুমলে এসতে'মাল কিয়ে। তো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে ইয়ে সূরা মুবারক নাযিল ফরমায়া-**'ওয়াদ্ব দ্বোহা, ওয়াল্ লায়লি ইযা- সাজা।'** ক্বসম হ্যায় রোযে রাওশন কী, আওর রাত কী, জবকেহ্ উয়হ্ সুকূন কে সাথ সাজায়া। **'মা-ওয়াদ্ব'আকা রাব্বুকা ওয়া মা-ক্বালা',** নেহী ছোড়া হ্যায় আপ কো আ-পকে রব নে, না আপ সে না-রায হুয়া হ্যায়। **'ওয়া লাল্ আ-খিরাতু খায়রুল্ লাকা মিনাল উ-লা'** আওর আপ কী হার ঘড়ী জো আনে ওয়ালী হ্যায়, পহ্লী ঘড়ী, পহ্লী সা'আত সে বেহ্তর হ্যায়। **'ওয়ালাসাওফা ইয়ূ'ত্বী-কা রাব্বুকা ফা-তারদ্বা'–** আওর আনক্বরীব আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপ কো এতনে দেগা, এতনে 'আত্বা করেগা কেহ্ আপ রাযী হো জায়েঙ্গে। সুব্হা-নাল্লাহ!

বঙ্গানুবাদ

এ পবিত্র সূরার শানে নুযূল বা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট হলো এ যে, এক সময় কিছু দিন কিছু কাল ওহী আসা বন্ধ ছিলো। এতে কাফিরগণ অত্যন্ত আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠলো। আর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে (ঠাট্টা স্বরূপ) বলতে লাগলো, 'আল্লাহ্ তাঁর উপর নারায হয়ে গেছেন এবং তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন।' এ ধরনের নানা কথা তারা বলতে লাগলো। আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল এ বলে খোঁচা দিলো, 'আপনার সাথে যে জিন্টি ছিলো তা এখন আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে।' তারা এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করছিলো। তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা (তাদের খন্ডনে) এ সূরা অবতীর্ণ করলেন। (আর এরশাদ করলেন) **শপথ উজ্জ্বল দিবালোকের আর রজনীর, যখন তা হয় বিঝুম ও নিশ্চল। আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেননি, না আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর আপনার ভবিষ্যতে আগত প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্ষণ, পূর্ববর্তী সময় ও মুহূর্ত হতে শ্রেয় ও উত্তম। আর অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এতবেশী (কল্যাণ) দান করবেন যে, তাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।** সুবহা-নাল্লাহ্।

উচ্চারণ

'ওয়াদ্ব-দ্বোহা'-সে মুরাদ এহাঁ আপ কা চেহ্রা-ই আন্ওয়ার হ্যায়, আপ কা চেহারা-ই আন্ওয়ার রোযে রাওশন কী ত্বরাহ চমক রহা হ্যায়। আওর 'রাত' সে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী যুল্ফে পাক মুরাদ লিয়া। (তো মা'না ইয়ে হোঙ্গে) আপকে নুরানী চেহরে কী ক্বসম, আপকে নূরানী যুল্ফোঁ কী ক্বসম!

আওর বা'দ্ব মুফাসসিরীনে কেরাম নে ইয়ে ভী ফরমায়া কেহ্ 'আদ্ব-দ্বোহা' সে মুরাদ উয়হ্ ওয়াক্বত হ্যায়, জব হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে 'আসা নে জাদুগরোঁ কে জেত্নে জাদু থে, সবকো খা লিয়া। উয়হ্ খাস চাশ্ত কে ওয়াক্বত ভী মুরাদ লেতে হ্যাঁয়, জায়সা কেহ্ এরশাদ হুয়া - 'ওয়া নাহ্শুরুন্ না-সা দ্বোহান্' (আওর হাম চাশ্ত কে ওয়াক্বত লোগোঁ কো একট্টা করেঙ্গে)। আওর 'রাত' সে মুরাদ শবে মে'রাজ ভী লেতে হ্যাঁয়।

বাহার হাল আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো, কয় ক্বসম উঠা কর উস কে বা'দ তাসাল্লী দী- **মা-ওয়াদ্দা'আকা রাব্বুকা ওয়ামা- ক্বালা-'** আল্লাহ্

বঙ্গানুবাদ

'ওয়াদ্ব-দ্বোহা' মানে এখানে তাঁর (রসূল-ই করীম) সমুজ্জ্বল মুখমন্ডল। অর্থাৎ তাঁর (রসূলের) উজ্জ্বল চেহরা মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো চমকাচ্ছে। আর 'রজনী' (ওয়াল লায়লি) দ্বারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুল্ফি মুবারক (চেহারা শরীফের দু'দিকে ঝুলন্ত চুল মুবারক) বুঝানো হয়েছে। সুতরাং (আয়াতের) অর্থ এ দাঁড়ায় যে, 'তাঁর দ্বীপ্তিময় চেহারার শপথ এবং তাঁর নূরানী যুল্ফি মুবারকের শপথ!

আর কতেক ব্যাখ্যাকারক এটাও বলেছেন যে, 'আদ্ব দ্বোহা' দ্বারা ওই সময় বুঝানো উদ্দেশ্য, যখন হযরত মূসা আলায়হিস সালাম তাঁর লাঠি (ফির'আউনের) যাদুকরদের যতো যাদু ছিলো সব খেয়ে ফেলেছিলো। তাছাড়া, তাঁরা এও বলেছেন যে, 'দ্বোহা' মানে বিশেষত চাশ্তের সময়। যেমন (পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে) 'যে দিন পূর্বাহ্নে আমি সমস্ত মানুষকে সমবেত করবো।' আর 'রাত' (ওয়াল্ লায়লি) সম্পর্কে এও বলেন যেন, এখানে রাত' মানে 'মি'রাজ রজনী'।

যা হোক! আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে কতেক শপথ করে তাঁকে এ বলে শান্ত্বনা দিলেন যে, 'আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা না

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে আপ কো নেহী ছোড়া হ্যায়, আওর না আপ সে নারায হ্যায়। ওহী কা বন্দ হোনা, ওহী কা নাহ্ আনা, উস্ মে হেকমত হ্যায়, ওহী কা কুছ দিনোঁ কেলিয়ে বন্দ হো জানা, উসমে ভী সদহা, হাযারহা হেকমতেঁ হ্যাঁয়, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কা উসমে রায হ্যায়। উন চী-যোঁ সে আ-প পরীশান না হোঁ। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা না আপ সে না-রায হ্যায়, না আপ কো ছোড়া হ্যায়।	আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন, না আপনার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।' (কিছু কাল আপনার প্রতি) ওহী আসা বন্ধ হওয়া, ওহী না আসার মধ্যেও (আল্লাহ্র) শত শত হিকমত আছে। কিছু দিনের জন্য ওহী আসা বন্ধ হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার হাজারো রহস্য নিহিত আছে। এতে আপনার পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনার উপর না অসন্তুষ্ট হয়েছেন, না আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন।
'ওয়ালাল আ-খিরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উ-লা'–আওর আপ কী হার ঘড়ী, আনে ওয়ালী জো হ্যায়, উয়হ্ পহ্লী ঘড়ী সে বেহ্তর হ্যায়, পহলী ঘড়ী সে আ'লা হ্যায় হার সা'আত, হার ঘড়ী, হার ওয়াক্ত আপ কী জো আনে ওয়ালী হ্যায়, উয়হ পহলী ঘড়ী সে, পহ্লে ওয়াক্ত সে বেহ্তর হ্যায়। **ওয়া লাসাওফা ইয়ূ'ত্বী-কা রাববুকা ফা-তারদ্বা-'**-আওর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আ-প কো উত্নে আত্বা ফরমায়েগা কেহ্, আপ রাযী হো জায়েঙ্গে। সুবহা-নাল্লাহ!	'ওয়া লাল্ আ-খিরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উ-লা'– আর আপনার আগত প্রতিটি মুহূর্ত ও সময়, পূর্ববতী সময় হতে উত্তম ও শ্রেয়। 'ওয়ালা সাউফা ইয়ু'ত্বীকা রাব্বুকা ফাতারদ্বা-।' এবং আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনাকে এতো বেশী (কল্যাণ) প্রদান করবেন যে, তাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। সুবহা-নাল্লাহ!
আজীব বাত হ্যায়! উস্ মে দেখো, গাওর করো, খেয়াল করো-আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি	অবাক হবার মতো বিষয় যে, উক্ত আয়াতগুলোতে দেখুন, চিন্তা ও অনুধাবন করুন যে, এখানে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
ওয়াসাল্লাম সে মুখাত্বেব হ্যায়, হা-লাঁ-কেহ্ এ'তেরায কিয়া কাফের নে। কেয়া শান হ্যায়, কেয়া রায হ্যায়? তো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী শান কা কেয়া পাত্তাহ্ চলতা হ্যায়? কুফ্ফার নে এ'তেরায কিয়া, লেকিন জওয়াব দে রহা আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী ক্বসমেঁ উঠা কর ইয়ে কাহ্ রাহা হ্যায় আপ কো নাহ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে ছোড়া হ্যায়, না আপ সে নারায হ্যায়, আওর আনক্বারীব আপ কো উত্নে আত্বা ফরমায়েগা কেহ আপ রাযী হো জায়েঙ্গে।	হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধনকারী, অথচ কাফিরগণই তাঁর প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলো। কতই মর্যাদা ও রহস্যময় ব্যাপার যে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে ধারণা ও কল্পনাই করা যায় না। কারণ, মর্যাদা ও মহত্বের ক্ষেত্রে, কাফিরগণ (হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে) বাদানুবাদ করলো; অথচ এর জবাব দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা। আর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সত্ত্বার শপথ করে বলেছেন, "আপনাকে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা না ছেড়ে দিয়েছেন, না তিনি আপনার প্রতি বিরাগভাজন। আর অনতিবিলম্বে তিনি আপনাকে এতবেশী প্রদান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্টি হয়ে যাবেন।"
তামাম মাখলুকাত আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী রেযা চাহ্তে হ্যাঁয়, লেকিন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো রাযী ফরমায়ে। তামাম মাখলূক্ব রাব্বুল 'আলামীন কো রাযী কর রহী হ্যায়, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী রেযা চাহ্তা হ্যায়। বারী তা'আলা ফরমাতা হ্যায়, 'বর তা'আলা আপ কো ইতনা দেগা কেহ্ আপ রাযী হো জায়েঙ্গে।'	সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি চায়, সবাই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চায়; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্টি করেছেন। সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্টি করছে, আর আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টি চাচ্ছেন। এরশাদ করেন, (আপনার) প্রতিপালক আপনাকে এতো প্রচুর (কল্যাণ) দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

উচ্চারণ

একদিন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রো রহে থে। জিব্‌রাঈল আলায়হিস সালাম কো আল্লাহ্ তা'আলা নে ভেজা, জাও, পূছো, মেরে হাবীব কিউঁ রো রাহে হ্যাঁয়। জিব্‌রাঈল আলায়হিস্ সালাম আয়ে। আরয কিয়া, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে পূছা কেহ্ আপ কিউঁ রো রাহে হ্যায়?

তো আপ নে ফরমায়া-উম্মত কে লিয়ে রো রাহা হোঁ। উম্মত কেলিয়ে পরীশান হোঁ। তো বারী তা'আলা নে ফরমায়া কেহ্ মেরে হাবীব কো কাহো, উম্মত কা গম না করেঁ। জব তক আপ রাযী না হো-ঙ্গে, আপ কী উম্মত কো দাখেলে জান্নাত করকে আপ কো রাযী করোঙ্গা। তো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নে ফরমায়া- 'মাইঁ উস্ ওয়াক্ত তক্ রাযী নাহ্ হোঙ্গা, জব তক মেরী- এক উম্মত ভী দোযখ মে হোগা।'

ইমাম বাক্বের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নে ফরমায়া হ্যায় কেহ্, ক্বোরআন শরীফ কী আয়াতোঁ মে এ আয়াতে মুবারাকাহ্-

قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

বঙ্গানুবাদ

একদা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্রন্দন করছিলেন। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা জিব্‌রাঈল আলায়হিস্ সালামকে কে বললেন, "গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো আমার হাবীব কেন কাঁদছেন?" জিব্‌রাঈল এসে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করছেন- আপনি কেন কাঁদছেন?"

উত্তরে রসূল-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "উম্মতের চিন্তায় আমি কাঁদছি।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করলেন, (জিব্‌রাঈল!) আমর হাবীবকে গিয়ে বলে দাও যেন উম্মতের জন্য চিন্তিত না হন। যতক্ষণ তিনি সন্তুষ্ট না হবেন, ততক্ষণ আমি তাঁর অসংখ্য উম্মতকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে থাকবো এ পর্যন্ত যে, তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবো না, যতক্ষণ আমার একজন উম্মতও দোযখে থাকবে।"

ইমাম বাক্বের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ক্বোরআন শরীফের আয়াতগুলোর মধ্যে এ আয়াত অন্য সব লোকের জন্য অতিমাত্রায় গুরুত্ববহ- 'হে হাবীব! আপনি বলে দিন, হে আমার ওইসব বান্দা, যারা নিজেদের নাফ্‌সের উপর যুল্‌ম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

উচ্চারণ

আওর লোগোঁ কে লিয়ে সব সে বড়কর আহাম্মিয়ত রাখতী হ্যায়, লেকিন হামারে নয্‌দীক, হামারে আহলে বায়ত কে নয্‌দীক ইয়ে আয়াতে মুবারকাহ্ সব সে বড়কর হ্যায় – **'ওয়ালাসাওফা ইয়ু'ত্বী-কা রাববুকা ফাতারদ্বা-'** আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 'আনক্বরী-ব আপ কো উত্‌না 'আত্বা ফরমায়েগা কেহ্ আপ রাযী হো জায়েঙ্গে। সুবহা-নাল্লাহ্!

রাহ্‌মাতুল্লিল 'আ-লামী-ন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাম পর কেতনে মেহেরবান হ্যাঁয়, কেতনে করীম হ্যাঁয়, কেতনে রহীম হ্যাঁয়। আওর হামারে লিয়ে রো রহে হ্যাঁয়, হামারে লিয়ে তাকলীফেঁ উঠা রহে হ্যাঁয়। লেকিন হাম বে-খবর হ্যাঁয়, হামেঁ কুছ খেয়াল নেহীঁ, কুঈ পরওয়া নেহীঁ। বার বার আল্লাহ্ তাবা-রাকা ওয়া তা'আলা নে হাম কো ফরমায়া, মেরে হাবীব কা এত্তেবা' করো, মেরে হাবীব কা আগর তোম এত্তেবা' করোগে তো তোম আল্লাহ্ কে পেয়ারে বন জাওগে।

ইস্ লিয়ে ফরমায়া- **'ফাত্তাবি'উ-নী ইয়ুহ্‌বিব কুমুল্লাহ্'** আল্লাহ্ তা'আলা নে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো ফরমায়া, আপ উনকে কহো আগর তোম আল্লাহ্ সে মুহাব্বত করো তো মেরা এত্তেবা' করো, মেরে এত্তেবা' করনে সে তোম আল্লাহ্ কে পেয়ারে বন জাওগে।

বঙ্গানুবাদ

কিন্তু আমাদের নিকট আমরা আহলে বায়তের নিকট, এ আয়াত শরীফ সর্বাধিক গুরুত্ববহ **'অবিলম্বে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এত বেশী দান করবেন যে, আপনি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।"** আল্লাহরই পবিত্রতা!

রাহমাতুল্লিল 'আ-লামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপর কতই দয়ালু, কত বেশী দানশীল, কত বেশী দয়ালু, আমাদের চিন্তায় সর্বদা কেঁদেছেন, আমাদের জন্য কত কষ্ট করেছেন! কিন্তু আমরা বে-খবর। আমাদের সেদিকে কোন খেয়াল নেই। আল্লাহ তা'আলা বার বার আমাদেরকে বলছেন- আমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করো। যদি তোমরা তাঁর অনুসরণ করো, তবে তোমরা আমি মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র প্রিয় হয়ে যাবে।

এ জন্য এরশাদ করেছেন-হে হাবীব, আপনি তাদেরকে বলে দিন, যদি আল্লাহকে ভালবাসে, তাহলে আমার অনুসরণ অনুকরণ কর। আমার অনুসরণও আনুগত্য করলে তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্রে পরিণত হবে।'

উচ্চারণ

ইস্ লিয়ে হামকো ইস্ সিলসিলাহ্ মে আ-না হ্যায়। ইস্ সিলসিলে মে আনে কা মাক্বসাদ ইয়ে হ্যায়, কেহ্ হাম সহীহ্ মা'না মে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে মুত্তাবি' বন জায়েঁ। আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে সহীহ মা'না- মে গোলাম বন জায়েঁ। হাম আগর আপনে আক্বা কে হোঙ্গে, তো হামেঁ কেসী ক্বিস্ম কী পরওয়া নেহী। ইয়ে আসমান আওর যমীন আগর চাক্কী কী ত্বরাহ্ দুনিয়া কো পীস্ ডালেঁ, লেকিন জো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে সাথ খোব মুনসালিক হো জায়ে, দুনিয়া কী কুঈ ত্বা-ক্বত আপ কো নেহীঁ হেলা সেকে গী।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হাম কো আওর আপ কো ইয়েহ নি'মাত আত্বা ফরমায়ে। আ-মী-ন।

---০---

বঙ্গানুবাদ

এ জন্য আমাদেরকে এ সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত হওয়া জরুরী। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এ যে, আমরা যেন সঠিক অর্থে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী হই এবং হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যিকার গোলাম বনে যাই। আমরা যদি আমাদের মুনিব (হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর হতে পারি, তবে আমাদের কোন প্রকারের দুঃখের কারণ নেই। আসমান ও যমীন যদি দুনিয়াকে চাক্কির মতো পিষেও দেয়, কিন্তু যে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গভীর সান্নিধ্য অর্জন করে নেয়, তবে দুনিয়ার কোন শক্তি তাকে নাড়তে পারবে না।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ও আপনাদের সকলকে এ নি'মাত (নবীপ্রেম) দান করুন। আ-মী-ন।

---০---

নূরানী তাক্বরীর-সতের

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ ۙ الَّذِیْ اَنْقَضَ ظَهْرَکَ ۙ وَرَفَعْنَالَکَ ذِکْرَکَ ؕ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ وَاِلٰی رَبِّکَ فَارْغَبْ ۠ [سورة الانشراح : اٰية ـ ٨ـ ١]

উচ্চারণ

আ'উ-যু বিল্লা-হিস্ সামী'ইল 'আলী-মি মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রাজী-ম।

বিস্মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

১. আলাম নাশ্রাহ্ লাকা সোয়াদ্রাকা; ২. ওয়া ওয়াদ্বা'না- 'আনকা ভিয্রাকা; ৩. ল্লাযী-'আন্ক্বাদ্বা যোয়াহ্রাকা; ৪. ওয়া রাফা'না- লাকা যিক্রাক। ৫. ইন্না মা'আল উস্রে ইউসরান; ৬. ইন্নামা'আল 'উস্রি ইয়ুস্রা-; ৭. ফাইযা- ফারাগ্তা ফান্সাব; ৮. ওয়া ইলা- রাব্বিকা ফারগাব। [সূরা আল্- ইন্শিরাহ: আয়াত-১-৮]

তরজমা

আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

১. আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করিনি? ২. আর আপনার উপর থেকে আপনার ওই বোঝা নামিয়ে নিয়েছি, ৩. যা আপনার পৃষ্ঠদেশ ভেঙ্গেছিলো। ৪. আর আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি। ৫. সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। ৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। ৭. অতএব, আপনি যখন নামায থেকে অবসর হবেন, তখন দো'আর মধ্যে পরিশ্রম করুন; ৮. এবং আপন রবের প্রতি মনোনিবেশ করুন।

[সূরা ইন্শিরাহ: আয়াত-১-৮; কান্যুল ঈমান]

উচ্চারণ

ইস্ সূরা মোবারাকাহ্ মে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো তাসাল্লী দে-রাহা হ্যায়। ইস্ সূরা কা উস্ ওয়াক্ত নুযূল হুয়া থা, জিস্ ওয়াক্ত হালাত ইয়ে থে কেহ্ মক্কা কে বাচ্চা বাচ্চা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে দুশমন থে, হার শাখ্স তাকলীফ দে-নেকে লিয়ে, পেরেশান করনে কে লিয়ে সীনা-সপর থা, আয়সে হালাত মে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো তাসাল্লী দী-। এরশাদ ফরমায়া কেহ্ ''আলাম নাশ্রাহ্ লাকা সদ্রাকা'' কেয়া নেহীঁ খোলা হামনে আপ কে লিয়ে আ-পকা সীনাহ্? ইয়ে জো বারে নুবূয়ত হ্যায়, ইয়ে জো আমানত হ্যায় উস্কো তো যমীন ও আসমান নেহীঁ উঠা সেকে, উস্ আমানত কো, উস বুঝ কো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নে উঠায়া। কিউঁকেহ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে আ-পকে সীনা মোবারক কো কোশাদাহ্ ফরমা দিয়া। তো আপনে ইস্ 'আযীম বুঝকো উঠায়া। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ফরমাতা হ্যাঁয় কেহ্ উয়হ্ বুঝ জিস্ নে আ-পকে পোশ্ত কো বুঝল কর দিয়া থা, এত্না 'আযীম বুঝ, এতনী 'আযীম যিম্মাহ্দারী আপ পর জো ডালী গায়ী, আ-পনে উস্ যিম্মাহ্দারী কো উঠায়া।

বঙ্গানুবাদ

এ সূরা মোবারকে আল্লাহ্ তারাবাকায় ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্ত্বনা প্রদান করেছেন। এ সূরা তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন মক্কা মুকার্রমার প্রতিটি লোক হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শত্রু ছিলো। প্রত্যেকে তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য, তাঁকে পেরেশান করার জন্য তৎপর ছিলো। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্ত্বনা প্রদান করেন এবং এরশাদ করেন- 'আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করিনি? এ যে নুবূতের বোঝা, এযে আমানত, এমনি দায়িত্বভার যমীন ও আসমান বহন করতে পারেনি। এমন আমানতরূপী দায়িত্বভার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই বহন করেছেন। কেননা, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর বক্ষ মোবারককে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। এ কারণেই তিনি এ মহান দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ফরমাচ্ছেন যে, ওই দায়িত্বভার, যা তাঁর পৃষ্ঠ মুবারককে ভারী করে দিয়েছিল, এমন মহান যিম্মাদারী, যা তাঁরই উপর দেয়া হয়েছে, তিনি সেটা যথাযথভাবে পালন করেছেন।

উচ্চারণ

সুব্হা-নাল্লাহ্! **'আলাম নাশরাহ্ লাকা সদ্রাকা'** ইয়েহ্ ইন্শিরাহে সদর, ইয়েহ্ শক্বক্বে সদর হুয়া হ্যায় হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা। তো হাদীসে পাক সে সাবেত হোতী-হ্যাঁয় কেহ্ আ-পকে সীনাহ্ মুবারক কো চাক কিয়া গায়া। আওর এহাঁ সে জো মুরাদ হ্যায় উয়হ্ ইয়েহ্ হ্যায় কেহ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে সীনাহ্ মুবারক কো কোশা-দাহ্ ফরমায়া। ইস্ সীনাহ্ মুবারক মে তামাম উলূমে আওয়ালীন ও আখেরীন সামা গেয়ে। তামাম উলূম, তামাম কামালাত হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সীনায়ে পাক মে জমা' হো গায়ে।

আওর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কে সাথ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী- মাশগুলিয়াত আওর দুনিয়াকে মাশা-গেল সে উস মে কূ-ঈ ফরক্ব নেহী আয়া। দুনিয়া কে মাশা-গেল আওর দুনিয়া কী মাসরুফিয়া-ত কী ওয়াজহ্ সে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা কা ক্বোরব্, আল্লাহ্ তা'আলা কী মুহব্বত আওর আল্লাহ্ তা'আলা সে মাশগুলিয়াত মে কূঈ ফরক্ব নেহীঁ আয়া।

বঙ্গানুবাদ

আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এরশাদ করেন, আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করিনি? আর আমি আপনার থেকে ওই বোঝা অপসারণ করেছি, যে বোঝা আপনার পৃষ্ঠ ভেঙ্গে দিয়েছিলো (অর্থাৎ যা আপনার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক ছিলো।) ওই ভার আপনার থেকে উঠিয়ে দিয়েছি। সুব্হা-নাল্লাহ্! পবিত্র হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বক্ষ বিদারণের যে ঘটনা বর্ণিত আছে তার অর্থ এ যে, আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বক্ষ মোবারককে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। এ বক্ষ মোবারকে পূর্বাপর সকল জ্ঞান ও হিকমতের সমাবেশ ঘটেছে।

সকল বস্তুর জ্ঞান ও সমস্ত মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ বক্ষ মুবারকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আল্লাহ্র সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ধ্যানমগ্ন হওয়া এবং পার্থিব নানা ব্যস্ততা তাঁর জন্য সহজই ছিলো, কোনরূপ চাপ সৃষ্টিকারী ছিলোনা। অর্থাৎ দুনিয়াবী নানা ব্যস্ততা ও দায়িত্বের কারণে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভে কোন বাধা হতে পারে নি। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত আছেন, অন্যদিকে তাঁর দুনিয়ার সাথেও সম্পর্ক ছিলো।

উচ্চারণ

এক তরফ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কে সাথ মাসরূফ হ্যাঁয়, মাশগূল হ্যাঁয়, আওর দোসরী তরফ দু'নিয়াকে সাথ আ-পকা মোশা-হাদাহ্ হ্যায়। ইধর আল্লাহ্ সে ওয়াসেল, উধর মাখলুক সে শাগেল। ইধর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলাকে সাথ তার লাগা হুয়া হ্যায়, ওধর সে ওহী আ- রহী হ্যায়, এহাঁ মাখলূক্ব কো দিয়ে জা-রহে হ্যাঁয়। ইন্নামা- আনা ক্বা-সিমুন ওয়াল্লাহু ইয়ু'ত্বী।

আল্লাহ্ মুঝকো বখশিশ্ ফরমাতা হ্যায়, মাইঁ তাক্বসীম করতা হোঁ! তো ইস্ সীনাহ্ মুবারক কী কোশাদগী কে সববসে ইয়ে নিয়ামতেঁ হাসেল হো গায়ীঁ। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে কামালাত, তামাম উলূমে যাহের, ওয়া উলূমে বাত্বেন আপকে সীনাহ্ মুবারক মে আ-গায়ে। ইয়ে জব তক কোশাদা না হো, উস ওয়াক্ত তক কেসী কামালাত কো হযম করনা, কেসী কামালাত কো বরদাশত করনা- ইয়ে নেহীঁ হো সেকতা।

তো আল্লাহ্ তাবরাকা ওয়া তা'আলা নে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে সীনাহ্ পাক কো কুশাদাহ্ ফরমায়া। ওয়হ্হী তামাম বূ-ঝ, তামাম আমানতেঁ আওর তামাম দুনিয়া কী জেতনী হাজাত হ্যাঁয় সব কো এহাঁ সীনাহ্ মুবারক মে রাখ্ দী। সীনাহ্ মুবারক কো কুশাদা কিয়া। উসমে দো-নোঁ জাহান আ-গেয়ে যাহের ভী আ-গায়া, বাতেন ভী আ-গায়া। উলূমে জাহের ভী আগায়ে, উলূমে বাত্বেন ভী ইস মে সামা গায়ে।

বঙ্গানুবাদ

একদিকে আল্লাহ্র একান্ত সান্নিধ্যপ্রাপ্ত, অপরদিকে সৃষ্টিজগতের সাথেও তাঁর সম্পর্ক অটুট। একদিকে আল্লাহ্র সাথে হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পর্কের তার লাগানো আছে, সেখান হতে প্রতিনিয়তই ওহী আসছে, আর অন্য দিকে তিনি ওই ওহীর জ্ঞান সৃষ্টিকুলকে বিতরণ করছেন। এ দিকে আল্লাহর সাথে 'ওয়াসিল' (মিলিত), ওদিকে সৃষ্টিজগতের সাথে 'শাগিল (ব্যস্ত)। রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–"আল্লাহ্ দাতা আর আমি তা বিতরণ করি।"

তাই বক্ষের প্রশস্ততা দ্বারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন সব নি'মাত প্রাপ্ত হন যে, সকল বৈশিষ্ট্য, সকল যাহেরী ও বাত্বেনী জ্ঞান ও হিকমত তাঁর বক্ষ মোবারকে স্থান লাভ করেছে। যদি এ বক্ষ প্রশস্ত করা না হতো তবে এতো মহান মহান দায়িত্বের কষ্ট সহ্য কীভাবে করতেন?

তাই আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বক্ষকে প্রশস্ততা দান করে তাতে দুনিয়ার সকল দায়িত্ব ও আমানতের ভার তাঁকে দান করেছেন। বক্ষ প্রশস্ত করার মধ্যে উভয় জগত এসে গেছে। তাতে জাগতিক জ্ঞানও এসে গেছে আর আধ্যাত্মিক জ্ঞানও এসে গেছে।

উচ্চারণ

আওর কেতনী মাখলূক্ব হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো দুরূদ ভেজতে হ্যাঁয় সবকী দুরূদ সুনতে হ্যাঁয়, জাওয়াব দিয়ে জা-রাহে হ্যাঁয়। আওর উম্মত কে আ'মাল আপ পর পেশ হোতে হ্যাঁয়। এতনে কাম, এতনী মাখলূক্ব কে করোড়োঁ সালাম, করোড়োঁ দুরূদ –সব সে আ-প বা-খবর। আওর আপ নে উম্মত কে বা-রে ভী বা-খবর। আওর উম্মত কে গোনাহ্গারোঁ কেলিয়ে শাফাআতেঁ ফরমা রহে হ্যাঁয়। আল্লাহ্ সে দো'আ মাঙ্গ রাহে হ্যাঁয়। এহাঁ মাখলূক সে শাগেল হ্যাঁয়, ওহাঁ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সে ওয়াসেল।

ফের কোফ্ফার কে কেতনে মাযালেম, কোফ্ফার কী কেতনী সখতীয়াঁ কেহ্ আগর পাহাড় হোতা, উয়হ আপনী জাগা সে হট জাতা। লেকিন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কেতনী ইস্তিক্বামত কে সাথ আপনে ফরযে মানসবী কো পূরী ফরমায়া। কেসী কী পরওয়া নেহী কী। তো ইয়ে আগর ইনশিরাহে সদর না হোতা, আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা কী তরফ সে ইয়ে মদদ না হোতী তো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইস কো কায়সে বরদাশ্ত ফরমাতে? তো আল্লাহ্

বঙ্গানুবাদ

আর সৃষ্টিকুলের কতজনই হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ পড়ছে। সকলের দুরূদ তিনি শ্রবণ করছেন আর সাথে সাথে এর জবাবও দিচ্ছেন। (প্রতিদিন) উম্মতের আমল তাঁর সমীপে পেশ করা হচ্ছে। সৃষ্টিকুলের কোটি কোটি দুরূদ ও সালাম সম্পর্কে তিনি সম্যক খবর রাখেন। আর গোনাহ্গার উম্মতের জন্য আল্লাহ্র দরবারে দো'আ এবং শাফা'আতও করে যাচ্ছেন। তাই তিনি এদিকে আল্লাহ্র সাথে যেমন সম্পৃক্ত, তেমনি সৃষ্টিজগতের সাথেও তার সম্পর্ক রয়েছে।

তদুপরি, কাফির ও মুশরিকরা তাঁর প্রতি এতো যুল্ম অত্যাচার করেছিলো যে, যদি তা বিশাল পাহাড়ের উপর করা হতো, তবে তা সেটা আপন স্থানে স্থির থাকতে পারতোনা। কিন্তু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কতো দৃঢ়তা ও অটলতার সাথে আপন গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন, তাতে তিনি কারো পরোয়া করেননি। তাই যদি বক্ষ বিদীর্ণ করা না হতো, তাঁর প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য না হতো, তবে তিনি (হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এটা কী করে বরদাশত করতেন? তাই আল্লাহ্ তা'আলা

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে ফরমায়া- **আলাম লাশ্‌রাহ্ লাকা সদরাকা** কেয়া মাই নে নেহীঁ খোলা আপকে লিয়ে আপ কা সীনাহ্ । ইস মে তামাম জাহান আ-গায়া, উলূমে জাহের ভী আ-গায়ে, উলূমে আখিরাত ভী আ-গায়ে ।	এরশাদ করেছেন, 'আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করিনি? এ বক্ষ প্রশস্ত করার মধ্যে সব কিছু এসে যায় । যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান এবং দুনিয়া ও আখিরাত সব কিছু এসে যায় ।
ওয়া ওয়া দ্বা'না- 'আন্‌কা ভিযরাকাল্লাযী আনক্বাদ্বা যোয়াহ্‌রাকা- আওর হটায়া আপ সে উয়হ্ বূঝ, জিস বূ-ঝ নে আপ কা পীঠ তোড়া থা । আপনী ক্বাওম, আরব মামালেক কে আখলাক্ব কো দেখ কর উন কী জেহালত কো দেখ কর, উন কী বোতপরস্তী কো দেখ্ কর, উন কে ফখর কো দেখ কর আপ কো বহুত তাকলীফ হো রহী থী, তো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে আপ কো নুবূয়ত আত্বা ফরমাঈ হ্যায় কেহ আপ পর জো বূঝ থা, জো তাকলীফেঁ থীঁ উন কো আল্লাহ্‌নে আপ সে উঠা দীঁ ।	আর আপনার ওই বোঝাও অপসারণ করেছি, যা আপনার পিঠকে ভেঙ্গে দিয়েছেলো (অর্থাৎ যা আপনার জন্য ছিল অতিশয় কষ্টদায়ক) । আপনার গোত্রের ও আরববাসীদের চরিত্র দেখে, তাদের মূর্খতা ও দেব-দেবীর পূজা দেখে, তাদের গর্ব-অহংকার দেখে আপনার অনেক কষ্ট হয়েছিলো, তাই আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা আপনাকে নুবূয়ত দান করেছেন আপনার যে দায়িত্ব ও কষ্ট ছিলো, তা আল্লাহ্ তা'আলা আপনার নিকট থেকে অপসারণ করে দিয়েছেন ।
'ওয়া রফা'না-লাকা যিক্‌রাক' আওর মাইনে বুলন্দ ফরমায়া আপ কী খাত্বের আপ কে যিক্‌র কো, মাইঁনে আপকী শান কো বুলন্দ ফরমায়া, মাইঁনে আপকী শান কো ঊচাঁ কিয়া । আওর জিব্‌রাঈল আলায়হিস সালাম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী খেদমত মে হাযের হুয়ে, আওর আরয কিয়া-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া	আর আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সুউচ্চ করেছি । আপনার মর্যাদাকে বুলন্দ করেছি । একদা হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে এসে আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করছেন, তিনি আপনার মর্যাদাকে কীভাবে সুউচ্চ করবেন ।" তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
তা'আলা পূছতা হ্যায়, মাইঁ আপ কী শানকো কায়সে বুলন্দ ফরমাওঁ । হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নে এরশাদ ফরমায়া-আল্লাহ্ করীম জানতা হ্যায় । আল্লাহ্ তা'বারাকা ওয়া তা'আলা নে এরশাদ ফরমায়া কেহ্, আয় মেরে রসূল! মাইঁনে আপনে নাম কে সাথ আপ কে যিক্‌র কো বুলন্দ ফরমায়া, আযান মে আপ কা নাম হোগা, খুতবে মে আপ কা নাম হোগা । আওর আরশ পর আ-পকা নাম হোগা । যমীন পর আপকা নাম হোগা । জাহাঁ মেরা নাম লিয়া জায়েগা, ওহাঁ আপ কা নাম লিয়া জায়েগা । আওর আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলাকে সাথ ফেরেশতে ভী আপ পর দুরূদ পড়েঙ্গে আওর মু'মিন ভী আপ পর দুরূদ পড়েগা । এত্বা'আত মে মাইনে আপনে সাথ আপকো মিলা দিয়া ।	ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলাই তা ভালো জানেন ।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, "হে প্রিয় রসূল! আমি আমার নামের সাথে আপনার স্মরণকে বুলন্দ করলাম । আযানে আপনার নাম হবে, খোৎবায় আপনার নাম হবে, আরশে আপনার নাম থাকবে, পৃথিবীতে আপনার নামের ডঙ্কা বাজবে । অর্থাৎ যেখানে আমার নাম নেওয়া হবে, সেখানে আপনার নামও নেওয়া হবে । তাইতো আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ফিরিশ্‌তারা সর্বদা দুরূদ পড়ে থাকেন, মু'মিনরাও তাঁর প্রতি দুরূদ শরীফ পড়ছেন । আমার অনুগত্যে আপনার আনুগত্যকেও শামিল করে নিয়েছি ।
'মাইঁ ইয়ূত্বি'ইর রাসূলা ফা-ক্বাদ আত্বা-আল্লাহ্' জিস নে রসূল কী এত্বা'আত কী, উসনে আল্লাহ্ কী এত্বা'আত কী । আওর তামাম দুনিয়া মে আপ কী শান কো বুলন্দ কিয়া । তো আব জো লোগ আপ কী শান কো কম করনা চাহতে হ্যাঁয়, ঘটানা চাহতে হ্যায়ঁ, তো উস্ কী লড়ায়ী হ্যায় আল্লাহ্ কে সাথ । উয়হ আল্লাহ্ সে লড়ায়ী করতে হ্যাঁয় । হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি	"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো ।" আর গোটা পৃথিবীতে যারা আপনার মর্যাদাকে খাটো করতে চায়, কমাতে চায়, তারা আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধে লিপ্ত । হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদাকে কে কমাতে পারে? যাঁর মর্যাদাকে স্বয়ং আল্লাহ্ বুলন্দ করেছেন, কার সাধ্য আছে তাঁর

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
ওয়াসাল্লাম কী শান কো কওন কম কর সেকতা হ্যায়? জিস কী শান কো আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা বুলন্দ ফরমায়া-কিস কী ত্বা-কত হ্যায় উন কী শান কো কম করনে কী। আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা হাম কো আওর আপ কো সমঝ আত্বা ফরমায়ে।	মর্যাদাকে খাটো করার? আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ও আপনাদের সকলকে বুঝার তাওফীক্ব দিন।
ইয়ে বাতেল ফেরক্বোঁ কো ধোকা হো রাহা হ্যায় কেহ্ উয়হ এত্বা'আত মে, মুহা -ব্বত মে, আদব মে আওর ইবাদত মে ফরক্ব নেহীঁ কর সেকতে হ্যাঁয়। **'ওয়া তু'আয্যিরূ-হু ওয়া তুয়াক্বক্বিরূ-হু'** আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমা রাহা হ্যায়, উস রসূল কী ইয্যাত কীজিয়ে, আওর উন কী তাওক্বীর কীজিয়ে। **'আলা-লা-ঈমানা লিমান লা- মুহাব্বতা লাহ্'** হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মহব্বত জিস দিল মে না হো, উয়হ্ ঈমান সে খালী হ্যায়। তো হাম কো হুকুম হ্যায়, মহব্বত কা, হামকো হুকুম হ্যায় আদব করনে কা, হামকো হুকুম হ্যায় এত্বা'আত করনে কা। জিস নে রসূল কী এত্বা-'আত কী উস্নে আল্লাহ্ কী এত্বা'আত কী। জাহাঁ ইবাদত হ্যায়, তো ইবাদত বারী তা'আলা কী হ্যায়। 'লা-তা'বুদূ- ইল্লা-ইয়্যা-হু'। আল্লাহ্ কে সেওয়া কেসী কী ইবাদত মত করো। ইবাদত, এত্বা'আত, আদব আওর মুহব্বত- মে ফরক্ব করনা চাহিয়ে। বাত্বেল ফেরক্বে মুহব্বত কো	বাতিল ফিরক্বার লোকেরা এ জন্য প্রতারিত হয় যে, তারা আনুগত্য, মুহব্বত, আদব ও ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন, ''তোমরা রসূলকে সম্মান করো, তাঁকে শ্রদ্ধা করো।'' হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেম-ভালবাসা যে হৃদয়ে নেই, তা ঈমানশূন্য। তাই আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে, তাঁর প্রতি মুহব্বত করার, তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ও তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করার। যে রাসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করলো। কিন্তু যেখানে ইবাদত করার কথা আছে সেখানে বলা হয়েছে– ''আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করো না।'' তাই, 'ইবাদত, 'ইত্বা'আত (আনুগত্য), আদব ও মুহব্বত-এর মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। কিন্তু বাতিল ফিরক্বার লোকেরা মুহব্বতকে শিরক্ বলে,

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
শিরক্ কাহ্তে হ্যাঁয়, আদব কো ভী শিরক্ কাহ্তে হ্যাঁয়, এত্বা'আত কো ভী শির্ক কাহ্তে হ্যাঁয়, ইবাদত কো ভী শির্ক কাহ্তে হ্যাঁয়। উয়হ জাহেল, বে-ওয়াক্বূফ হ্যাঁয়। জিস শখস্ মে মুহব্বত নেহীঁ উস কো ঈমান নেহীঁ। আওর জিসনে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী এত্বা'আত নেহীঁ কী, উসনে আল্লাহ্ কী এত্বা'আত নেহীঁ কী। লেকিন জাহাঁ আল্লাহ্ কী ইবাদত হ্যায়, **লা-তা'বুদূ-ইল্লাল্লাহ্** আল্লাহ্ কে সেওয়া কেসী কী ইবাদত মাত করো। ইবাদত আওর চীয হ্যায়, এত্বা'আত আওর চীয, আদব আওর চীয হ্যায়, মুহব্বত আওর। আগর ফরক্বে মারাতেব না করো তো যান্দীক্বী হ্যায়। আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা হাম কো আওর আপ কো সমঝ্ 'আত্বা ফরমায়ে। আ-মী-ন।	ইবাদতকেও শিরক বলে। তারা তো জাহিল বা মুর্খ। যার মধ্যে আদব নেই, সে বঞ্চিত হয়, যার মধ্যে মহব্বত নেই, তার ঈমান নেই, যে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করেনি, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করেনি। কিন্তু যেখানে আল্লাহ্র ইবাদতের কথা আছে, সেখানে বলা হয়েছে, 'লা-তা'বুদূ- ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করো না। ইবাদত এক জিনিস, ইত্বা'আত অন্য জিনিস। আদব এক জিনিস আর মুহব্বত অন্য জিনিস। যদি এতে পার্থক্য করা না হয়, তবে তা হবে যন্দিক্বী। আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা আমাকে ও আপনাদের সকলকে বুঝার তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন।
আ-পকে সাহাবা পর এতনী জো তাকলীফেঁ হুয়ী হ্যাঁয়, কেহ্ লোগ দুশমন হ্যাঁয়, ইয়ে থোড়ে দিনুঁ কেলিয়ে হ্যাঁয়, 'আন্ ক্বরীব ইয়ে লোগ মুদ্দা'ঈ ঈমান বন জায়েঙ্গে, এহী লোগ মুদ্দা'ঈয়ে ইসলাম বন জায়েঙ্গে, এহী লোগ আ-পকে গোলাম বন জায়েঙ্গে।	অতঃপর, নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। ওই সময় (হে হাবীব) আপনার উপর এতসব মুসীবৎ এসেছে, কষ্ট এসেছে, আপনার সাহাবা কেরামের নিকট এতসব কষ্ট পৌঁছেছে যে, লোকেরা তাঁদের শত্রু, তবে এগুলো অতি অল্প দিনের জন্যই। অনতিবিলম্বে এসব লোক ঈমানের দাবীদার হয়ে যাবে, এসব লোক ইসলামের দাবীদার হয়ে যাবে, এরা আপনার গোলাম হয়ে যাবে। অনুরূপই হয়েছে বাস্তবে।

উচ্চারণ

আওর উয়হ্ হী হুয়া। থোড়ে 'আরসে কে বা'দ উয়হ্ হী হুয়া। থোড়ে 'আরসে কে বা'দ উয়হ্ হী জো কাফের থে, খোন্খার থে উয়হ্ হী গোলাম হো গায়ে। উয়হ্ হী দ্বীন কে আলম বরদার বন গেয়ে।

"ফাইন্না মা'আল উসরে ইউসরান্ ইন্না মা'আল 'উসরে ইউসরা-।"

আল্লাহ্ তা'আলা নে এরশাদ ফরমায়া, বে-শক তঙ্গী কে বা'দ আসানী হ্যায়, বে-শক তঙ্গী কে বা'দ আসানী হ্যায়।

"ফাইযা- ফারাগ্তা ফান্সাব'

আওর জব আপ ফরায়েযে নুবূয়ত সে ফারেগ হো জাঁয়ে তো রিয়াযত মে মশগুল হো জায়েঁ। সুবহানাল্লাহ্! ইয়ে রেয়াযত এতনী আহাম চীয্ হ্যায় কেহ্ আল্লাহ্ তা'আলা নে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো এরশাদ ফরমাতা হ্যায় কেহ্ আপ জব ফরায়েযে নুবূয়ত কী আদা-ইগী সে ফারেগ হো জায়েঁ তো রিয়াযত মে মশগুল হো জায়েঁ।

ইয়ে জো আ-প লোগোঁ কী তরীক্বত কা সবক্ব দিয়া জা-রাহা হ্যায়, ইয়ে যিক্র ইয়ে দরূদ শরীফ, ইয়ে সালাতে আওয়াবীন ইয়ে এতনী আহাম চীযেঁ হ্যাঁয় কেহ্ ইনহী সে ইনসান কী তারাক্বক্কী হূ-তী হ্যায়। আওর ইনসান কা মে'রাজ ইসসে

বঙ্গানুবাদ

অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ওই সব লোক, যারা কাফির ছিল, যারা রক্তের পিপাসু ছিল, ওই সব লোকই আপনার গোলাম হয়ে গেছে। ওই সব লোকই দ্বীনের পতাকাবাহী হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের পর স্বস্তি রয়েছে।

সুতরাং আপনি যখন নুবূয়তের দাত্বিয়াবলী পালন করে নেবেন, তখন রিয়াযত (এবাদত) -এ মশগুল হয়ে যাবেন। আল্লাহ্রই পবিত্রতা! এ রিয়াযত (এবাদত-সাধনা) এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ ফরমাচ্ছেন, ''আপনি যখন নুবূয়তের দায়িত্ব পালন করে নেবেন, তখন রিয়াযতে মশগুল হয়ে যাবেন।

এ যে আপনাদের তরীক্বতের সবক দেয়া হচ্ছে, এ যিক্র, এ দুরূদ শরীফ, এ সালাতে আওয়াবীন, এগুলো এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বস্তু যে, এগুলো দ্বারা মানুষের উন্নতি হয়। ইনসানের মে'রাজ তো এগুলো

উচ্চারণ

হো-তী হ্যায়। আওর ইন্সান কে ইস্ দুনিয়া মে আ-নে কা মাক্বসদ এসীসে হাসেল হো-তা হ্যায়। ইন্সান কে দরজাত বুলন্দ হোতে হ্যাঁয়। আওর ইয়ে জো আসবাক্ব হ্যাঁয়, আওরাদ হ্যাঁয় উয়হ্ নেহায়ত মুহাব্বত কে সাথ, নেহায়ত খুলূস কে সাথ আদা কিয়ে জায়েঁ। ইসমে বড়া মাক্বসাদ হ্যায়, আওর জব আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যাঁয় ''ফা-ইযা ফারাগ্তা ফানসাব,'' পস্ জব আ-প ফারেগ হো জায়েঁ ফরায়েযে নবূয়ত সে তো ইসমে লাগ জায়েঁ। রেয়াযত মে লাগ জায়েঁ। **"ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব"** আওর আপনে রবকী তরফ মোতাওয়াজ্জেহ্ হে জায়েঁ।

আল্লাহ্ হামকো, আ-পকো ইন্ হেদায়াত পর আমল করনে কী তৌফিক এনায়েত ফরমায়ে। আ-মী-ন।

---o---

বঙ্গানুবাদ

দ্বারাই হয়। আর মানুষের দুনিয়াতে আসার উদ্দেশ্যও এ থেকে হাসিল হয়, মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর এ যে সবকগুলো রয়েছে, তাসবীহ্-তাহলীল ওযীফা রয়েছে, সেগুলো যেন অতি মুহাব্বতের সাথে সম্পন্ন করা হয়, অতীব নিষ্ঠার সাথে যেন পালন করা হয়। এতে বড় উদ্দেশ্য রয়েছে। আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, 'এবং যখন আপনি অবসর হন নুবূয়তের দায়িত্বাবলী পালন করার পর, তখন এর মধ্যে লেগেই থাকুন। এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন।'

আল্লাহ্ আমাদেরকে, আপনাদেরকে আমল করার শক্তি দান করুন। আ-মী-ন।

---o---

নূরানী তাক্বরীর-আঠার

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۬ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ؕ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ؏

[سورة التين : ايات ٨ - ١]

উচ্চারণ

আ‘ঊ-যু বিল্লা-হিস্ সামী‘ইল ‘আলী-মি মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রাজী-ম।

বিস্মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী- ম।

ওয়াত্ব্‌ ত্বী-নি, ওয়ায্ যায়তূ-নি, ওয়া ত্বূ-রি সী-নী-না, ওয়া হা-যাল বালাদিল আমী-ন; লাক্বাদ খালাক্বনাল ইনসা-না ফী--- আহসানি তাক্বভী-ম। সুম্মা রাদাদ্না-হু আসফালা সা-ফিলী-না, ইল্লাল্লাযী-না আ-মানূ- ওয়া ‘আমিলুস্ সোয়া-লিহা-তি ফালাহুম্ আজরুন্ গায়রু মাম্নূন। ফামা-ইয়ুকায্যিবুকা বা’দু বিদ্দী-ন। আলায়সাল্লা-হু বিআহ্কামিল হা-কিমী-ন। [সূরা ত্বী-ন: আয়াত-১-৮]

তরজমা

আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

১. ডুমরের শপথ ও যায়তূনের ২. এবং সিনাই পর্ব্বতের, ৩. আর নিরাপদ শহরের; ৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি, ৫. তারপর তাকে নিম্ন থেকে নিম্নতর অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি; ৬. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান রয়েছে, ৭. অতঃপর এখন কোন্ জিনিষ তোমাকে ন্যায় বিচারকে অস্বীকার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে? ৮. আল্লাহ্ কি সকল বিচারকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?

[সূরা ত্বী-ন : আয়াত ১-৮, কান্যুল ঈমান]

উচ্চারণ

আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ ফরমাতা হ্যায়, **ওয়াত্ব্‌ ত্বী-নি ওয়ায্ যায়তূ-নি** আন্‌জীর কী ক্বসম আওর যায়তূন কী ক্বসম **ওয়া ত্বূ-রি সী-নী-না** আওর কূহে ত্বুর-ই সায়না কী ক্বসম **ওয়া হা-যাল বালাদিল আমী-ন** আওর আম্‌ন ওয়ালে শহর ইয়া’নী মক্কা মুকার্‌রমাহ্ কী ক্বসম। এহাঁ ইন চীযোঁ কী ক্বসমেঁ ইসলিয়ে উঠায়ী জা-রহী হ্যাঁয়, তাকেহ্ সামনে গাওর সে সুনেঁ। বহুত আহাম মাযামীন বয়ান হো রহে হ্যাঁয়। ইস্‌কা ইফতিতাহ্ চার ক্বসমোঁ সে হো রহা হ্যায়।

আনজীর নেহায়ৎ ওমদাহ্ মেওয়াহ্ হ্যায়, জিসমে ফুদ্‌লাহ্ নেহীঁ, সরী‘উল হযম, কাসীরুন্ নাফ‘ই’, মালীন, ‘মুহাল্লিল, দাফি‘ই রেগ মুফাত্তিহে’ সাদ্দাহ্-ই জিগর, বদনকা ফয়বাহ্ করনে ওয়ালা, আওর বালগাম কো ছাঁটনে ওয়ালা।

‘যায়তূন’ এক মুবারক দরখ্‌ত হ্যায়। উস্‌কা তেল রোশনী কে কাম সে লায়া জাতা হ্যায় আওর বজায়ে সালন কে ভী খায়া জাতা হ্যায়। ইয়ে ওয়াস্‌ফ দুনিয়া কে কেসী তেল মে নেহীঁ। উস্‌কা দরখ্‌ত খোশ্‌ক পাহাড় মে পয়দা হোতা হ্যায়। বগায়র খিদমত কে পরওয়ারিশ পাতা হ্যায়। হাজারো বরস রাহ্‌তা হ্যায়। ইন্ চী-যোঁ মে ক্বুদরতে ইলাহীকে আ-সা-র যাহের হ্যাঁয়। ওয়া ত্বূ-রি সী-নী-ন, উসকো

বঙ্গানুবাদ

আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, আঞ্জীর বা ডুমুর ফলের শপথ, যায়তূন বৃক্ষের শপথ, আর তূর পর্বতের শপথ এবং এ নিরাপদ নগরী অর্থাৎ মক্কা মুকার্‌রমার শপথ! এখানে এ বস্তুগুলোর শপথ এ জন্যে করা হয়েছে, যাতে সামনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মনযোগের সাথে শ্রবণ করা হয়। তাই ওই চারটি শপথের সাথে এ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

‘ডুমুরফল’ (আন্‌জীর) হচ্ছে উৎকৃষ্ট মানের ফল, যাতে পরিত্যাজ কিছুই নেই। দ্রুত হজমী, অতি উপকারী, মসৃণ, সহজভোজ্য, পাকস্থলীর বালুকণা অপসারণকারী আঁত বা কলিজার গ্রন্থী উম্মুক্তকারী, দেহকে সবলকারী ও কফ অপসারণকারী।

‘যায়তূন’ একটা বরকতময় বৃক্ষ। এর তৈল প্রদীপ জ্বালানোর কাজেও ব্যবহৃত হয় এবং ব্যাঞ্জন (তরকারী)-এর পরিবর্তেও খাওয়া যায়। এ গুণ দুনিয়ার অন্য তেলে নেই। এর গাছ শুষ্ক পর্বতগুলোতে জন্মে। কোন প্রকার যত্ন ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হয়। হাজার হাজার বছর যাবৎ বিদ্যমান থাকে। এসব জিনিষে আল্লাহ্‌র মহাশক্তির নিদর্শন সুস্পষ্ট হয়।

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
'তূর-ই সায়না' ভী কাহ্তে হ্যাঁয় আওর কূহে তূর ভী। কূহে তূর পর সায়্যিদুনা মূসা আলায়হিস্ সালাম কো তাওরাত কী তাখ্তিয়াঁ আত্বা হুয়ী থীঁ। আওর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে শরফ্ইয়াবী বখশী মূসা আলায়হিস্ সালাম কে সাথ কালাম করনে কী। আওর দামেশক্ব মে সায়্যিদুনা ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাশরীফ ফরমা হুয়ে আউর এহাঁ পর আপ নে নুবূয়ত আওর রেসালত কা কাম আঞ্জাম ফরমায়া। বায়তুল মুক্বাদ্দাস পায়গম্বরোঁ কা শহর হ্যায়। বহুত বড়ে বড়ে আম্বিয়ায়ে কেরাম উস্ শহর মে তাশরীফ ফরমা হুয়ে হ্যাঁয়। আওর মক্কা মুকার্রমা আমন কি জাগা হ্যায়। বা-বরকত জাগা হ্যায়। এতনা আমন ওয়ালা শহর হ্যায় কেহ্ আরব কে আন্দর খোব খুনরেযী হো রহী থী, ক্বেতাল কা বাজার গরম রাহ্তা থা, উস ওয়াক্বত ভী মক্কা মুকার্রমাহ্কে কাফেলে বাহের জাতে থে। উয়হ্ হার ক্বিসম কে আমান মে হোতে, লোগ উনকী ইয্যাত করতে থে। কেসী কী ত্বাকত না হোতী কেহ্ উস্ কাফেলে কী তরফ আঁখ উঠা কর দেখে। **'ওয়ামান দাখালাহু কা-না আ-মিনা-'** আওর জো উসমে দাখেল হো উসকো আমন মে লে লে-তা হ্যায়। আয়সেহী আগর কূঈ জঙ্গল কা চীতা শিকার কো পিছা লিয়া, আওর উয়হ্ (শিকার) হুদূদে	আর ত্বূর? এটাকে 'ত্বুরে সায়না' বা ত্বুর পাহাড়ও বলা হয়। ত্বুর পাহাড়ে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে কথা বলার মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত ও গৌরাবান্বিত করেছেন। আর দামেস্ক, যেখানে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম শুভাগমন করেন এবং সেখান থেকে নুবূয়ত ও রেসালতের কার্য আরম্ভ করেন। বায়তুল মুক্বাদ্দাস হলো নবীগণের শহর। অনেক বড় বড় নবী ওই শহরে শুভাগমন করেছেন। আর মক্কা মুকার্রমা হলো নিরাপদ ও বরকতময় স্থান। এটা এমন নিরাপদ শহর যে, যখন আরবের সর্বত্র খুনাখুনি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের বাজার গরম ছিলো, তখনও মক্কার লোকেরা নিরাপদে ছিলো। মক্কা মুকার্রমার ব্যবসায়ী কাফেলা বহির্দেশে গেলে সেখানেও তারা নিরাপদে থাকতো, লোকেরা তাদেরকে (মক্কার লোক হিসেবে) সম্মান করতো। তাদের দিকে চোখ তুলে দেখারও কারো সাহস হতো না। আর যে সেখানে (মক্কার হেরেম শরীফ) প্রবেশ করে, সে নিরাপদ থাকে। তেমনিভাবে জঙ্গলের কোন চিতা বাঘও যদি কোন শিকারের পেছনে ছুটে আর ওই শিকার দৌড়ে

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
হেরেম শরীফ কে আন্দর দাখেল হুয়া তো উয়হ্ চীতা উস্কা পিছা ছোড় দিয়া। জো উসমে দাখেল হুয়া, উস কো আমন মিল গায়া। তো ইয়ে মক্কা মুকাররমাহ্, ইস্ মে সাইয়্যিদুনা ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম আওর সায়্যিদুনা ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম নে খানায়ে কা'বা কী তা'মীর ফরমায়ী। এসী মে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী বেলাদতে পাক হুয়ী। তো ইস শহর কো বহুত যেয়াদাহ্ ফযীলত দী- গায়ী আওর ইয়ে বহুত আমন ওয়ালা শহর হ্যায়, **'ফী-হি আ-য়া-তুম বায়্যিনা-তুন'** ইস মে নিশানিয়াঁ হ্যাঁয় আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী, যাহের ও বাহের। তো আল্লাহু তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইন মুক্বাদ্দাস চীযোঁ আওর মাক্বামোঁ কী ক্বসম উঠানে কে বা'দ এরশাদ ফরমা রহা হ্যায়- **লাক্বাদ খালাক্বনাল ইনসা-না ফী---আহসানি তাক্বভী-ম**। ইয়ে জওয়াবে ক্বসম হ্যায়। বেশক হামনে শেক্লও সূরত কে লেহায সে, আপনে ফাহ্ম কে লেহায সে আওর বানাওয়াট কে হেলায সে বহুত হী আচ্ছে তরীক্বে সে ইনসান কো বানায়া। ইনসান কী পায়দাইশ ভী বহুত হী আচ্ছে তরীক্বে সে হুয়ী	গিয়ে যদি হেরেম শরীফের ভিতর চলে যায়, তবে ওই হিংস্র বাঘও তাকে ধাওয়া না করে ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ যে কেউ এ হেরম শরীফে প্রবেশ করলো, তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হলো। আর এ মক্কা মুকার্রমাহ্? হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ইসমা'ঈল আলায়হিস্ সালাম খানা-ই কা'বা নির্মাণ করেছেন। আর তা'তে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ জন্ম হয়। তাই এ নগরীকে অনেক মর্যাদা দান করা হয় এবং এটা খুব নিরাপদ নগরী। 'এতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য ও স্পষ্ট নিদর্শনাবলী বিদ্যমান। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা এ সব পবিত্র স্থানের শপথ করার পর এরশাদ করছেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয় আমি মানুষকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।' এটা হলো শপথের উত্তর। (অর্থাৎ) আকার-আকৃতিতে, জ্ঞান-গরিমায় আর সৃষ্টিগত দিক দিয়ে অনেক উত্তম পদ্ধতিতে আমি (আল্লাহ্) ইনসানকে সৃষ্টি করেছি। মানুষের জন্ম ও অতি উত্তম সর্বোত্তম পদ্ধতিতে হয়েছে। চিন্তা করে দেখুন যে, এ মনুষ্য জাতি সৃষ্টির সবকিছু হতে সুশ্রী। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে খিলাফতের তাজ পরিয়েছেন।

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
হ্যায়। গাওর করেঁ কেহ্ ইয়ে ইনসান ইন্ তামাম মাখলূক্বাত মে খুবসূরত হ্যাঁয়। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে ইস কো খেলাফত কা তাজ পেহ্নায়া- **ওয়ালাক্বাদ কার্‌রামনা- বনী--- আ-দামা** কা ইসকো লক্বব মিলা। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইন তামাম চীযোঁ কো উস্‌কা মুত্বী' ফরমায়া, তাবে'দার ফরমায়া।	(পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান কার্যকর করার কাজ) দিয়েছেন। আর নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আদম সন্তানদের কে সম্মানিত করেছি।' উপাধি পেয়েছে। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ সব কিছুকে তার অধীন ও আনুগত্যশীল করেছেন, অনুসারী করেছেন।
ইনসান কো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে বহুত বুযর্গী আওর ফযীলতেঁ দী তামাম মাখলূক্বাত পর। উসকী আখূঁ-কো দেখেঁ, উস্‌কী ইন কানোঁকো দেখেঁ, ইন হাতোঁ, বলকেহ্ তামাম বদন কো দেখেঁ, হার চীয কো আপনী আপনী জাগাহ্ পর বিলকুল মুনায্যাম কী গায়ী। আঁখ্ আগর ওহাঁ সে এহাঁ হোতী, আওর কান আপনী জাগা পর না হুতী তো বিলকুল না যীবা হুতী। লেকিন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে ইনসান কী হার ইয়েক চীয কো আপনী আপনী জাগাহ্ পর মুতা'আয়্যান ফরমা দিয়া, আওর উস কী পয়দায়িশ নেহায়ত আচ্ছে তরীক্বে সে ফরমায়ী, তা-কেহ উয়হ্ তামাম মাখলূক্বাত সে বেহ্‌তরীন মাখলুক্ব হো।	আর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সমস্ত সৃষ্টি হতে অনেক বেশী সম্মান ও মর্যাদার পাত্র বানিয়েছেন। এ তার চোখ দেখুন, এ কান দেখুন, এ হাত এবং সমগ্র শরীর দেখুন। প্রত্যেক বস্তু স্ব স্ব স্থানে সম্পূর্ণ সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত। চক্ষু যদি তার স্থানে না হয়ে অন্য কোথাও হতো, কান যদি আপন স্থানে না হতো, যদি মাথা স্ব-স্থানে না হতো, হাত তার যথাস্থানে না হতো, তবে তা একেবারে অসুন্দর দেখাতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রত্যেক কিছুকে আপন আপন স্থানে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তার জন্মকে অত্যন্ত উত্তম পদ্ধতিতে করিয়েছেন, যাতে সে সৃষ্টির সেরা হয়।
খলীফা মনসূর কে দাওর মে ঈসা ইবনে মূসা নাম কা এক মাশহুর আদমী থা। উস্‌নে আপনী বিবি কো কাহা, 'আগর তূ চান্দ সে খুবসূরত না হো তো মেরী তরফ সে তূঝ্ কো তিন তালাক্ব।'	খলীফা মনসূরের যুগে ঈসা ইবনে মূসা নামে এক প্রসিদ্ধ লোক ছিলো। সে তার স্ত্রীকে একদা বললো, "তুমি যদি চাঁদের চেয়ে বেশী সুন্দর না হও, তবে তোমাকে আমার পক্ষ হতে তিন তালাক্ব।"

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
ইসকে বা'দ ঈসা বহুত পরীশান হো কে খলীফা কে পাস গায়া। তো খলীফা নে ফুক্বাহা কো বোলায়া -ইস কে মুতা'আল্লিক্ব আপ লোগ কেয়া কাহ্‌তে হ্যাঁয় ? উন্ ফুক্বাহা নে কাহা, ''তালাক্ব ওয়াক্বে' হো গায়ী।'' এহাঁ পর ইমাম সাহেব কা এক শাগরিদ, উস্ মাজলিস মে বায়ঠে থে, উয়হ্ খামোশ রাহ্‌কর সব কী বাতেঁ সুন রহে থে। তো খলীফা মনসূর নে কাহা, 'আপ কিউঁ কুছ নেহীঁ বোল্‌তে হ্যাঁয়? আপ ভী আপনী রায় এযহার কীজিয়ে।' পস্ উন্‌হূঁ-নে কাহা, **"বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম। ওয়াত্ব ত্বী-নি ওয়ায্ যায়তূ-নি... লাক্বাদ খালাক্বনাল ইনসা-না ফী---আহ্‌সানি তাক্বভী-ম।**	সে তার এ উক্তির উপর দুঃখিত হয়ে খলীফার নিকট এটার সমাধানের জন্য গেলো। খলীফা ফক্বীগণকে একত্রিত করে বললেন, ''আপনারা এ উক্তির ব্যাপারে কী বলেন?'' (তার স্ত্রীর উপর তালাক্ব বর্তাবে কিনা)। তখন উপস্থিত সকল ফক্বীহ্ বললেন, "এতে তালাক্ব হয়ে গেছে।" ওখানে ইমাম-ই আ'যম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি-এর এক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিশ্চুপ র'য়ে সকলের রায় শ্রবণ করছিলেন। খলীফা মনসূর বললেন, ''আপনি কিছু বলছেন না কেন? আপনিও আপনার রায় ব্যক্ত করুন।'' তখন তিনি বললেন, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ডুমুরফল, যায়তূন, ত্বূরে সায়না ও নিরাপদ শহরের শপথ! নিশ্চয় আমি মানব জাতিকে সর্বাধিক সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।"
ইস্ লেহায সে ইনসান চান্দ সে খুবসূরত হ্যায়। লেহা-যা তালাক্ব ওয়াক্বে' নেহীঁ হুয়ী।" খলীফা মানসূর নে ইয়ে বাত শুনী তো কাহা, "বিলকুল ঠিক হ্যায়।" তো খলীফা মানসূর নে ফাওরান জওয়াব ভেজা কেহ্, "তোম আপনে খাভেন্দ কে পাস আ-জাও আউর তোমারা নেকাহ্ বা-দস্তুর কায়েম হ্যায়।" বাহার হাল ইনসান কো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে হার লেহায সে বহুত হী বেহতরীন তরীক্বে সে পয়দা ফরমায়া।	এ'তে বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষ চাঁদ থেকেও অধিক সুন্দর। অতএব, তালাক্ব হয়নি।" খলীফা মনসূর এটা শুনে বললেন, ''তোমার উত্তরই সঠিক।" মানসূর তখনই ঈসার স্ত্রীর নিকট খবর পাঠালেন, যেন সে তার স্বামীর কাছে চলে যায়। আর বলে পাঠালেন, ''তোমাদের বিবাহ্ যথারীতি অটুট রয়েছে।'' অতএব, মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দিক দিয়ে, সর্বোত্তম পদ্ধতিতে, সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন।

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
সুম্মা রাদাদ্না-হু আসফালা সাফিলী-ন- ফের হামনে ইস্ ইনসান কো বদতরীন মক্বাম কী তরফ নিকা-লা, উসকো নীচে সে নিচে কী তরফ, জাহাঁ আস্ফালুস্ সাফিলীন কী জাগা হ্যায়, ওহাঁ ইনসানকো লে-গায়া। কেয়া মাক্বসাদ? আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে ইনসান কো খেলাফত কা কাম দিয়া, সমঝ দিয়া, উসকো কেতনী কারামাত ওয়া বুযুর্গিয়াঁ দীঁ। লেকিন উসনে ইন তামাম চীযোঁ কো ছোড় দিয়া, আপনে সর সে তাজ কো উতার দিয়া। ফিস্ক্ব ও ফুজূর কা বাজার গরম কিয়া। উসনে আল্লাহ্ ও রসূলকী না-ফরমানী কা বন্দোবস্ত কিয়া, উসনে সরকশী আওর গোস্তাখী শুরু' কী। জব ইনসানিয়াত পর কায়েম না রাহা, যিন্দা বাচ্চিয়োঁকো দরগোর করনা শুরু' করদিয়া। তো আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাতা হ্যায়, **সুম্মা রাদাদ্না-হু আসফালাস্ সা-ফিলী-ন** ফের হাম নে উসে সবসে নিচলে দরজে মে ফেঁক দিয়া।	অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচেছন, "তারপর আমি (আল্লাহ্) মানুষকে (তার কৃতকর্মের দরুন) সর্ব নিম্নস্তরে পৌঁছিয়েছি। তাকে হীন থেকে হীনতর স্থানে নিয়ে যাই।" এটার অর্থ কি? আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে খিলাফতের মর্যাদা ও বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়ে মহিমান্বিত করেছেন। কিন্তু সে যখন এসব কিছুকে ছেড়ে দিলো, নিজের মাথা হতে সম্মানের মুকুট ফেলে দিলো, পাপ ও অন্যায়ের বাজার গরম করে তুললো, আল্লাহ্ ও রসূলের নাফরমানী (অবাধ্যতা)-এর ব্যবস্থা করলো, ঔদ্ধত্য ও অভদ্রতা প্রদর্শন আরম্ভ করলো, এভাবে যখন ইন্সানিয়াত অর্থাৎ মানবতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলো না, জীবন্ত কন্যা শিশুকে কবর দিতে আরম্ভ করলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ''নিশ্চয় আমি তাকে 'আসফালা সাফিলীন' বা হীন থেকে হীনতর স্তরে নিক্ষেপ করেছি।"
ক্বিয়ামত মে হিসাব ও কিতাব কে বা'দ জানোয়ারোঁ মিটা দিয়ে জায়েঙ্গে। লেকিন ওয়হ্ ইনসান? উসকে লিয়ে জান্নাত হ্যাঁয়, এয়া দোয্খ। জান্নাত মে জায়েগা এয়া দোযখ মে জায়েগা। ইসলিয়ে ইনসান জব আপনী ইনসানিয়াত সে গের জাতা হ্যায়, তো উয়হ্	ক্বিয়ামত দিবসে হিসাব-নিকাশের পর জীব-জন্তুগুলোকে মাটিতে পরিণত করে দেওয়া হবে; কিন্তু মানুষ? মানুষের জন্য হয়তো জান্নাতে হবে, নতুবা হবে দোযখ। সে হয়তো জান্নাতে যাবে, নতুবা দোযখে যাবে। এজন্য মানুষ যখন তার ইন্সানিয়াতের মর্যাদা থেকে

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
চৌ-পায়োঁ সে ভী বদতর হো জাতা হ্যায়। চৌপায়ে উস সে বেহতর হো-তে হ্যাঁয়। উলা----ইকা কাল আন'আ-মি বাল হুম আদ্বাল্। উনকি মেসাল চৌপায়োঁ কীসী হ্যায় বলকেহ্ চৌপায়োঁ সে ভী বদতর হ্যায়। ইস্লিয়ে ইনসান পর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী জো মেহেরবানী আয়ী থী, জো যিম্মদা-রিয়াঁ 'আয়েদ কী গায়ী থীঁ ইস্মে শোকরিয়া আদা নেহীঁ কিয়া, তো উস্কা আখের আঞ্জাম কেয়া হুয়া? **আসফালা সা-ফিলী-ন**, দোযখ কা জো নিচলা দরজা হ্যায়, উসমে জায়েগা।	সরে দাঁড়ায়, তখন সে চতুষ্পদ জন্তু হতেও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। আর চতুষ্পদ জন্তু তার চেয়ে উত্তম। যেমন এরশাদ হচ্ছে- 'তারা চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুল্য; বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।' কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন অপরিহার্য করেছিলেন, সে তা পালন করে নি এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। তাই, তার শেষ পরিণতি কী হলো? 'আসফালা সাফিলীন' অর্থাৎ সে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে।
এহাঁ পর আল্লাহ্ তা'আলা নে কেতনা করম ফরমায়া। ফরমায়া, **ইল্লাল লাযী-না আ-মানূ** -হাঁ, জো লোগ ঈমান লায়ে, **ওয়া'আমিলুস্ সোয়া-লিহা-তি**- আওর জিন কে আ'মা-ল আচ্ছে হোঁ, **ফালাহুম আজরুন গায়রু মামনূন**, উনকে লিয়ে আজর হ্যায়, উয়হ্ কভী মুন্ক্বাত্বি' হুনে ওয়ালে নেহীঁ, কভী বন্দ হোনে ওয়ালে নেহীঁ -উনকো উতনে আজর মিলেঙ্গে।	এখানে আল্লাহ্ তা'আলা কত বড় অনুগ্রহই করেছেন! যেমন এরশাদ হচ্ছে- 'ইল্লাল্ লাযী-না আ-মানূ, হাঁ যারা ঈমান গ্রহণ করলো, ওয়া'আমিলুস্ সোয়া-লিহা-ত আর সৎকর্ম করলো, যার কর্ম সৎ 'ফালাহুম আজ্রুন গায়রু মামনূন' তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার ও প্রতিদান, যা কখনো শেষ হবার নয়, যা কখনো নিঃশেষ ও বন্ধ হবে না- তাদেরকে এত বেশী প্রতিদান দেয়া হবে।
কিন্ লোগোঁ কা? জিন কো ঈমান হো, **ওয়া 'আমিলুস্ সোয়া-লিহা-ত** আওর জিন্ কা 'আমল নেক হো। সবসে পহলে ঈমান। ঈমান আগর না	এটা (পুরস্কার) কোন্ লোকদের জন্য? তাদেরই জন্য যাদের ঈমান আছে আর যাদের কৃতকর্মগুলো সৎ। এখানে সর্বপ্রথম ঈমানের কথা বলা হয়েছে।

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
হো তো নেক আমল করনে সে উয়হ্ নেক আ'মাল কেসী কাম কো নেহীঁ। ঈমান পহেলী শর্ত্ব। আগর উয়হ্ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী শান কো ঘটানে কী ফিক্র মে লাগা রহে, তো ঈমান নেহীঁ রাহতা, ঈমান দফা' হো জাতা হ্যায়, ঈমান বরবাদ হো জাতা হ্যায়। আগর মু'মিন হো, ঈমান হো, উস্‌কে আ'মালে সালেহাহ্ হোঁ, আ'মাল নেক হোঁ, তো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী তরফ সে উস্‌কে উতনে আজর মিলেঙ্গে জো কভী খতম হো-নে ওয়ালে নেহীঁ, উয়হ্ আজর কভী খতম নেহীঁ হোঙ্গে।	তাই প্রথমে 'ঈমান' হলো অপরিহার্য বিষয়। আর কেউ যদি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মান-মর্যাদাকে কমানোর চিন্তায় থাকে তার ঈমান থাকে না, ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। যদি সত্যিকার অর্থে মু'মিন হয়, ঈমান ঠিক থাকে, আমলও যদি সৎ থাকে তবেই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সে এতোবেশি প্রতিদান ও পুরস্কার পাবে, যা কখনো নি:শেষ হবার নয়, যা কখনো নিঃশেষ হবে না।
ফামা- ইয়ুকায্‌যিবুকা বা'দু বিদ্‌দ্বীন ইস্ আয়াত কে বহুত সে মাফহুম লিয়ে জাতে হ্যাঁয়। আওর বা'য হযরাত ইস তরফ ভী গায়ে হ্যাঁয় কেহ্ আল্লাহ্ তাবা-রাকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সে ফরমায়া, **ফামা-ইয়ুকায্ যিবুকা বা'দু বিদ্ দ্বীন পস্** উস্‌কে বা'দ কাওন দ্বীনকো ইয়া'নী আপকো ঝুটলায়েগা?	তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের অনেক অর্থ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কতেক এটাও বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশে বলেছেন, এরপর আপনাকে, আপনার দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে?
আলাইসাল্লা-হু বিআহকামিল হা-কিমী-ন কেয়া আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তামাম হাকেমূঁ কে উপর হাকেম নেহী? তামাম বাদশাহোঁ কে উপর বাদশা নেহী? (যরূর হ্যায়।) ইসকা মাক্বসাদ ইয়ে হ্যায় কেহ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নেক্‌কারোঁ কো বেহেশ্‌ত	আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কি সকল বিচারকের উপর বিচারক নন? সমস্ত বাদশাহ্‌দের উপর বাদশাহ্ নন কি? (অবশ্যই তিনি সবার উপর বাদশাহ্।) এখানে এটার অর্থ হলো এ যে, আল্লাহ্ তা'আলা নেক্‌কারদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর অসৎ লোকদেরকে

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
মে দাখেল ফরমায়েগা আওর বদকারোঁ কো, ফাসেক্ব-ফাজেরোঁ কো জাহান্নাম মে দাখেল ফরমায়েগা। উস্‌কে মুতা'আল্লিক্ব আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ফরমাতা হ্যায় কেহ্ কেয়া উস্ কে মুতা'আল্লিক্ব কূঈ শখস ই'তিরায কর সেকে গা? (হারগিয্ নেহীঁ)	দোযখে প্রবেশ করাবেন। তখন এ সম্পর্কে কেউ কি কোন আপত্তি তুলতে পারবে? (মোটেই পারবেনা।)
আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আহকামুল হাকিমীন হো কর কেয়া আয়সা করেগা কেহ্ জিন কী রাত ও দিন আল্লাহ্ কি ইয়াদ মে গুযরে হ্যাঁয়, জো মাখলূক্ব কী বেহতরী কেলিয়ে কাম করতে হ্যাঁয় আওর জো ফাসেক্ব-ফাজের হ্যাঁয়, জো রাত-দিন মাখলূক্ব কো নুক্বসান ও তাকলীফ দেতে হ্যাঁয় কেয়া উন্ দোনোঁ কো এক হী মকান মে রাখ্‌খেগা? নেহী। জো নেক্‌কার, জো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে গোলাম, উনকে লিয়ে জান্নাত হ্যায়। আওর জো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গোসতাখ হ্যাঁয় উনকে লিয়ে দোযখ হ্যায়। জো নেক্‌কার হ্যাঁয়, জিন্ কা 'আমল আচ্ছা হ্যায় উন্ কে লিয়ে জান্নাত হ্যায়, আওর জো বদ্‌কার লোগ হ্যাঁয়, উনকে লিয়ে দোযখ। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে ফায়সালা ফরমা দিয়া। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হামকো আপনী ইনসানিয়াত কি লাজ রাখনে কী তাওফীক্ব নসীব ফরমায়ে। আ-মী-ন।	তাই আল্লাহ্ তা'আলা আহকামুল হাকিমীন হিসেবে কি এমনটি করবেন যে, যারা দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র স্মরণে কাটিয়েছে, সৃষ্টিজগতের কল্যাণার্থে কাজ করেছে, পক্ষান্তরে, যারা পাপাচারে রাতদিন সৃষ্টিজগতের অনিষ্ট ও কষ্ট দেয়ার মাঝে অতিবাহিত করেছে এ দু'দলকে আল্লাহ্ তা'আলা একস্থানে রাখবেন? কখনো না। যারা সৎকর্মশীল, যারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম, তাঁদের জন্য বেহেশত নিশ্চিত। আর যারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অসৌজন্য মূলক আচরণকারী তাদের জন্য দোযখ অবধারিত। যারা নেক্‌কার, যাদের সৎকর্ম রয়েছে তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যে বদ্‌কার তার জন্য দোযখ-আল্লাহ্ তা'আলা এ ফায়সালা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে ইন্‌সানিয়াতের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার শক্তি দিন।

উচ্চারণ

হামকো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে ইনসান বানায়া, **'ওয়া লাক্বাদ কার্‌রামনা- বনী- আ-দামা'** ফরমায়া। আওর ইস্ আখেরী দাওর মে হামকো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী উম্মত মে দাখেল ফরমায়া কেতনা করম হ্যায় উসকা। আগর হাম উস কী নিয়ামতোঁ কো শুমার করেঁ, তো নেহী গিন সেকতে হ্যাঁয়।

ওয়া ইন্ তা'উদ্দূ- নি'মাতাল্লা-হি লা-তুহ্‌সূ-হা উস কী নিয়ামতোঁ কো তোম শুমার নেহী কর সেকতে হো। উতনী নেয়ামতেঁ উসনে হামকো দী হ্যায়। আওর আগর শোকর গুযারী করেঁ তো বড়া দে-গা। **লাইন্ শাকারতুম লাআযী-দান্নাকুম**- আগর তোম আল্লাহ্ কা শোকরিয়া আদা করোগে তো আল্লাহ্ তোম কো আওর দে-গা, আওর দে-গা, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপ কো হাম কো উন নি'মাতোঁ কী শোকরগুযারী কী তাওফীক্ব নসীব ফরমায়ে। আওর ইস্ আখেরী দাওর মে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নে হামকো মুরশিদে বরহক্ব দিয়া, সিলসিলা-ই বরহক দিয়া, মাদরাসা কী খেদমত নসীব হুয়ী, আওর তরীক্বত কী খেদমত নসীব হুয়ী, ইস কে হাম জেতনে ভী শোকরিয়া আদায় করেঁ, কম হ্যাঁয়। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপ কো হাম কো ইস জিন্দেগানী পর, ইন খেদমতোঁ পর ইসতিক্বামত নসীব ফরমায়ে। আ-মী-ন।

---০---

বঙ্গানুবাদ

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর বলেছেন, আমি (আল্লাহ্) আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি। আর এ শেষ যুগে আমাদেরকে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের মধ্যে স্থান দান করেছেন- এটা আমাদের প্রতি তাঁর বড় করুণা ও দয়া। যদি আমরা এসব নি'মাতের গণনা করি, তবে কখনো হিসাব করে সেগুলো শেষ করতে পারবো না।

এরশাদ হচ্ছে- আল্লাহ্ আমাদেরকে এতো পরিমাণ নি'মাত দান করেছেন যে, যদি তোমরা আল্লাহর নি'মাতগুলোকে গণনা করো, তবে সেগুলো গণনা করতে পারবেনা' সেগুলো কখনো গণনা করে শেষ করা যাবে না। আর যদি এ নি'মাত প্রাপ্তিতে আমরা তাঁর (আল্লাহ্র) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তবে তিনি আরো বাড়িয়ে দেবেন। (যেমন আল্লাহ্ বলেন) 'যদি তোমরা আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করো, তবে তিনি তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেবেন।' আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাকে আপনাদেরকে আল্লাহর এ সব নি'মাতের শোকরগুযারী করার তাওফীক্ব দিন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ শেষ যুগে মুরশিদে বরহক, হক্ব সিলসিলা দান করেছেন, আর মাদরাসা ও তরীক্বতের খেদমত ও সেবা করার তাওফীক্ব দান করেছেন, এটার যতো শোকরিয়া করিনা কেন, তা অতি নগণ্য। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ও আপনাদের সবাইকে এ জীবনে এবং এ খেদমতে সদা অবিচল ও সুদৃঢ় রাখুন। আ-মী-ন। ---০---

নূরানী তাক্বরীর-ঊনিশ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝ [سورة النصر٣- ١]

উচ্চারণ

আ'ঊ-যু বিল্লা-হিস্ সামী'ইল 'আলী-মি মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রাজী-ম।

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী- ম।

১. ইযা- জা----আ নাস্‌রুল্লা-হি ওয়াল ফাত্‌হু; ২. ওয়া রাআয়তান্ না-সা ইয়াদ্‌খুলূ-না ফী- দ্বী-নিল্লা-হি আফ্‌ওয়া-জান; ৩. ফাসাব্‌বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্ তাগ্‌ফিরুহু; ইন্নাহূ- কা-না তাওয়া-বা- ।

[সূরা নাস্‌র: আয়াত-১০৩]

তরজমা

আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি
বিতাড়িত শয়তান থেকে।
আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

১. যখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সাহায্য ও বিজয় আসবে, ২. এবং দ্বীন ইসলামের বিজয় অর্জিত হবে, আর যখন আপনি লোকদেরকে দেখবেন আল্লাহ্র দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে; ৩. অতঃপর আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাকারী অবস্থায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর থেকে (উম্মতের জন্য) ক্ষমা চান। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী। [সূরা নাস্‌র: আয়াত-১-৩]

উচ্চারণ

খেয়াল কীজিয়ে কেহ্, ফাত্হে মক্কা হো রহী হ্যায়। জব দশ/বারাহ্ হাজার নূরানী সাহাবায়ে কেরাম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী বায়'আত মে হ্যাঁয় আওর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী তরফ সে হেদায়ত জারী হ্যায়– 'খবরদার কূঈ শখ্স কেসী ক্বিস্ম কা হামলা আওয়ার না হো। আপনী তীরোঁ কো সরে কামান মে রাখ্খো, তলোয়ারোঁ কো নেয়াম মে রাখ্খো। আওর জবতক মক্কা ওয়ালে তোম পর হামলা আওয়ার না হো তোম উন্ পর সাব্ক্বত মাত করো।'

দশ/বারাহ্ হাজার সাহাবা-ই কেরাম। ইয়ে হযরাত কেহ্ ইন্ কী কদমোঁ কে নীচে যমীন জম রহী হ্যায়। ইয়ে উয়হ্ জাগাহ্ হ্যায় জাহাঁ চন্দ সাল পহলে হামারে আক্বা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কো লে-কর মক্কা মু'আয্যামাহ্ সে হিজরত ফরমা রহে থে আওর কোফ্ফার উনকো তালাশ করনে জা রহে থে। আওর চন্দ সালোঁ কে বা'দ ইয়ে মানযার তামাম দুনিয়া দেখ্ রহী হ্যায়। আওর আজ দশ/বারাহ্ হাজার সাহাবায়ে কেরাম হার ক্বিস্ম কী জঙ্গী হাতিয়ারোঁ সে

বঙ্গানুবাদ

স্মরণ করুন, যখন মক্কা বিজয় হচ্ছিলো, দশ/বার হাজার সাহাবা-ই কেরাম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথী ছিলেন আর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে এ বলে উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, 'সাবধান! তোমাদের কেউ যেন কোন প্রকারে প্রথম আক্রমকারী না হও, নিজেদের তীর-কামান রেখে দাও, তলোয়ারগুলোকে খাপে রেখে দাও! আর যতক্ষণ মক্কাবাসী তোমাদের উপর আক্রমণ করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের দিকে (আক্রমণের জন্য) অগ্রসর হবে না।

দশ/বার হাজার সাহাবা-ই কেরামের পদভারে মক্কা ভূমি যেন আন্দোলিত হয়ে উঠলো। এর কিছু কাল পূর্বে যে স্থান হতে আমাদের আক্বা ও মাওলা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে সাথে নিয়ে পবিত্র মক্কা হতে হিজরত করেন, আর কাফিরগণ তাঁদের উভয়ের সন্ধানে বের হয়েছিলো। আজ কিছু কাল পর সমগ্র দুনিয়াবাসী এ দৃশ্য দেখলো যে, দশ। বার হাজার সাহাবা-ই কেরাম প্রত্যেক রকমের যোদ্ধাস্ত্র নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে হুযূর

উচ্চারণ

মালবূস ও আরাসতাহ্ হ্যাঁয়। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী মা'ইয়্যাত মে আ-রহে হ্যাঁয়। সুবহা-নাল্লাহ্! কেয়া মান্যার হ্যায়!

আ-পনে ইরশাদ ফরমায়া, জো শখ্স হেরম শরীফ কে আন্দর দাখেল হ্যায় উস্ কো আমান হ্যায়, আওর জো আপনে আপনে ঘরকা দরওয়াযাহ্ বন্দ করলিয়ে আন্দর সে, উস্কো আমান হ্যায়, জো আবূ সুফিয়ান কে ঘর মে পানাহ্ লে উসকো ভী আমান হ্যায়। আগর উস্ ওয়াক্ত দুশমনী পর হোতে তো মক্কা কে লোগোঁ পর ক্বতল-ই আম কা হুক্ম হোতা- ''ক্বতল কর দো। কেতনে কেতনে মাযালেম কিয়ে তোম নে!'' হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে সাহাবায়ে কেরাম নে হিজরত ফরমায়ী। উন্ কোফ্ফার নে উনকো মদীনা মুনাওয়ারাহ্ মে ভী আরাম সে নেহীঁ ছোড়া, হামলা আওয়ার হুয়ে। ইসলাম কে বা-গীচে কো খতম করনে গায়ে। জেতনী তাক্লীফেঁ হো সেকতীঁ, দুনিয়া কে আন্দর জেতনে ইমকান থে যুলম কে, তাক্লীফেঁ দেনে কে উয়হ্ কুফ্ফার সে সাদের হুয়ে।

বঙ্গানুবাদ

করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে (মক্কায়) আসলেন। সুবহা-নাল্লাহ্! কী অপূর্ব দৃশ্য!

তিনি (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, ''যে ব্যক্তি হেরম শরীফের মধ্যে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তায় থাকবে, আর যারা নিজ নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতর অবস্থান করবে তাদের জন্য নিরাপত্তা রইলো, যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তার জন্য নিরাপত্তার সুসংবাদ রইলো, কিন্তু বর্তমানে যদি এ প্রকার কোন বিজয় সাধিত হতো, তবে শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠতো। মক্কার লোকদের জন্য সাধারণ হত্যার নির্দেশ ঘোষণা হতো-'সবাইকে হত্যা করো! তারা আমাদের উপর পূর্বে কত নির্যাতনই করেছে? হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণকে তাদের অত্যাচারের কারণে আপন মাতৃভূমি ছাড়তে হয়েছিলো। এমন কি মদিনায়ও তাঁদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি, সেখানেও তাঁদের দিকে হামলা পরিচালনা করা হয়। ইসলামের বাগিচাকে খতম করার জন্য এগিয়ে যায়, দুনিয়ার বুকে যত নির্যাতন, অত্যাচার ও অবিচার হতে পারে সবই কাফিরদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিলো।

উচ্চারণ

লেকিন সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দশ/বারাহ্ হাজার সাহাবায়ে কেরাম কে সাথ্ তাশরীফ লা রহে হ্যাঁয়, হামলা আওয়ার হো রহে হ্যাঁয়।

সুবহা-নাল্লাহ্! আ-প কে সর মুবারক ঝুকা হুয়া হ্যায়, হুযূরকে আখোঁ সে আসূঁ জারী হ্যায়। ইস শান কে সাথ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা মে দাখিল হুয়ে। দুনিয়া কা আওর কূঈ বাদ্শা হোতা, আজ ওয়াক্বৃত থা, উন যালেমোঁ কো চুন চুন কর খতম কিয়া জাতা। জেতনী সাজা উনকো দী- জাতী কম হোতী।

লেকিন ইয়ে রাহ্মাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া কেলিয়ে নমূনা হ্যায়, উম্মত কেলিয়ে নমুনা হ্যায়, তামাম দুনিয়া কে বাদশাহোঁ কেলিয়ে নমূনা হ্যায়। আপ উস্ শান সে তাশরীফ লে জারহে হ্যায়, ফাতহে মক্কা হোরহী হ্যায়, আওর ইধর আম মু'আ-ফী কা এ'লান হো রহা হ্যায়। হার শখ্স, হার সারকশ ডর রহা হ্যায়-'মেরা আন্জাম কেয়া হোগা।'

বঙ্গানুবাদ

কিন্তু এখন সরওয়ারে কা-ইনাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দশ/বার হাজার সাহাবা-ই কেরাম সমেত (মক্কায়) তশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের উপর চড়াও হচ্ছেন।

কিন্তু আল্লাহ্রই পবিত্রতা! তিনি আজ এভাবে মক্কায় প্রবেশ করছেন যে, আল্লাহর দরবারে তিনি আজ শির মুবারক ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন। এদিকে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হচ্ছে। অশ্রু দিতে দিতে করতে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেন। এ স্থলে যদি দুনিয়ার অন্য কোন বাদ্শা হতেন, তবে তিনি যালিমদেরকে বেছে বেছে হত্যা করতেন। এমনকি তাদের উপর যত শাস্তিই দেওয়া হতো, তা তাদের অত্যাচারের তুলনায় অনেক কমই হতো।

কিন্তু এ রাহ্মাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দুনিয়াবাসীর জন্য আদর্শ আপন উম্মতদের জন্য নমুনা, এমন কি দুনিয়ার সকল রাজা-মহারাজার জন্য আদর্শ মহাপুরুষ। তিনি (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এমন শান ও মর্যাদা সহকারে মক্কা বিজয় করছেন যে, সকলের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে প্রত্যেক বিদ্রোহী এ ভয়ে সদা কম্পমান যে, এখন আমাদের পরিণাম কী হবে?

উচ্চারণ

লেকিন রাহ্মাতুল্লিল আ'লামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সব পর মেহেরবানী করকে সব কো মু'আফ ফরমা রহে হ্যাঁয়, সব কো ছোড় দিয়ে হ্যাঁয়। নতীজাহ্ ইয়েহ্ হুয়া কেহ্ ওহী লোগ জো দুশমন থে উয়হ্ গোলাম বন গায়ে, উয়হ্ মুহাফেয বন গায়ে ইসলাম কে। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমা রহা, **ইযা- জা----আ নাস্রুল্লা-হি ওয়াল ফাত্হু**।

তো ইস আয়াতে মুবারকাহ্ মে হাম কো ইয়ে সবক্ব মিলা কেহ্ আগর কেসী কী কূঈ কামিয়াবী হাসেল হো জায়ে তো উয়হ্ আচ্ছে কাম করে, ইবাদত করে, হার কেসী কে সাথ্ এহ্সান করে, নেক কাম করে, এয়া উস্ কো কূঈ মুহিম মে কামিয়াবী নসীব হো, তো উয়হ্ ইয়ে না কাহে কেহ্ মাঁই নে ইয়ে কাম কিয়া, মাইঁ নে উয়হ কিয়া, ইয়ে মেরী ক্বাবেলিয়াত সে কাম হুয়া, মেরী লিয়াক্বত সে কাম হুয়া, ইস্ চীয কো খেয়াল মে ভী না লায়ে, বলকেহ্ উয়হ্ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কা শোকরিয়া আদা করে-'খোদাওয়ান্দ কা শোক্র হ্যায় কেহ্ তূ নে হাম কো তাওফীক্ব দী।

হামেঁ নামায পড়নে কী তাওফীক্ব দী, মাদ্রাসা কী খেদমত কী তাওফীক্ব

বঙ্গানুবাদ

কিন্তু রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সকলের প্রতি দয়াপবরশ হয়ে সবাইকে ক্ষমা দিলেন।

সকলকে (প্রতিশোধ না নিয়ে) ছেড়ে দিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে এখন যারা শত্রু ছিলো, সবাই (তাঁর) গোলামে পরিণত হয়েছে, সবাই ইসলামের একেকজন রক্ষক বনে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, যখন আসলো আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।'

অতএব, এ আয়াত মুবারকা দ্বারা আমাদের এ শিক্ষা অর্জিত হলো যে, যদি কারো কোন-প্রকারের সাফল্য অর্জিত হয়, সে যেন ভাল কাজ করে, আল্লাহর ইবাদত করে, কারো প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করে, সৎ কাজ করে। অথবা এভাবে বলা যায়- কারো কোন গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জিত হলে, তিনি যেন একথা না বলেন, 'আমি এটা করেছি, আমি ওটা করেছি, এটা আমার যোগ্যতা হয়েছে বলে এ প্রকারের ধারণাও অন্তরে না আসা চাই; বরং এতে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার এ বলে শোক্রিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই উচিত যে, 'হে আল্লাহ্, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তুমি আমাকে এ পুণ্যকর্ম করার তাওফীক্ব দিয়েছো।

আমাকে নামায পড়ার, এ মাদ্রাসা ইত্যাদির খিদমত করার শক্তি ও

উচ্চারণ

দী, আগর তেরী তাওফীক্ব শামেলে হাল না হুতী তো হাম এক কাম ভী নাহ্ কর সেকতে। তেরী করীমী হ্যায়, তেরী মেহেরবানী হ্যায়।' ইয়ে তরীক্বত কা বহুত বড়া সব্ক্ব হ্যায়, জব কূঈ ইবাদত করো, আচ্ছা কাম করো, তো ইয়ে মাত কাহো, মাইঁ নে ইয়ে কিয়া, মাইঁ নে উয়হ্ কিয়া। খবরদার! ইস্ চীয মে ইনসান সে গুরূর পয়দা হোতা হ্যায়। আওর ইনসান মানযিলে মাক্সূদ সে দূর রাহ্ জাতা হ্যায়। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী আযীমুশ্ শান ফাত্হ্ জঙ্গে বদর মে নসীব হুয়ী। তো সাহাবায়ে কেরাম রাস্তে পর ওয়াপেস তাশরীফ লা রহে থে, আওর কাহ্ রহে থে, হাম নে ফোলান কাফের কো আয়সা ক্বতল কিয়া, শায়বাহ্ কো ক্বতল কিয়া, ইস্ ক্বিসম কী বাতেঁ করতে রহে।

ওহী আয়ী **লাম তাক্বতুলূ-হুম ওয়ালা-কিন্নাল্লা-হা ক্বাতালাহুম**- তোম নে ক্বতল নেহী কিয়া উনকো, আল্লাহ্ নে ক্বত্ল কিয়া। এহাঁ বহুত বড়া সবক্ব হ্যায়। হামকো আ-পকো উয়হ্ মাওক্বা' আত্বা ফরমায়া, হাম ভী আল্লাহ কে রাস্তে মে জেহাদ মে শামেল হোয়ে আওর আয়সে তরীক্বে সে হাম জেহাদ মে হিস্সা লিয়ে। আওর কাফিরোঁ কে মুকাবেলা মে সফ আ-রা হ্যাঁয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হামকো আ-পকো তাওফীক্ব দে।

বঙ্গানুবাদ

সামর্থ্য দিয়েছো। যদি তোমার শক্তি ও সামর্থ্য এতে যোগ না হতো তবে এটা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হতো না। এটা একমাত্র তোমার দয়া ও করুণারই বহিঃপ্রকাশ। এটা তরীক্বত (ইলমে তাসাওফ)-এর পথ পরিক্রমায়ও বড় সবক যে, যখন কোন ইবাদত-বন্দেগী করবে, ভাল কাজ করবে, তখন এটা বলবে না, আমি এটা করেছি, আমি ওটা করেছি। সাবধান! এতে মানুষের হৃদয়ে অহংবোধ সৃষ্টি হয়। আর মানুষ তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে এক আযীমুশ্শান বিজয় করেছেন। যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে সাহাবা-ই কেরাম পথিমধ্যে এভাবে বলাবলি করলেন, 'আমরা কাফিরগণকে এমন এমনভাবে কতল করেছি, শয়বাহ্কে হত্যা করেছি।'

এ ধরনের আলোচনা করতেই ওহী আসলো- 'তোমরা কতল করোনি তাদেরকে, বরং আল্লাহ্ই কতল করেছেন।' এতে বড় শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ্ আমাকে আপনাদেরকে ওই সুযোগ দান করেছেন! আমরাও আল্লাহ্র পথে জিহাদে অংশ নিতে পেরেছি এবং এভাবে জিহাদে শরীক হয়েছি, আর কাফিরদের মুকাবেলায় যুদ্ধের সারিতে শামিল হয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ও

উচ্চারণ

এহাঁ পর এরশাদ হো রহা হ্যায়, **'ইযা- জা----আ নাস্রুল্লা-হি ওয়াল ফাত্হু'** জব আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী এমদাদ আয়ে (আপ কে পাস) আওর ফাত্হ্ নসীব হো, **'ওয়া রাআয়াতান্ না-সা ইয়াদ্খুলূ-না ফী দ্বী-নিল্লা-হি আফওয়া-জান''** আওর আ-প জব দেখনে লাগেঁ কেহ্ লোগ ফওজ দর ফওজ দাখেল হো রহে হ্যাঁয় আল্লাহ্ কে দ্বীন মে, **ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রাবিবকা'** পস্ আপ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কী হামদ কে সাথ উস্ কী পাকী বয়ান করেঁ। **'ওয়াস্তাগফিরহু'** আওর আপনে উম্মত কেলিয়ে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সে মাগফিরাত মাঙ্গেঁ। ইসসে ইয়ে ভী মা'লূম হুয়া কেহ্ ইয়ে ইসতিগ্ফার উম্মত কেলিয়ে সনদ বন জায়ে।

ইস্ লিয়ে উস্তিগফার বহুত বড়া হ্যায়। ইস্ লিয়ে হযরত কো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সে এরশাদ হ্যায়-''**ওয়াবিল আস্হা-রি হুম ইয়াস্তাগফিরু-ন'** উয়হ্ মুক্বাদ্দাস লোগ সাহরী কে ওয়াক্ত ইস্তিগফার করতে হ্যাঁয়। ইস্লিয়ে মুনাসিব হ্যায় কেহ্ ইসতিগ্ফার যেয়াদাহ্ যেয়াদাহ্ সে করেঁ।

'মা-কা-নাল্লা-হু মু'আয্যিবাহুম ওয়াহুম ইয়াস্তাগফিরূ-ন' আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা উন কো

বঙ্গানুবাদ

আপনাদেরকে ওই তাওফীক্ব দিন। এতে এরশাদ হচ্ছে যে, "যখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সাহায্য ও বিজয় আসবে, আর যখন আপনি দেখবেন দলে দলে লোক ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে, তখন আপনি আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার হাম্দ (প্রশংসা) বর্ণনা করে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন। আর আপনার উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, যেন এ রসূলের ইসতিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) উম্মতের জন্য সনদ হয়ে যায়।

এজন্য এসতেগফার বড় মূল্যবান। তাই বুযুর্গ ব্যক্তিদের বেলায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার এ এরশাদ- 'তারা সেহেরীর সময় আল্লাহ্র কাছে ইস্তেগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকে।' এ জন্য উচিত-ইসতিগ্ফার বেশী পরিমাণ করা।

'আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদেরকে আযাব দেবেন না যতক্ষণ তাঁরা এসতেগফারে রত থাকবে।' এ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ
আযাব না দেগা জব তক উয়হ্ এসতেগফার করতে রহেঙ্গে। উস্ আযাব মে দুনিয়া কী তাকলীফেঁ ভী আওর আখেরাত কে আযাব ভী হ্যাঁয়। ইনশা-আল্লাহ্ ইসতিগ্ফার কে সদক্বে সব মু'আফ হো জায়েঙ্গে। **ইন্নাহু- কা-না তাওয়া-বা-।** আওর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বহুত তাওবাহ্ কবূল করনে ওয়ালা।	আযাবের মধ্যে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টও আছে, আবার পরকালের আযাবও আছে। ইন্শাআল্লাহ! ইসতিগফারের কারণে সব মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা অত্যন্ত তাওবাহ্ কবুলকারী।
ইস্ সূরাহ্ মুবারাকাহ্ মে মুসলমানোঁ কেলিয়ে কেতনা বড়া সবক্ব হ্যায়, তামাম দুনিয়া কে বাদশাহোঁ কেলিয়ে ভী। ইস্কা নাম হ্যায় রহম, ইস্কা নাম হ্যায় করম, ইস্কা নাম দুশমন কো ক্বাবূ মে লেকর উসকো ছোড় দেনা, উসকো মু'আফ করনা। ইয়েহ রাহ্মাতুল্লিল আলামীন কী শান হ্যায়। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপ কো, হাম কো হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে নক্বশে ক্বদম পর চলনে কী তাওফীক্ব নসীব ফরমায়ে। আ-মী-ন।	এ সূরা মুবারকে মুসলমান ও সারা বিশ্বের বাদ্শাদের জন্যও কত বড় শিক্ষা রয়েছে। এর নাম দয়া, এর নাম বদান্যতা, এটার নাম শত্রুকে একান্ত হাতের মুষ্ঠিতে পাওয়ার পরও ছেড়ে দেয়া এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া আর এটা রাহমাতুল্লিল আ'লামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান বা মহা মর্যাদা। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ও আপনাদেরকে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ ও অনুকরণ করে চলার তাওফীক্ব দিন। আমীন।
---o---	---o---

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ

উচ্চারণ	বঙ্গানুবাদ